CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-300 ■ 9 August, 2025 ■ আগরতলা ৯ আগষ্ট, ২০২৫ ইং ■ ২৩ শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বন্ধুকে নির্মম হত্যায় দায়ে অপর বন্ধুর যাবজ্জীবন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৮ আগষ্ট।। শুক্রবার সিপাহীজলা জেলার এডিশনাল সেশন জজ শুভ্র নাথ বন্ধুকে হত্যার দায়ে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ডের সাজা দিলেন অপর বন্ধুর।

এই মামলার সাজা সম্পর্কে বিস্তারিত জানাতে গিয়ে সরকারি আইনজীবী রিপন সরকার বলেন, গত ২০২৩ সালের নভেম্বর মাসের ২৩ তারিখ রাতে কমলাসাগর চা বাগানের বাসিন্দা জনেশ মুন্ডা তার বন্ধু ভক্ত মুন্ডার সঙ্গে স্থানীয় এক বিয়ে বাড়ির খাবার টেবিল পরিষ্কারের কাজে যায়। যথারীতি বিয়ে বাড়ির কাজ সেরে রাতে বাড়ি ফেরার পথে

দুজনের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আয়কর বিল-২০২৫ প্রত্যাহার সোমবার পেশ হবে নতুন সংস্করণ

নয়াদিল্লি, ৮ আগস্ট ।। কেন্দ্রীয় সরকার শুক্রবার লোকসভায় আনুষ্ঠানিকভাবে "আয়কর বিল, ২০২৫" প্রত্যাহার করে নিল। চলতি বছরের ১৩ ফেব্রুয়ারি লোকসভায় ওই বিলটি ছয় দশক পুরনো আয়কর আইন, ১৯৬১-এর স্থলাভিষিক্ত করার লক্ষ্যে পেশ করা হয়েছিল।

সরকার সূত্রে জানানো হয়েছে, বহু সংস্করণের মধ্যে বিভ্রান্তি এড়াতে এবং সংসদ সদস্যদের একটি একত্রিত, সংশোধিত খসড়া সরবরাহ করার জন্যই বিলটি প্রত্যাহার করা হয়েছে। আগামী সোমবার ১১ আগস্ট লোকসভায় এই বিলের একটি নতুন সংস্করণ পেশ করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

অধিকাংশ সুপারিশ অন্তর্ভুক্ত

কেন্দ্র

বিজেপি সাংসদ বৈজয়ন্ত পাণ্ডার নেতৃত্বাধীন ৩১ সদস্যের সিলেক্ট কমিটির বেশিরভাগ সুপারিশ নতুন আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে বলে সরকারি সূত্র জানিয়েছে। এদের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব হল, ধর্মীয়-চ্যারিটেবল ট্রাস্টের কাছে আসা অজ্ঞাত দান করমুক্ত থাকবে। তবে যেসব ট্রাস্ট ধর্মীয় কাজের পাশাপাশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা হাসপাতাল চালায়, তারা ওই অজ্ঞাত দানের ওপর কর দিতে বাধ্য থাকবে। শুক্রবার লোকসভায় বিহারে চলমান ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে বিরোধীদের তীব্র প্রতিবাদের মুখে দিনের কার্যসূচি স্থগিত করা হয়।

তবে তার আগে, অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন পূর্ববর্তী "আয়কর বিল, ২০২৫" প্রত্যাহারের প্রস্তাব দেন এবং অধ্যক্ষের অনুমোদন অনুযায়ী তা প্রত্যাহার করেন।

সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু বলেন, সরকার সব বিষয়ে আলোচনার জন্য প্রস্তুত ছিল। কিন্তু বিরোধীরা গুরুত্বপূর্ণ সময় নষ্ট করছে। আজ প্রাইভেট মেম্বার বিল তোলার দিন ছিল, অথচ তারা তা হতে দিচ্ছে না। পরে যেন কেউ না বলে, সরকার সহযোগিতা করেনি।

নতুন আয়কর বিল অনুযায়ী, করদাতারা নির্ধারিত সময় পেরিয়ে গেলেও পেনাল চার্জ ছাড়াই টিডিএস রিফান্ড দাবি করতে পারবেন, এমন একটি প্রস্তাবও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কমিটির সুপারিশ অনুসারে।

উল্লেখযোগ্যভাবে, ফেব্রুয়ারিতে পেশ হওয়ার পরই বিলটি সিলেক্ট কমিটির পর্যালোচনার জন্য পাঠানো হয়েছিল। সেই প্রতিবেদন হাতে পাওয়ার পর সরকার এটিকে আরও পরিশোধিত করে নতুন সংস্করণে রূপান্তর করেছে।

১১ আগস্ট সোমবার লোকসভায় নতুন আয়কর বিল পেশ করা হবে। সরকার আশা করছে, এই সংস্করণটি সংসদের সমর্থন পাবে এবং দেশের কর ব্যবস্থায় একটি যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটবে।

স্বসহায়ক দলের টাকা নিয়ে নিখোঁজ এক মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ আগষ্ট।। স্ব সহায়ক দলের টাকা ব্যাংকে জমা দেওয়ার কথা বলে নিখোঁজ এক মহিলা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে সংশ্লিষ্ট এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। জানা যায় বৃহস্পতিবার এগারোটা নাগাদ স্বসহায়ক দল ও রাবার বোর্ডের প্রায় ২ লক্ষ টাকা নিয়ে সপ্তম শ্রেণী পড়ুয়া একমাত্র কন্যা এবং স্বামীকে ফেলে রেখে স্বওসহায়ক দলের টাকা নিয়ে উধাও গৃহবধূ রেখা দেববর্মা চৌধুরী। ঘটনা বিশালগড় থানার অন্তর্গত চড়িলাম ব্লকের আড়ালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের রাজীব কলোনি এলাকায়।

গৃহবধূর স্বামী জুটন চন্দ্র চৌধুরী এবং মেয়ে ঋষিতা চৌধুরী সংবাদ

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় সিদ্ধান্ত

জনজাতি উন্নয়নে ২৫০ কোটি বরাদ্দ রাজ্যের, জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ আগষ্ট।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ত্রিপুরার জন্য বিদ্যমান কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষ উন্নয়ন প্যাকেজ পরিকল্পনার অধীনে একটি নতুন উপাদান ঘোষণা করেছে। ত্রিপুরার জনজাতি উন্নয়নের জন্য ২৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, যা ভারত সরকার এবং ত্রিপুরা সরকার কর্তৃক ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট অফ তুইপ্রা (এনএলএফটি) ও অল ত্রিপুরা টাইগার ফোর্স (এটিটিএফ) গোষ্ঠীর সাথে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী প্রদান করা হবে। আজ নিজ সামাজিক মাধ্যমে এই কথা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহা।

মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, এর মাধ্যমে বিদ্যমান সরকারি প্রকল্পগুলির সুফল যথাযথভাবে না পাওয়া ঝুঁকিপূর্ণ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি ঘটবে। কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে, তৎসঙ্গে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান, শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নকে উৎসাহিত করা এবং যুবক ও নারীদের জন্য জীবিকা মূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে। দেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে পর্যটকের আগমন বৃদ্ধি পাবে, যার ফলে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মানুষের জন্য অতিরিক্ত কর্মসংস্থান ও জীবিকার সুযোগ সৃষ্টি হবে বলে আশা ব্যক্ত করেছেন তিনি।

এনএলএফটি ও এটিটিএফ চুক্তি স্বাক্ষরিত না হলে রাজ্যের পরিস্থিতি ভয়ানক হতো ঃ প্রদ্যোৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ আগস্ট।। ত্রিপুরার জনজাতি উন্নয়নের জন্য ২৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, যা ভারত সরকার এবং ত্রিপুরা সরকার কর্তৃক ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট অফ তুইপ্রা (এনএলএফটি) ও অল ত্রিপুরা টাইগার ফোর্স (এটিটিএফ) গোষ্ঠীর সাথে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী প্রদান করা হবে বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায়। এই অর্থরাশি দ্রুত দেওয়া হবে বলে আশা প্রকাশ করেন প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন। পাশাপাশি সঠিক সময়ে এই চুক্তি না হলে রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়েও আশঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি।

নিজ সামাজিক মাধ্যমে তিনি লেখেন, 'এটিটিএফ ও এনএলএফটি এবং ভারত সরকারের মধ্যে শান্তিচুক্তি হওয়ার এক বছর হয়ে গেছে। একই সময়ে আমাদের শেখ হাসিনার সরকার বাংলাদেশে ক্ষমতা হারিয়েছে, আর সেখানে এখন ভারতবিরোধী মনোভাব বেড়ে গেছে। ভাবুন তো, যদি তাঁর সরকার ক্ষমতা হারানোর আগে এই চুক্তি না হতো, তাহলে আইএসআই তাদের দিয়ে এ অঞ্চলে আরও ঝামেলা তৈরি করতে পারত।'

তিনি আরো লেখেন, পুনর্বাসনের জন্য যে অর্থ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি ভারত সরকার দিয়েছে, তা দ্রুত দেওয়া হবে। ত্রিপুরা যদি সহিংসতা ও সন্ত্রাসমুক্ত হয়, তবে সবার জন্য নতুন ও ভালো দিন আসতে পারে।

পথসভায় মানিক সরকার

বিজেপিকে ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখার জন্য ভোটার তালিকায় নিবিড় সংশোধনী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ আগস্ট।। যে সকল রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় নেই, সেই সকল রাজ্যে ক্ষমতা দখলের পাশাপাশি যে সকল রাজ্যে ক্ষমতায় রয়েছে সেই সকল রাজ্যে ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী-র নামে চক্রান্ত শুরু করেছে। এর জন্য রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে ব্যবহার করছে বিজেপি। আজ ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনীর বিরুদ্ধে পথসভায় একথা বলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার।

ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী-র মাধ্যমে বৈধ ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার অগণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বন্ধ করার দাবিতে আজ রাজধানীতে মিছিল ও সভা সংগঠিত করল সিপিআইএম ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি। এইদিন মেলারমাঠস্থিত সিপিআইএম অফিসের সামনে থেকে শুরু হয় এই মিছিল। মিছিলটি আগরতলা শহরের বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে শকুন্তলা রোডে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে অনুষ্ঠিত হয় সভা। সভায় প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী, প্রাক্তন মন্ত্রী মানিক দে সহ অন্যান্যরা।

এইদিনের সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে মানিক সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, নির্বাচন কমিশন ইতিমধ্যে ঘোষণা করে দিয়েছে বিহারের পর যে সকল রাজ্যে নির্বাচন রয়েছে সেখানেও ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী করা হবে। তার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বিজেপিকে সাহায্য করা। ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী-র বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ ভাবে সরব হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইন্ডিয়া ব্লক। ১১ আগস্ট ঐক্যবদ্ধ ভাবে ইন্ডিয়া ব্লক দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিপ্লবের ঐকান্তিক চেষ্টায় ১৪ আগষ্ট থেকে বিলোনীয়া-জোলাইবাড়ি স্টেশনেও থামবে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৮ আগস্ট।। প্রতীক্ষার অবসান হল। অবশেষে বিলোনিয়া ও জোলাইবাড়ি রেল স্টেশনে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস দাঁড়াবে। আগামী ১৪ আগস্ট বৃহস্পতিবার থেকে ওই দুটি রেল স্টেশনেও কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস দাঁড়াবে। কেন্দ্রীয় রেল মন্ত্রক থেকে সিলমোহর দিয়ে ঘোষণা হতেই খুশির হাওয়া বিলোনিয়া মহকুমা জুড়ে।

শুধুমাত্র বিলোনিয়া রেল স্টেশনে নয় জোলাইবাড়ি রেলস্টেশনেও থামার ঘোষণা দিয়েছে কেন্দ্রীয় রেল মন্ত্রক। দক্ষিণ জেলার বিলোনিয়া, জোলাইবাড়ি সহ সাব্রুম এই তিনটি রেল স্টেশনে দাঁড়াবে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস। মূলত, ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়নের সভাপতি প্রণব সরকারের উদ্যোগ এবং সাংসদ বিপ্লব কুমার দেবের ঐকান্তিক চেষ্টায় তা সম্ভব হয়েছে।

দক্ষিণ জেলা বাসী থেকে শুরু করে বিভিন্ন সংস্থা, শাসক দলের শ্রমিক সংগঠন ও সংবাদ মহল ধন্যবাদ জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় রেল মন্ত্রী সহ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে। সেই সাথে বিলোনিয়া

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মস্তিষ্কে রক্তরক্ষণ অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেনের, রাতেই সম্পন্ন অস্ত্রোপচার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ আগষ্ট।। মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হওয়ায় অসুস্থ বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেনের অস্ত্রোপচার সম্পন্ন হয়েছে। তাঁকে চিকিৎসকদের নিবিড় পর্যবেক্ষনে রাখা হয়েছে।

আজ আগরতলা থেকে ট্রেনে করে ধর্মনগর যাওয়ার পথে হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন। তাঁকে অসুস্থ অবস্থায় আগরতলা রেলস্টেশন থেকে হাপানিয়াস্থিত ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে জানান মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয়েছে তাঁর। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অস্ত্রোপচার করতে হবে। ঘটনার খবর পেয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহা হাসপাতালে ছুটে গিয়েছিলেন এবং তাঁর শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নিয়েছেন।

ঘটনার খবর পেয়ে টিএমসিতে ছুটে গেছেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরীও। অধ্যক্ষের শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নিয়ে দ্রুত সুস্থতা কামনা করেছেন তিনি। কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মনও হাসপাতালে গিয়ে তাঁর শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিয়েছেন এবং দ্রুত সুস্থতা কামনা করেছেন। এদিকে, তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় টিএমসি হাসপাতাল

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পুলিশের বিরুদ্ধে তোল্লাবাজির অভিযোগে পথ অবরোধ সবজি বিক্রেতাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৮ আগস্ট।। তেলিয়ামুড়া থানার অন্তর্গত হাওয়াইবাড়ি নাকা পয়েন্টে পুলিশের এক কনস্টেবলের বিরুদ্ধে তোল্লা বাজি সহ অবৈধভাবে হয়রানির অভিযোগ তোলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন একাংশ যান চালক সহ বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত সব্জি বিক্রেতারা। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত ক্রেতা এবং গাড়ির চালকেরা সম্মিলিতভাবে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে পথ অবরোধে শামিল হয়। ঘটনা শুক্রবার সকালে।

ক্রেতা এবং গাড়ির চালকদের অভিযোগ, নাকা পয়েন্টে ডিউটিরত অবস্থায় তেলিয়ামুড়া থানার কনস্টেবল বিশ্বজিৎ মালাকার অবৈধভাবে ওভার লোডের নামে জরিমানা আদায় করার প্রয়াস করছিলেন। একটা সময় বিশ্বজিৎ বাবু নাকি দাবি করেন আইনগত জরিমানা না দিলেও উনাকে ১০০, ২০০ কিংবা ৩০০ টাকা দিতে হবে। এই ফরমান শোনার পর সম্মিলিতভাবে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত বিক্রেতা, এবং যান চালকেরা ক্ষুব্ধ হয়ে ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে একটা সময়ে অসম আগরতলা জাতীয় সড়কে প্রতিবাদ করতে থাকেন।

ঘটনার খবর পেয়ে তেলিয়ামুড়া থেকে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক পান্নালাল সেন, তেলিয়ামুড়া থানার ওসি জয়ন্ত কুমার দে ঘটনাস্থলে ছুটে যান এবং বিক্ষোভকারীদের সাথে কথা বলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেন। বিভিন্ন স্তরের সব্জি ক্রেতা বক্তব্য হচ্ছে, প্রায়

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

১ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকার ইয়াবা ট্যাবলেট সহ আটক এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ আগষ্ট।। নিয়মমাফিক তল্লাশিতে ১ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকার ইয়াবা ট্যাবলেট সহ আটক এক পাচারকারী। ঘটনা খয়েরপুর আমতলী বাইপাসের নীলগিরি ধাবা সংলগ্ন এলাকায়।

ঘটনার বিবরনে পশ্চিম ত্রিপুরা পুলিশ সুপার নমিত পাঠক জানিয়েছেন, প্রতিদিনকার মতো আমতলী থানার উদ্যোগে বাইপাসে রুটিন তল্লাশি চালানো হচ্ছিল। তখনই একটি সন্দেহজনক অটোকে আটক করে পুলিশ। অটোতে তল্লাশি চালিয়ে ২ টি ব্যাগে মতো

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে ১০ হাজার জলসেচের সুবিধা স্থাপনের লক্ষ্য ঃ বিদ্যুৎমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ আগষ্ট।। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ, কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী রতন লাল নাথ আজ পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সাধারণ সভায় যোগ দিয়ে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের পর্যালোচনা করেন। মন্ত্রী জানান, এদিনের সভায় এ পর্যন্ত গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্পের অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে বিশদ আলোচনা হয়। তিনি আশা প্রকাশ করেন, এই ধরনের সভা জেলার উন্নয়নে গতি আনবে এবং সরকারি দপ্তরগুলির কার্যক্রমে নতুন উদ্যম যোগাবে।

মন্ত্রী আরও জানান, সাধারণত জেলা পরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান। এছাড়াও জেলা পরিষদের সদস্য, পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান, এবং আমন্ত্রিত বিধায়করা উপস্থিত থাকেন।

তিনি বলেন আজকের সভায় কৃষি, সড়ক ও সেতু, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সমাজকল্যাণ, সমাজশিক্ষা সহ একাধিক দপ্তরের কাজ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। প্রতিটি

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আবর্জনার দুর্গন্ধে দুর্বিষহ জনজীবন, নিগমের ভূমিকায় ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ আগষ্ট।। : আবর্জনার দুর্গন্ধে দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে সাধারণ মানুষের জীবন। দীর্ঘদিন ধরে এই সমস্যায় জর্জরিত স্থানীয়রা। ঘটনা আগরতলা পুর নিগমের দক্ষিণ জোনের ৪৮নং ওয়ার্ড এলাকায়।

আবর্জনার স্তূপের দুর্গন্ধে থাকতে পারছেন না এলাকাবাসী সহ আশপাস দিয়ে চলাফেরা করা সাধারণ জনগণ। দুর্গন্ধে অতিষ্ট হয়ে উঠেছেন হাঁপানিয়া পার্কিং এলাকার জনগণ। ওয়ার্ড কাউন্সিলরের ভূমিকায় ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন স্থানীয়রা।

এই বিষয়ে স্থানীয় এক ব্যক্তি জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরে এই সমস্যা। ব্যক্তিগতভাবে বার কয়েক পুর নিগমে গিয়ে বিষয়টি জানিয়েছেন, স্থানীয় কাউন্সিলর কেও জানিয়েছেন। একবার উর্ধতন এক আধিকারিক এসে পরিদর্শন করে গেছেন। যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহনের আশ্বাস দিলেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি বলে অভিযোগ করেন ওই এলাকাবাসী। প্রতিদিন এই এই ডাস্টবিন পরিষ্কার হয়না বলে অভিযোগ। অবিলম্বে এই আবর্জনার স্তূপ পরিষ্কার না

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা,৯ আগস্ট২০২৫ইং
২৩ শ্রাবণ, শনিবার ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

প্রয়াণ দিবসে বিশ্ব কবিকে শ্রদ্ধার্ঘ্য

নোবেলজয়ী বরেণ্য বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন সাহিত্যের স্তম্ভ, বহু শাখাপ্রশাখা পরিবৃত মহিরুহ, একাই একটি প্রতিষ্ঠান। একজন মানুষের মধ্যে অনেকগুলো বিরল প্রতিভার সৃষ্টিশীল মানুষের সমন্বয়ী অবস্থান ত্তশিক্ষক পথপ্রদর্শক দার্শনিক কবি গীতিনাট্যকার ছড়াকার গল্পকার ঔপন্যাসিক প্রাবন্ধিক নাট্যকার গীতিকার সুরকার সংগীতশিল্পী অভিনেতা পরিচালক চলচ্চিত্রবেত্তা চিত্রশিল্পী ভাষাতাত্ত্বিক বৈয়াকরণ তাঁহাকে করিয়াছে ভুবনভাসানো যশস্বী।ভুবনভাবনায় মানবিকতায় কল্যাণচিন্তায় শুভময়তায় সুচেতনায় যুদ্ধের বিরুদ্ধে, মৌলবাদী ধর্মীয় বিভাজনের বিরুদ্ধে , সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সৌহার্দ্য সাম্যবাদ শান্তি ও সংহতির সপক্ষে এমন সোচ্চার বলিষ্ঠ নির্ভীক কণ্ঠস্বর সাম্প্রত সময়েও অনুকরণীয় অনুসরণীয় ও প্রাসঙ্গিক।তাঁহাকে জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা ও আত্যন্তিক প্রণাম।

কয়েক পুরুষ আগে তাঁহার পূর্বপুরুষরা পূর্ববঙ্গ (আজকের বাংলাদেশ) থেকে ব্যবসার সূত্রে কলকাতায় গিয়া বসবাস শুরু করিয়াছিলেন।

বাংলা ১৩৪৮ সনের শ্রাবণ মাসে অসুস্থ হইয়া পড়েন রবীন্দ্রনাথ। চিকিৎসকরা পরামর্শ করে ঠিক করেন, অস্ত্রোপচার করিতেই হইবে। ৯ শ্রাবণ (২৫ জুলাই) শান্তিনিকেতন থেকে ৮০ বছর বয়সী ভগ্নস্বাস্থ্যের কবিকে কলকাতায় নিয়া যাওয়া হয়। ৩০ জুলাই জোড়াসাঁকোর বাড়িতে তাঁহার শরীরে অস্ত্রোপচার হয়। জীবনী থেকে জানা যায়, মৃত্যুর মাত্র সাত দিন আগে পর্যন্তও কবি সৃষ্টিশীল ছিলেন। জোড়াসাঁকোতে রোগশয্যায় শুয়ে শুয়ে তিনি বলিতেন আর শান্তিনিকেতনের তরুণ আশ্রমিক (পরে লেখিকা, শিল্পী) রানী চন্দ লিখে নিতেন। অস্ত্রোপচার করা হইলেও তাহা কাজে আসেনি। অবস্থা দ্রুত খারাপ হইতে থাকে।বহু প্রতিভার এক আপন সত্ত্বার অধিকারী এই কবি তাহার প্রতিভার আলোয় উদ্ভাসিত করিয়া বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতিকে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন বিশ্ব দরবারে। পাইয়াছিলেন বিশ্বকবির সম্মান। তিনি বাঙালির সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। ১৮৭৮ সালে তাহার প্রথম কাব্যগ্রন্থ "কবিকাহিনী" প্রকাশিত হয়। সেসময় থেকেই কবির লেখা দেশ-বিদেশে প্রকাশিত হইতে থাকে। উপন্যাস, নাটক, সংগীত, প্রবন্ধ, চিত্রকলা বা দর্শন বাংলা সাহিত্যের এমন কোনো শাখা নাই যেখানে বিচরণ করেননি রবীন্দ্রনাথ। অসাধারণ সৃজনশীলতা, নিবিড় জীবনবোধ ও ভাষার অনন্য প্রকাশভঙ্গি দিয়া সাহিত্যের সমসাময়িক বিশ্বে তিনি খ্যাতি লাভ করেন। বিশ্বের নানা ভাষায় তাহার সাহিত্যকর্ম অনূদিত হইয়াছে। নানা দেশের পাঠ্যসূচিতে তাহার লেখা সংযোজিত হইয়াছে।রবীন্দ্রনাথের লেখার প্রধান উপজীব্য ছিল জীবনানুভুতি যেখানে বাঙালির জাতিসত্তা, আশা-আকঙ্খা-নিরাশার আবেদনগুলো স্পষ্টভাবে ওঠিয়া আসিয়াছে। এটি এমন প্রবলভাবে আসিয়াছে যে তিনিই হইয়া ওঠিয়াছেন বাঙালির জাতিসত্তা ও বোধের এক অপার আধার।তাহার প্রকাশিত কবিতার বই ৫২টি, উপন্যাস ১৩টি, ছোটগল্পের বই ৯৫টি, প্রবন্ধ ও গদ্যগ্রন্থ ৩৬টি এবং নাটকের বই ৩৮টি। কবির মৃত্যুর পর ৩৬ খণ্ডে "রবীন্দ্র রচনাবলী" প্রকাশিত হয়। এ ছাড়া, ১৯ খণ্ডের রহিয়াছে "রবীন্দ্র চিঠিপত্র"।এ সব মৌলিক সৃজনশীলতার বাইরেও কবির প্রতিভার স্ফুরণ রহিয়াছে। জমিদার পরিবারের সদস্য হিসেবে তিনি জমিদারিও করিয়াছেন। তাহার প্রজাহিতৈষী মনোভাব সর্বজন বিদিত।কবি রচনা করিয়াছেন ২ হাজারের বেশি গান। অধিকাংশ গানের সুরারোপর তারই। "গীতবিতান" তার সমগ্র গানের গ্রন্থ।কবির লেখা "আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি" বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত। ভারতের জাতীয় সংগীতটিও কবির লেখা। কবি তাহার গান দিয়াও চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন শতকোটি মানুষের হৃদয়ে।

তামিলনাড়ু প্রকাশ করল রাজ্য শিক্ষা নীতি, এনইপি-র বিকল্প হিসেবে দ্বিভাষা নীতি বজায়

চেন্নাই, ৮ আগস্ট : তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম.কে. স্টালিন শুক্রবার চেন্নাইয়ের কোট্টুরপুরমের আন্না শতবর্ষ গ্রন্থাগার অডিটোরিয়ামে রাজ্য শিক্ষা নীতি (এসইপি) আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করলেন। কেন্দ্রের জাতীয় শিক্ষা নীতির (এনইপি) বিকল্প হিসেবে এই নীতিকে তুলে ধরা হয়েছে। ২০২২ সালে নতুন নীতি প্রণয়নের জন্য অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মুরুগেশন-এর নেতৃত্বে ১৪ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। গত বছর জুলাইয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে কমিটি তাদের সুপারিশপত্র জমা দেয় এবং এবার সেই নীতিপত্র সরকারিভাবে প্রকাশিত হল।

এই নীতির মূল বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে অন্যতম হলতামিলনাড়ুর প্রচলিত দ্বিভাষা নীতি বজায় রাখা। কেন্দ্রীয় সরকারের তিন-ভাষার ফর্মুলা এসইপি-তে সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। সূত্রের দাবি, কলা ও বিজ্ঞান শাখার স্নাতক কোর্সে ভর্তির ক্ষেত্রে সাধারণ প্রবেশিকা পরীক্ষার পরিবর্তে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির সম্মিলিত নম্বরের ভিত্তিতে ভর্তি নেওয়ার প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

এছাড়াও এসইপি-তে জাতীয় শিক্ষানীতিতে প্রস্তাবিত তৃতীয়, পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণিতে পাবলিক পরীক্ষা চালুর পরিকল্পনার বিরোধিতা করা হয়েছে। এই প্রস্তাবকে 'প্রতিক্রিয়াশীল', 'সামাজিক ন্যায়ের পরিপন্থী' এবং 'ড্রপআউট ও শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণের আশঙ্কা বাড়াতে পারে' বলে মন্তব্য করেছে কমিটি।

নীতিপত্রে বিজ্ঞানের বিকাশ, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) এবং ইংরেজি শিক্ষার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বড় মাপের বিনিয়োগের সুপারিশ করা হয়েছে। এছাড়া, শিক্ষা খাতকে পুনরায় রাজ্য তালিকাভুক্ত করার দাবি জানানো হয়েছে। এই নীতির প্রকাশ এমন এক সময়ে ঘটল, যখন কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে অর্থনৈতিক অনুদান নিয়ে টানাপড়েন চলছে। তামিলনাড়ু সরকার অভিযোগ করেছে, এনইপি বাস্তবায়ন না করায় সমগ্র শিক্ষা প্রকল্পের অধীনে কেন্দ্র ২,১৫২ কোটি টাকা বরাদ্দ আটকে রেখেছে।

ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান জানিয়েছেন, রাজ্য এনইইটি (নিট) গ্রহণ করলেই কেবল অর্থ ছাড়া হবে। এরই প্রতিক্রিয়ায় এসইপি প্রকাশ অনুষ্ঠানে রাজ্যের মন্ত্রী উদয়নিধি স্টালিন সাফ জানিয়ে দেন, ওঁরা যদি ১,০০০ কোটি টাকাও দেয়, তবুও তামিলনাড়ু এনইপি কার্যকর করবে না। তামিলনাড়ু কোনও চাপ সহ্য করে না।

তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের বর্জ্য ছাইয়ে রয়েছে বিরল খনিজের ভাণ্ডার

সুনীত রায়

এই মুহূর্তে সারা বিশ্বে সবচেয়ে আলোচিত বিষয় হল, গুরুত্বপূর্ণ খনিজ পদার্থ আর বিরল খনিজ মৌল। এদের ওপর আধিপত্য কায়েম করার জন্যে শুরু হয়েছে ভূ-রাজনৈতিক। উত্তেজনা। আগামী কয়েক দশকের মধ্যে ক্ষমতার সমীকরণ তৈরি করবে, বিরল এখনিজ পদার্থের নিয়ন্ত্রণ আর প্রাপ্যতা। প্রাকৃতিক সম্পদের জন্য লড়াই যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। পশ্চিমের ক্ষমতা সম্পন্ন দেশগুলি শতাব্দী ধরে তেল-গ্যাস, খনিজ পদার্থের সরবরাহ নিয়ন্ত্রণের জন্য লড়াই করে আসছে। বর্তমানে এশিয়ার দেশগুলো গুরুত্বপূর্ণ খনিজের জন্য পশ্চিমের দেশগুলির সঙ্গে সমানতালে প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েছে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ খনিজ পদার্থ -আর বিরল খনিজ মৌলগুলি আসলে কি। রাসায়নিক পর্যায় সারণির নিচের দিকে ল্যান্থানাইড সিরিজের আণবিক সংখ্যা ৫৭থেকে ৭১ মোট ১৫টি মৌল আছে। তাছাড়া একই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী আরও দুটি মৌল হল ইট্রিয়াম আর স্ক্যান্ডানিয়াম। সব মিলিয়ে ১৭টি বিরল খনিজ মৌল আছে, যাদের নিয়ে সারা বিশ্ব চিন্তিত। এদের বিরল বলা হয়। কারণ এদের প্রক্রিয়াকরণ খুবই জটিল। তাছাড়া যতটা চাহিদা তার থেকে কম উপলব্ধ হয় বলে এদের বিরল বলা হয়। তাছাড়া পরিবেশ সংক্রান্ত সব নিয়মকানুন। মেনে নিষ্কাশন ও পরিশোধন খুবই খরচ সাপেক্ষ।

১৭টি বিরল খনিজ মৌলের মধ্যে রয়েছে সেরিয়াম, প্রাসিওডিমিয়াম, ডিসতেসিয়াম, টারবিয়াম, ল্যান্থানেম, গেডোলিনিয়াম, থুলিয়াম, ইটারবিয়াম, নিওডিমিয়াম, ইউরোপিয়াম, প্রমিথিয়াম, হলমিয়াম, লুটেসিয়াম, আরবিয়াম, সমারিয়াম, ড্যান্ডিমিয়াম আর ইত্রিয়াম। ভারতবর্ষের খনিজ মন্ত্রণালয় ত্রিশটি খনিজ। পদার্থ গুরুত্বপূর্ণ খনিজ পদার্থ অর্থাৎ ক্রিটিকাল মিনারেলস হিসেবে চিহ্নিত। করেছেন। কারণ এগুলি প্রায় পুরোটাই বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। এগুলি হল এন্টিমনি, বেরেলিয়াম, বিসমাথ, কোবাল্ট, কপার, গেলিয়াম, জারমেনিয়াম, গ্রাফাইট, হাফনিয়াম, ইনডিয়াম, লিথিয়াম, মলিবডেনাম, নিওলিয়াম, নিকেল, ফসফরাস, পটাশ, বিরল খনিজ, রেনিয়াম, সিলিকন, স্টনসিয়াম, ট্যান্টালাম, টেলুরিয়াম, টিন, টাইটানিয়াম, টাঙ্গস্টেন, ভ্যানাডিয়াম জারকোনিয়াম, সেলেসিয়াম, ক্যাডমিয়াম আর প্লাটিনাম গোত্রীয় মৌল (প্ল্যাটিনাম, প্যালেডিয়াম, রেডিয়াম, রুথেনিয়াম ওসমিয়াম)।

আধুনিক প্রযুক্তির দুনিয়া আজ অনেকাংশে বিরল খনিজের ওপর নির্ভরশীল। বিরল খনিজ মৌলগুলির মধ্যে কি এমন বিশেষত্ব বা বিশিষ্টতা আছে যে তারা আজকের দুনিয়ায় এতটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে? বিশেষত্বটা হচ্ছে মূলত পরমাণু কাঠামোর ভেতরে। এর প্রতিটি মৌলের পরমাণুর কাঠামোর মধ্যে থাকা এফ অরবিটাল ইলেকট্রনগুলো উত্তেজিত অবস্থায় উপরের স্তরে যেতে পারে, যেটা শক্তি বিকিরণের মাধ্যমে গ্রাউন্ড স্টেট বা আগের স্তরে ফিরে আসে। নানা ধরনের বর্ণিল আলোর উৎসই হল এই বিকীরিত। শক্তি। আবার অপূর্ণ অরবিটাল হওয়ায় এসব পরমাণুর বাইরের স্তরের ইলেকট্রনগুলো একটু বেশি একই চেহারায় (একই দিকে স্পিন করে) পরিবর্তিত হয়। তার ফলে সহজে এদের মধ্যে চুম্বকের ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া যায়। কম্পিউটার মনিটর, টেলিভিশন স্ক্রিন কিম্বা স্মার্টফোনের স্ক্রিন রঙিন করতে সবচেয়ে বেশি ব্যবহাত হয়- টারবিয়াম আর ইউরোপিয়াম। এগুলিতে রয়েছে এফ ইলেক্ট্রন, তাই এক্ষেত্রে এগুলিকে ব্যবহার করা হয়। উচ্চ ক্ষমতার লেজার যন্ত্রে ব্যবহার করা হয় ইত্রিয়াম। এক্ষেত্রে মূলত ইত্রিয়াম-অ্যালুমিনিয়াম-গারনেট ব্যবহার করা হয়। আর এর সঙ্গে যদি নিওডিমিয়াম জুড়ে দেওয়া যায় তাহলে এর ব্যবহারিক বৈচিত্র্য বহুগুণ বেড়ে যায়। লোহা কাটা থেকে শুরু করে শরীরে ট্যাটু অঁকা সবকিছুতেই এদের ব্যবহার করা হচ্ছে। সারা দুনিয়ায় সমস্যাবিহীন ইন্টারনেট পরিষেবা পাওয়া যাচ্ছে আরবিয়ামের কল্যাণে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে যে তথ্য। প্রবাহের সঙ্গে আমরা সাধারণত যুক্ত, তা যে আলোকতরঙ্গের মাধ্যমে পাঠানো হয়, তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্যা ১৫৫০ ন্যানোমিটার, আরবিয়ামও একই দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ বিকীরণ করে।

বিরল খনিজের একটা বিস্ময়কর ক্ষমতা হল চুম্বক শক্তি। এটা ঠিক কি ধরনের শক্তি। ধরা যাক নিওডেমিয়াম লোহা বোরণ চুম্বকের কথা। এই ধরনের তিন কেজির একটা চুম্বক অনায়াসে ৩০০ কেজিরও বেশি ওজন তুলতে পারে। সারা বিশ্বে স্থায়ী চুম্বকের ৯৫ শতাংশ এরও বেশি এই সংকর ধাতু দিয়ে তৈরি। স্মার্টফোনের ভাইরেশন, হেডফোন বা ইয়ারবার্ডসের শব্দ, হার্ডডিস্কে তথ্য সংরক্ষণ কিংবা এমআরআই মেশিনে চৌম্বকক্ষেত্র তৈরিতে এই নিওডিমিয়াম- লোহা বোরণের শঙ্করে তৈরি চুম্বক ব্যবহার করা হয়। সামারিয়াম কোবাল্ট চুম্বক ব্যবহার করা হয় উড়োজাহাজ থেকে শুরু করে নানা ধরনের যানবাহন, জেনারেটর, স্পিডবোট, রাডার সিস্টেম আর স্যাটেলাইট কমিউনিকেশনের মধ্যে। বৈশ্বিক উষ্ণায়ন আর জলবায়ু পরিবর্তনের বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে সারা বিশ্ব ক্রমে পরিবেশবান্ধব জ্বালানির দিকে ঝুঁকছে। উইন্ডমিল আর সোলার প্যানেলেও ব্যবহার করা হয় এই বিরল খনিজ। কোয়ান্টাম কম্পিউটিং সর্বত্র যা নিয়ে হইচই হচ্ছে, আর উন্নয়নের পেছনে রয়েছে বিরল খনিজের বিশাল অবদান। এক্ষেত্রে এফ-ইলেক্ট্রন আর এফ অর্বিটালের মধ্যে থাকা ফাঁকা স্থানে এই মৌলগুলিকে বাড়তি তথ্য সংরক্ষণের সক্ষমতা দেয়।

গুরুত্বপূর্ণ খনিজ পদার্থ আর বিরল খনিজ মৌলের সরবরাহ সম্পূর্ণ নিশ্চিত করার জন্য আগ্রহী দেশগুলির মধ্যে রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, আরব আমিরশাহী আর ভারত। গত কয়েক দশক ধরে আফ্রিকা মহাদেশে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে চিন বেশ খানিকটা এগিয়ে রয়েছে। আমেরিকার সঙ্গে শুল্কযুদ্ধে চিন বিরল খনিজ পদার্থ রপ্তানির ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছে। চিন জানিয়েছে যে, সামারিয়াম, গেডেলিনিয়াম, টারবিয়াম, ডিসপ্রেসিয়াম, লুটেনিয়াম, স্ক্যানডিয়াম আর ইট্রিয়াম সংক্রান্ত পণাসহ মাঝারি আর ভারী বিরল খনিজ মৌলের সাতটি বিভাগকে

রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ তালিকায় রাখা হয়েছে। পশ্চিমের শক্তিশালী দেশগুলি ক্রমশ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ছে কারণ বিরল গনিজ মৌল উৎপাদনের বাজারে বিশাল আধিপত্য বিস্তার করে রয়েছে চিন। যা বিশ্বব্যাপী উৎপাদনের ৭০ু। সারাবিশ্বে এখন সবাই চেষ্টা করছে এই বিরল খনিজ মৌলের ভাণ্ডার, কয়েকটি দেশের মধ্যে একচেটিয়া আধিপত্য যাতে না থাকে। নবায়নযোগ্য বা রিনিউয়েবল শক্তি আর বৈদ্যুতিক যানবাহনের অগ্রগতির সঙ্গে এই ধাতুগুলির চাহিদা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০২০ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত শক্তি পরিবর্তনে ব্যবহৃত বিরল খনিজ মৌলের মূল্য ৪ গুণ বেড়েছে। আর ২০৩৫ সালের মধ্যে এটি ১০ গুণ বৃদ্ধি পাবে বলে মনে করা হচ্ছে। চিন বিশ্বের ৩৮ শতাংশ বিরল খনিজের আকরিক উৎপাদন করে আর বিশ্বের বিরল খনিজের খনি থেকে মৌল পরিশোধনের পর ৮৫ শতাংশ থেকে ৯০ শতাংশ সরবরাহ করে। তাছাড়া চিনের পরিশোধনাগারে বিশ্বের বাজারের ৬৮ শতাংশ কোবাল্ট, ৬৫ শতাংশ নিকেল আর ৬০ শতাংশ ইলেকট্রিক চালিত গাড়ির ব্যাটারির জন্য লিথিয়াম সরবরাহ করে। তার ফলে সমস্ত ইলেকট্রিক চালিত গাড়ির ব্যাটারির ৭৫৬ চিনেই তৈরি হয়। চিনের এই একচ্ছত্র আধিপত্য থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র উপায় হল নিজের দেশে অনুসন্ধান করে বিরল খনিজের মৌল আর গুরুত্বপূর্ণ খনিজ পদার্থগুলির সন্ধান। তবেই আসবে স্বনির্ভরতা। ক্রমবর্ধমান সুরক্ষাবাদী বাণিজ্যনীতির যুগে মার্কিন জ্বালানি সার্বভৌমত্ব আর কয়লার ছাইকে একটা সম্ভাব্য আশীর্বাদ বলে মনে করা হচ্ছে। খনির ভেতর থেকে বের করে আনা আকরিকের মধ্যে থেকে যতটা খনিজ পাওয়া যায় তার থেকে কয়লার ছাই থেকে খানিকটা কম পাওয়া যায়। তবে এই ছাই এত প্রচুর পরিমাণে সহজলভ্য হিসেবে পাওয়া যায়, তার ফলে এটি একটি আকর্ষণীয় সম্পদ হয়ে উঠছে। চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কয়লাকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। তারা হলো লিগনাইট, বিটুমিনাস আর অ্যান্থ্রাসাইট। গঠনগত উপাদান অনুযায়ী কয়লাকে চারটি ভাগে ভাগ করা হয় ফিক্সড কার্বন, ভোলাটাইল ম্যাটার, ময়েশ্চার আর অ্যাশ বা ছাই। কয়লাকে প্রথমে ১০০ সেন্টিগ্রেড গরম করলে জলীয় বাষ্প বা ময়েশ্চার বেরিয়ে যায়। তারপর ৫০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে দু তিন ঘণ্টা উত্তপ্ত করলে উদ্বায়ী ভাগটি অর্থাৎ ভোলাটাইল ম্যাটারটি বেরিয়ে যায়। তারপর সম্পূর্ণ কয়লাটি অ্যাশ বা ছাইতে পরিণত হয়। ছাইটা ঠান্ডা করে দেখা হয় মূল কার্বনের ভাগ কতটা ছিল আর মূল কার্বনের কতটা অংশ ছাইতে পরিণত হলো। ভারতীয় কয়লায় ছাইয়ের পরিমাণ হলো ৩০০ থেকে ৪০ শতাংশ। মার্কিনী কয়লার ছাইয়ের পরিমাণ হল ১০ শতাংশ থেকে ২০ শতাংশ। গত বছর অস্টিনের টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট অধ্যাপক ব্রিডগেট স্যানলন আর রবার্ট রেড্ডি যৌথভাবে ইন্টারন্যাশনাল জানলি অফ কোল সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি পত্রিকায় প্রকাশিত গবেষণাপত্রে বলেছেন যে, কয়লার ছাই থেকে গুরুত্বপূর্ণ খনিজ আর বিরল খনিজ মৌলের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যতগুলি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র আছে, সব জায়গা থেকেই কয়লার ছাইয়ের নমুনা বিশ্লেষণ করে দেখেছেন যে, সারা বছরে ১১০ মিলিয়ন মেট্রিক টন ছাই থেকে উৎপন্ন হতে পারে ১১ মিলিয়ন মেট্রিক টন বিরল খনিজ মৌল আর গুরুত্বপূর্ণ খনিজ পদার্থ। এগুলি ব্যাটারি, সৌর প্যানেল থেকে শুরু করে উচ্চ কার্যক্ষমতাসম্পন্ন চুম্বক তৈরি করতে পারবে। তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের কয়লার ছাই থেকে এই বিরল খনিজ মৌলের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি একটা বিস্ময়কর বড় আবিষ্কার। এই আবিষ্কার ক্রমবর্ধমান চাহিদা সম্পন্ন সরবরাহ শৃঙ্খলকে নাড়িয়ে দিতে পারবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান মজুদ ভাণ্ডার হল ১.৮ মিলিয়ন মেট্রিক টন। তার ফলে মজুদ ভাণ্ডারের বৃদ্ধি হবে প্রায় সাত গুণ আর এর মূল্য হবে ৮.৪ বিলিয়ন ডলার।

বিভিন্ন ধরনের কয়লার ছাইয়ে বিভিন্ন পরিমাণ বিরল খনিজ মৌল থাকতে পারে। তবে গবেষণায় দেখা গেছে লিগনাইট আর সাব-বিটুমিনাস কয়লা থেকে পাওয়া কয়লার ছাইতে বিরল খনিজ মৌলের উপস্থিতির পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। আমাদের দেশে এই জাতীয় কয়লার ব্যবহারই সবচেয়ে বেশি। লিগনাইট আর সাব-বিটুমিনাস কয়লায় সাধারণত ছাইয়ের পরিমাণ একটু বেশি থাকে আর জটিল খনিজ গঠনের জন্য বিরল খনিজ মৌলের উপস্থিতির সম্ভাবনা বৃদ্ধিপায়। গবেষণায় আরও দেখা গেছে যে, এই ধরনের কয়লা থেকে পাওয়া ছাইয়ে ল্যান্তনাম, সেরিয়াম আর নিওডিমিয়াম জাতীয় জাতীয় হালকা বিরল খনিজ মৌলের উপস্থিতির সম্ভাবনা বেশি থাকে। মজুদ কয়লা ভাণ্ডারের তালিকায় সারা বিশ্বে ভারতের স্থান হল পঞ্চম। ভারতের প্রায় ৭০ শতাংশ বিদ্যুৎ কয়লা ব্যবহার করে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি থেকে উৎপন্ন হয়। ভারতীয় কয়লায় ছাইয়ের পরিমাণ ৩০৭থেকে ৪০ শতাংশ । বিদ্যুৎ উৎপাদনের পর এই ছাই বর্জ্য পদার্থ হিসেবে বেরিয়ে আসে। কয়লা মন্ত্রণালয়ের ১ এপ্রিল ২০২৩ রিপোর্টের তথ্য অনুযায়ী, ভারতে মজুদ কয়লার পরিমাণ হল ৩৭৮.২১ বিলিয়ন টন। ভারতে চার ধরনের কয়লা পাওয়া যায় বিটুমিনাস, কোকিং, লিগনাইট আর উচ্চ সালফারযুক্ত কয়লা। ভারতে সবচেয়ে বেশি বিটুমিনাস কয়লা পাওয়া যায়, যার মজুদ পরিমান প্রায় ১৭৭.১৫ বিলিয়ন মেট্রিক টন। মজুদ কোকিং কয়লার পরিমাণ হলো ৩৫.৬৪ বিলিয়ন মেট্রিক টন। লিগনাইট কয়লার পরিমাণ হল ৪৭.৩৬ বিলিয়ন মেট্রিক টন। উচ্চ সালফারযুক্ত কয়লার পরিমাণ হল ১.৬৬ বিলিয়ন টন। বিভিন্ন ধরনের কয়লার ছাইতে কি পরিমাণ বিরল খনিজ মৌল থাকার সম্ভাবনা আছে, তা বিস্তারিতভাবে জানা দরকার। লিগনাইট কয়লার ছাইতে ১০০-৫০০ পি পি এম (পার্টস পার মিলিয়ন), সাব-বিটুমিনাস কয়লার ছাইতে ৫০-২০০ পিপিএম, বিটুমিনাস কয়লার ছাইতে ১০-৫০ পিপিএম আর অ্যানথেসাইট কয়লার যাইতে ১০ পিপিএমের থেকেও কম থাকার সম্ভাবনা। অবশ্য একটা কথা মনে রাখতে হবে এগুলি সবই অনুমানভিত্তিক। নির্দিষ্ট কয়লার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, খনির অবস্থান আর দহন প্রক্রিয়ার উপর সবকিছু নির্ভর করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিটুমিনাস কয়লা থেকে থেকে সারা বছরে ১১০ মিলিয়ন মেট্রিক টন ছাই উৎপন্ন হয় আর ভারতে বিটুমিনাস, সাব-বিটুমিনাস আর লিগনাইট কয়লার মিশ্রণ থেকে ১৭৮ মেট্রিক মিলিয়ন টন ছাই উৎপন্ন হয়। উভয় দেশের ছাইতেই আর্সেনিক, সীসা, পারদ আর ক্রোমিয়্যমের মত বিষাক্ত ভারী ধাতু রয়েছে। ভারতীয় কয়লার তুলনায় মার্কিন কয়লায় ছাইয়ে এর পরিমাণ কম। মার্কিন কয়লার ছাইয়ের তুলনায় ভারতীয় কয়লার ছাইতে অপূর্ণ কার্বন, সিলিকা আর অ্যালুমিনিয়ামের মাত্রা বেশি থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ১১০ মিলিয়ন মেট্রিক টন ছাই থেকে ১১ মিলিয়ন মেট্রিক টন বিরল খনিজের সম্ভাবনা যদি থাকে, ভারতীয় হাইতেও এর থেকে বেশি পরিমাণ বিরল খনিজ মৌলের থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। এই মুহূর্তে ভারতে বিরল খনিজ মৌলের মজুদ ভান্ডার হল ৬৯ লক্ষ মেট্রিক টন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত উচ্চ প্রযুক্তির পরিশোধন আর নিষ্কাশন পদ্ধতির অবকাঠামো তৈরি করতে পারলে, ভারতে শুধু ছাই থেকে পাওয়া বাৎসরিক বিরল খনিজের পরিমান দাঁড়াবে প্রায় ১৮ মিলিয়ন মেট্রিক টন। সেক্ষেত্রে ভারত নিজের সম্পূর্ণ চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানি করার মত ক্ষমতা হবে।

রায়গুনাকর কবি ভারতচন্দ্র তার বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ "বিদ্যাসুন্দরে" লিখেছেন, যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখো তাই, পাইলেও পাইতে পারো অমূল্য রতন। আমরা সাধারণ মানুষ ছাই দেখে অবহেলা করি, কিন্তু মনোযোগ দিয়ে খুঁজলে তার মধ্যে থেকেও মূল্যবান কিছু পাওয়া যেতে পারে। ভারতবর্ষে বিরল খনিজ মৌলের বিভিন্ন ধরনের অনুসন্ধান ব্যাপকভাবে শুরু হয়েছে। বিদেশের মাটিতেও যৌথভাবে বিরল খনিজের খনি অধিগ্রহণ করে উৎপাদন বাড়ানোর ব্যাপারে ভাবনাচিন্তা শুরু হয়েছে। কিন্তু মনে রাখা দরকার, স্বনির্ভর ভারত ভারত তৈরি করতে হলে যে সব ক্ষেত্রে অতীতে সম্ভবনার কথা মনেও আসেনি, বর্তমান উন্নতি প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে সেসব ক্ষেত্রে পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধানের প্রয়োজন।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

বিশ্বে চোখজুড়ানো ১০টি গ্রন্থাগার

দুনিয়ায় কিছু গ্রন্থাগার আছে, যেগুলো শুধু বই ধার নেওয়ার জায়গা নয়; এগুলো এমন জায়গা, যেখানে লুকিয়ে আছে ইতিহাস, স্থাপত্য আর গল্পের বাইরের গল্প। ওয়ান থাউজেন্ড লাইব্রেরি ২০২৫ সালে বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দর গ্রন্থাগারগুলোর একটি তালিকা তৈরি করেছে। অনলাইনে ভোটাভুটির ভিত্তিতে তালিকাটি করেছে তারা। প্রায় দুই লাখ মানুষ এ ভোটাভুটিতে অংশ নেন।

ওয়ান থাউজেন্ড লাইব্রেরি অ্যাওয়ার্ডস নামের সংগঠনটি একসময় একটা ছোট ব্লগ ছিল। কিন্তু এখন এটি বিশ্বজুড়ে বইপ্রেমীদের একটি বড় সংগঠন হিসেবে কাজ করছে। সংগঠনটির তালিকায় স্থান পাওয়া ১০টি নান্দনিক গ্রন্থাগার সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক।

ট্রিনিটি কলেজ গ্রন্থাগার ট্রিনিটি কলেজের গ্রন্থাগারটি আয়ারল্যান্ডের সবচেয়ে বড় গ্রন্থাগার। এর অবস্থান ডাবলিনে। এখানে হাজার হাজার বিরল পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো নবম শতকের বিখ্যাত 'বুক অব কেলস'। ট্রিনিটি কলেজ গ্রন্থাগারটি 'লংরুম'-এর জন্য বিশেষভাবে পরিচিত। এ 'লংরুম' হলো ৬৫ মিটার দীর্ঘ একটি করিডর। সেখানে প্রায় দুই লাখ বই সাজানো রয়েছে। ট্রিনিটি কলেজের এ গ্রন্থাগারে ঢুকতে হলে টিকিট বাবদ ন্যূনতম ২২ ডলার গুনতে হবে। বাংলাদেশি মুদ্রায় এর পরিমাণ প্রায় ২ হাজার ৭০০ টাকা।

স্টেট লাইব্রেরি অব সাউথ অস্ট্রেলিয়া গ্রন্থাগারটির অবস্থান অস্ট্রেলিয়ার অ্যাডিলেডে। এটি কেবল বইয়ের জন্যই নয়, বরং আরও অনেক দারুণ জিনিসের জন্য পরিচিত। এখানে রয়েছে ঐতিহাসিক বোর্ড গেমের সংগ্রহ। ১৮৬৬ সালে ভিক্টোরিয়ান নকশায় তৈরি মর্টলক চেম্বারের জন্য এটি বেশ সুপরিচিত। গ্রন্থাগারের বেজমেন্টও যেন এক বিশাল সম্পদের ভাণ্ডার। একসময় সেখানে দক্ষ প্রাণিদেহ সংরক্ষণবিদেরা কাজ করতেন। আর এখন সেখানে আছে ৪০ হাজারের বেশি বইয়ের সংগ্রহ।

সেন্ট গ্যালেন অ্যাবি লাইব্রেরি সেন্ট গ্যালেন অ্যাবি লাইব্রেরি বিশ্বের প্রাচীনতম গ্রন্থাগারগুলোর একটি। এখানে রয়েছে মধ্যযুগীয় পাণ্ডুলিপির বিশাল সংগ্রহ। সুইজারল্যান্ডের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত সেন্ট গ্যালেন অ্যাবি একসময় ছিল একটি বড় মঠ। ইউনেসকোর ওয়েবসাইটে দেওয়া তথ্যানুসারে, অষ্টম শতাব্দী থেকে শুরু করে ১৮০৫ সাল পর্যন্ত এটি ছিল ইউরোপের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। ১৯৮৩ সালে স্থানটিকে ইউনেসকো বিশ্ব ঐতিহ্যের স্থান হিসেবে ঘোষণা করে।

ডিউক হামফ্রে'স লাইব্রেরি এটি মূলত এক গ্রন্থাগারের ভেতর আরেক গ্রন্থাগার। এটি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল গবেষণা গ্রন্থাগার বডলিয়ান লাইব্রেরির সবচেয়ে পুরোনো পাঠকক্ষ। গ্রন্থাগারটির ওয়েবসাইটে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, একসময় হামফ্রে'স লাইব্রেরির বইগুলো তাকের সঙ্গে শেকল দিয়ে বাঁধা থাকত। আজও এই বইগুলো শুধু বডলিয়ান লাইব্রেরির নির্দিষ্ট পাঠকক্ষেই পড়া যায়।

ডিউক হামফ্রে ছিলেন রাজা চতুর্থ হেনরির ছোট ছেলে। তিনি ১৪৪৭ সালে মৃত্যুর আগে তাঁর সংগ্রহে থাকা ২৮১টি পাণ্ডুলিপি এই গ্রন্থাগারে দান করেন। তবে পরবর্তী সময়ে খ্রিষ্টীয় প্রোটেস্ট্যান্ট সংস্কার আন্দোলন চলাকালে এই পাণ্ডুলিপিগুলোর মধ্যে মাত্র তিনটি রেখে বাকিগুলো গ্রন্থাগার থেকে সরিয়ে ধ্বংস করে ফেলা হয়। অ্যাডমন্ট অ্যাবি লাইব্রেরি অ্যাডমন্ট অ্যাবি লাইব্রেরি হলো বিশ্বের সবচেয়ে বড় মঠভিত্তিক গ্রন্থাগার। এর ৭০ মিটার দীর্ঘ হলওয়েতে রয়েছে ৬০ হাজারের বেশি বইয়ের সংগ্রহ। গ্রন্থাগারটি বারোক স্থাপত্যশৈলীর এক অপূর্ব নিদর্শন। এর ছাদজুড়ে রয়েছে সাতটি চমৎকার ফ্রেস্কো চিত্রকর্ম। অস্ট্রিয়ার চিত্রশিল্পী বার্তোলোমেও আল্তোমোন্তে এগুলো এঁকেছেন।

বেনেডিক্টাইন মঠটি এখনো সক্রিয় আছে। সেখানে এখনো সন্ন্যাসীরা বসবাস করেন।

কাইপার্স লাইব্রেরি এ গ্রন্থাগারের অবস্থান নেদারল্যান্ডসের আমস্টারডাম শহরে রাইকসমিউজিয়াম নামের জাদুঘরের ভেতরে। যেখানে রেমব্রান্টসহ অন্য ডাচ শিল্পীদের বিখ্যাত চিত্রকর্ম দেখা যায়।

বাইকসমিডজিযামেব ওয়েবসাইট অনুযায়ী, কাইপার্স লাইব্রেরি হলো নেদারল্যান্ডসের শিল্প ইতিহাসবিষয়ক সবচেয়ে বড় ও প্রাচীন গ্রন্থাগার। দর্শনার্থীরা এখানে থাকা বইগুলো পড়তে পারেন এবং নিও-গথিক স্থাপত্যের সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারেন। জাদুঘরের সংগ্রহ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দর্শনার্থীরা সেখানে থাকা আইপ্যাডও ব্যবহার করতে পারেন।

স্টেট লাইব্রেরি ভিক্টোরিয়া স্টেট লাইব্রেরি ভিক্টোরিয়া হলো অস্ট্রেলিয়ার সবচেয়ে পুরোনো গণগ্রন্থাগার। এটি বিশ্বের প্রথম দিকের বিনা মূল্যের গণগ্রন্থাগারগুলোর একটি। এর সবচেয়ে আকর্ষণীয় অংশ হলো 'লা ট্রোব'পাঠ কক্ষ। অষ্টভুজ আকৃতির এ কক্ষের ছাদ ছয়তলার সমান উঁচু। এখানে ৩২০ জন বসে বই পড়তে পারেন। এখানকার তাকগুলোতে ৩২ হাজার বই রাখার জায়গা আছে। ওয়ান থাউজেন্ড লাইব্রেরি অ্যাওয়ার্ডসের প্রতিষ্ঠাতা ভিনসেন্ট ফান ছাত্রাবস্থায় সেখানে পড়াশোনা করতে যেতেন। সে কথা স্মরণ করে তিনি বলেন, 'এখানে ঢুকলে মনে হয় যেন কোনো গির্জায় হাঁটছি...এটি এমন একটি জায়গা, যেখানে জ্ঞানকে পবিত্র মনে করা হয়আর গল্পগুলোকে যেন উপাসনা করা হয়।' রয়েল পর্তুগিজ কেবিনেট অব রিডিং গ্রন্থাগারটির অবস্থান ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরোতে। পর্তুগালের ষোড়শ শতাব্দীর সময়কার একটি মঠের আদলে এটি নির্মাণ করা হয়েছে। এখানে আছে অনেক পুরোনো আর দুর্লভ সব বইপত্র। পর্তুগালের বাইরে এটিই পর্তুগিজ ভাষার সবচেয়ে বড় বইয়ের সংগ্রহ। এটি শুধু বই পড়ার জায়গা নয়, এটি একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্রও। এখানে নিয়মিত নানা অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

ভিব্লিংগেন মনাস্টারি লাইব্রেরি গ্রন্থাগারটির অবস্থান জার্মানির উলমে। এই গ্রন্থাগারে ভিড় কম হওয়ার কারণে এটিকে লুকানো রত্ন বলে বিবেচনা করা হয়। ভিব্লিংগেন মঠের উত্তর ভাগে এর অবস্থান। ভিব্লিংগেন মঠ হলো ১০৯৩ সালে প্রতিষ্ঠিত একটি প্রাচীন বেনেডিকটাইন মঠ। রোকোকো শৈলির নকশার জন্য বিখ্যাত এই গ্রন্থাগার। এর গ্যালারিতে রয়েছে পৌরাণিক ও বাইবেলের চরিত্রদের মূর্তি ও চিত্রকর্ম।

সাঁত-জেনেভি লাইব্রেরি ষষ্ঠ শতাব্দীতে গ্রন্থাগারটি তৈরি করা হয়েছে। এটির অবস্থান প্যারিসের ব্যস্ততম লাতিন কোয়ার্টারে।

সাঁত-জেনেভি ভে গ্রন্থাগারের ছাদটি দুই পাশ থেকে ঢালু এবং মাঝখানে উঁচু করা। নিচ থেকে লোহার খুঁটি দিয়ে ছাদের ভারসাম্য রক্ষা করা হয়েছে।

গ্রন্থাগারটির সৌন্দর্য দেখে ভিনসেন্ট ফান বলেছেন, 'প্রতিবার এখানে এলে বিশাল গম্বুজগুলো আমাকে মুগ্ধ করে। মনে হয় যেন গম্বুজগুলো আকাশ স্পর্শ করছে।'

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

শ্রদ্ধায় স্মরণে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৮৪তম প্রয়াণ দিবস উদযাপন। ছবি নিজস্ব।

পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহার বিরুদ্ধে ইডি'র চার্জশিট, ১.৫ কোটি টাকার লেনদেনের উল্লেখ

কলকাতা, ৮ আগস্ট: পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহার দুটি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ১.৫ কোটি টাকার ভুয়া লেনদেনের সন্ধান পেয়েছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। রাজ্য সরকার পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগে অনিয়মের তদন্তের মধ্যে এই লেনদেনের তথ্য উঠে এসেছে।

ইডি সিনহার বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করেছে, যেখানে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ার শৃঙ্খলা ভঙ্গের বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। তিনি বর্তমানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্ত্রিসভার মাইক্রো, স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজেস ও টেক্সটাইলস মন্ত্রী।

চার্জশিটে ইডি জানায় যে, ২০১৬ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে এমন ভুয়া লেনদেন, মূলত ইনওয়ার্ড রেমিট্যান্স, হয়েছিল। এই সময় ছিল পশ্চিমবঙ্গের বহু কোটি টাকার স্কুল চাকরি কেলেঙ্কারি সংক্রান্ত এক শীর্ষ সময়কাল।

এই ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, যদিও সিনহাকে এর আগে এই লেনদেন সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, তবে তিনি কোনো সন্তোষজনক জবাব দিতে পারেননি।

এটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দ্বিতীয় মন্ত্রী যিনি ইডির চার্জশিটের মুখোমুখি হচ্ছেন। প্রথম জন ছিলেন প্রাক্তন শিক্ষা মন্ত্রী এবং তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক পার্থ চট্টোপাধ্যায়।

সিনহা দু"বার ইডি কর্মকর্তাদের সামনে হাজির হতে এড়িয়ে গিয়েছিলেন। তবে বৃহস্পতিবার তিনি হঠাৎ ইডি অফিসে উপস্থিত হন, যদিও তিনি জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিলেন কিনা, তা স্পষ্ট হয়নি। চন্দ্রনাথ সিনহা চার্জশিট সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন, তিনি এর ব্যাপারে শুনেছেন। এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট প্রথমে মধ্যস্থতাকারী ও বর্তমানে বরখাস্ত তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষের ডায়েরি থেকে সিনহার নাম পান, যাকে পরে কেন্দ্রীয় সংস্থা গ্রেফতার করেছে।

গত বছর মার্চে, ইডি কর্মকর্তারা মন্ত্রীর বাসভবনে অভিযান চালান, যা বীরভূম জেলার বোলপুরে অবস্থিত। অভিযানের পর, ইডি সিনহার বাসভবন থেকে ৪১ লাখ টাকা এবং একটি মোবাইল ফোন জব্দ করে।তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের শক্তিশালী নেতা এবং বীরভূম জেলার প্রাক্তন জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলের ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত। গত বছর মার্চে, সিনহাকে প্রথমবারের মতো বহু কোটি টাকার গরু চোরাচালান কেলেঙ্কারির সঙ্গে সম্পর্কিত তদন্তে প্রশ্ন করা হয়েছিল, তবে ওই চার্জশিটে তার নাম ছিল না।

ঝাড়খন্ডের চাইবাসায় মাওবাদী আইইডি বিস্ফোরণে ২ সিআরপিএফ জওয়ান আহত, রাঁচিতে এয়ারলিফট

রাঁচি, ৮ আগস্ট: শুক্রবার দুপুরে ঝাড়খন্ডের পশ্চিম সিংভূম জেলার দিঘা এলাকায় মাওবাদীদের আইইডি বিস্ফোরণে সিআরপিএফ-এর এলিট কোবরা ইউনিটের দুই জওয়ান গুরুতর আহত হয়েছেন, জানিয়েছেন কর্মকর্তারা।

এই বিস্ফোরণটি ঘটে এক নিয়মিত অনুসন্ধান ও তল্লাশি অভিযানের সময়, যা সেই অঞ্চলের ঘন জঙ্গলে পরিচালিত হচ্ছিল। সেখানটি দীর্ঘদিন ধরে মাওবাদী গড় হিসেবে পরিচিত। আহত জওয়ানদের দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করা হয় এবং রাঁচিতে চিকিৎসার জন্য এয়ারলিফট করা হয়।

চাইবসা পুলিশ সুপার রাকেশ রঞ্জন জানিয়েছেন, নিরাপত্তা বাহিনী ওই এলাকায় মাওবাদী ক্যাডারদের শিকারে অভিযান আরও জোরদার করেছে, যাঁরা সরান্দা এবং কলহান অঞ্চলের বিচ্ছিন্ন, জঙ্গলে লুকিয়ে আছেন।পুলিশের সূত্রে জানা গেছে, মাওবাদীরা প্রায়ই জঙ্গলের পথে ও রেললাইন ধরে আইইডি পুঁতে রাখে, যাতে নিরাপত্তা বাহিনীকে আক্রমণ করা যায়। এসব বিস্ফোরক সাধারণত গতিবিধি দ্বারা সক্রিয় হয়, যার ফলে মারাত্মক আহত হয়।

শুক্রবারের বিস্ফোরণটি এমন এক সিরিজের সর্বশেষ ঘটনা, যা ঝাড়খন্ডে মাওবাদী সহিংসতার অব্যাহত হুমকি তুলে ধরে। দুই দিন আগে, একই জেলার করামপাড়া-রেঙ্গদা রেলপথে একটি আইইডি বিস্ফোরণে একজন রেলওয়ে ট্র্যাকম্যান নিহত হন।পূর্বে, জুন মাসে, সিআরপিএফ জওয়ান সত্যবন কুমার সিংহ সরান্দা বনাঞ্চলে একটি আইইডি বিস্ফোরণে শহীদ হন। মার্চ মাসটি ছিল বিশেষভাবে বিধ্বংসী, যখন তিনটি পৃথক আইইডি বিস্ফোরণ ঘটে। একটি বিস্ফোরণে সাব-ইন্সপেক্টর প্রাণ হারান, আর অন্যান্য ঘটনায় পাঁচজন জওয়ান ও অফিসার আহত হন।নিরাপত্তা বাহিনীর কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, বেশ কিছু শীর্ষ মাওবাদী নেতা যেমন বেসরা, অমল, মোচু, আনল, আসিম মণ্ডল, অজয় মাহাতো, সাগেন আংগারিয়া এবং অশ্বিন সরান্দা এবং কলহান অঞ্চলে সক্রিয় আছেন।গত তিন মাসে, চাইবসা এবং তার আশেপাশে একাধিক মাওবাদী অস্ত্র এবং গোলাবারুদ স্তূপ ধ্বংস করা হয়েছে। এই অভিযানে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও বিস্ফোরক জব্দ করা হয়েছে।

ভারতীয় শেয়ারবাজার পতনে সেন্টেক্স ৭৬৫ পয়েন্ট নেমে শেষ

মুম্বাই, ৮ অগাস্ট: শুক্রবার ভারতে শেয়ারবাজার ব্যাপক বিক্রির মধ্যে পতিত হয় এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ট্যারিফ নিয়ে উদ্বেগের কারণে বিদেশি প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের প্রবাহ কমতে থাকে।

সেন্টেক্স ৭৬৫.৪৭ পয়েন্ট নিচে ৭৯,৮৫৭.৭৯ পয়েন্টে বন্ধ হয়, যা ০.৯৫ শতাংশের পতন। ৩০-শেয়ার সূচকটি উদ্বোধন হয় নেতিবাচক অবস্থায় ৮০,৪৭৮.০১ পয়েন্টে, আগের দিনের ৮০, ৬২৩.২৬ পয়েন্টের তুলনায়, মার্কিন ট্যারিফ নিয়ে উদ্বেগের কারণে বিক্রির চাপের মধ্যে। সূচকটি নীচে ৭৯,৭৭৫ পয়েন্টে নেমে যায়, যা প্রায় ১ শতাংশ কমে তিন মাসের মধ্যে সবচেয়ে নীচে চলে যায়। নিফটি ২৩,৬৩৬.৩০ পয়েন্টে ০.৯৫ শতাংশ বা ২৩২ পয়েন্ট নিচে বন্ধ হয়।

ভিনোদ নায়ার, জিওজিত ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেডের গবেষণা প্রধান বলেন, 'ভারতীয় শেয়ারবাজারে নিম্নমুখী প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে, যা তিন মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন পর্যায়ে পৌঁছেছে, মার্কিন ট্যারিফের কারণে ভারতীয় রপ্তানি নিয়ে উদ্বেগ বেড়েছে। নেট সেলার হিসেবে অবস্থান নিয়েছে, যা দেশীয় সূচকের উপর চাপ বাড়িয়েছে।'

পুঁজিবাজারের নেতিবাচক প্রবণতা ব্যাপক ছিল, যেখানে রিয়েলটি ও মেটাল সেক্টর সবচেয়ে বড় ধাক্কা খেয়েছে। আরও একটি দুশ্চিন্তা হচ্ছে, বিশ্ব অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো ভারতীয় অর্থনীতির পর্যালোচনাকে নিচে নামাচ্ছে, যা চলমান ট্যারিফ সমস্যার নেতিবাচক প্রভাবকে চিহ্নিত করছে, নায়ার আরও যোগ করেছেন।

প্রশ্নবিদ্ধ মার্কেটে মেটাল ও ফার্মা স্টকের ওপর সবচেয়ে বড় চাপ ছিল। নিফটি নেক্সট ৫০ ৮২৩ পয়েন্ট বা ১.২৪ শতাংশ নিচে, নিফটি ১০০ ৫১৬ পয়েন্ট বা ১ শতাংশ নিচে, **নিফটি মিডক্যাপ ১০০ ৯৩৬ পয়েন্ট বা ১.৬৪ শতাংশ নিচে এবং নিফটি স্মল ক্যাপ ১০০ ২৬৪ পয়েন্ট বা ১.৪৯ শতাংশ নিচে শেষ হয়েছে।

নিলেশ জৈন, সেন্ট্রাম ব্রোকিংয়ের, বলেন, 'বেয়াররা তাদের নিচে চলার প্রবণতা পুনরায় শুরু করেছে, আগের সেশনে সামান্য বিরতির পর। নিফটি ষষ্ঠ সপ্তাহেও পতন অব্যাহত রেখেছে, এবং ২৪, ৫০০ এর নিচে নামার পর, এটি এখন একটি তাতণিক বাধা হিসেবে কাজ করবে।'

২০০-ডিএমএ, যা ২৪,০৫০ পয়েন্টে রয়েছে, তা নিকট ভবিষ্যতে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে। সামগ্রিক প্রবণতা দুর্বল থাকবে যতদিন সূচকটি ২৪,৮০০-এর নিচে থাকবে, এবং যেকোনো পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে বিক্রির চাপ দেখা যেতে পারে, তিনি যোগ করেছেন।মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারত থেকে তেল আমদানির ওপর ৫০ শতাংশ ট্যারিফ ঘোষণা করেছেন এবং তিনি আরও হুমকি দিয়েছেন যে ভারত যদি রাশিয়া থেকে তেল আমদানি অব্যাহত রাখে, তবে এটি আরও বাড়ানো হবে।

অভিনেত্রী হুমা কুরেশির চাচাতো ভাই খুন, পার্কিং বিবাদ ঘিরে দিল্লিতে উত্তেজনা, গ্রেফতার ২

নয়াদিল্লি: এক মর্মান্তিক ঘটনায়, বলিউড অভিনেত্রী হুমা কুরেশির চাচাতো ভাই আসিফ কুরেশিকে দিল্লির ভোগল এলাকায় পার্কিং নিয়ে বিবাদের জেরে খুন করা হয়েছে।ঘটনাটি বৃহস্পতিবার গভীর রাতে নিজামুদ্দিন থানার অন্তর্গত জংপুরার চার্চ লেনে, আসিফের বাড়ির কাছে ঘটেছে।

দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, ৪২ বছর বয়সী আসিফ কুরেশি তার বাড়ির প্রধান ফটকের সামনে পার্ক করা একটি স্কুটার সরিয়ে নিতে বলায় দুই ব্যক্তির সঙ্গে তার ঝগড়া হয়। এই তর্কাতর্কি এক মারাত্মক সংঘর্ষে রূপ নেয়। সংঘর্ষের সময় ওই দুজন চলে গেলেও আসিফকে হুমকি দিয়েছিল যে তারা আবার ফিরে আসবে। তাদের কথা মতো তারা কিছুক্ষণ পর একটি ধারালো বস্তু (পোকার) নিয়ে ফিরে আসে এবং তা দিয়ে আসিফকে আঘাত করে।পুলিশ ৭ই আগস্ট রাত ১০:৩০ নাগাদ খবর পায়। ঘটনাস্থলে পৌঁছে তারা দেখতে পায় আসিফ গুরুতর আহত এবং তার শরীর থেকে প্রচুর রক্তক্ষরণ হচ্ছে। তাকে দ্রুত নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, কিন্তু সেখানে তিনি মারা যান।ভারতীয় ন্যায় সংহিতা-এর ১০৩(১) এবং ৩(৫) ধারায় একটি এফআইআর (নম্বর ২৩৩/২৫) নথিভুক্ত করা হয়েছে।অভিযুক্তদের সনাক্ত করা হয়েছে উজ্জ্বল (১৯) এবং গৌতম (১৮) হিসাবে। তারা দুজনেই দীনেশের ছেলে এবং একই এলাকার চার্চ লেন, ভোগলের বাসিন্দা। তাদের দুজনকেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে। খুনে ব্যবহৃত অস্ত্রটি উদ্ধার করা হয়েছে।পুলিশ জানিয়েছে, 'ঝগড়ার সময়, অভিযুক্তদের মধ্যে একজন একটি ধারালো বস্তু দিয়ে ভিকটিমের বুকে আঘাত করে, যার ফলে তার মৃত্যু হয়। তদন্ত চলছে।'সংবাদমাধ্যমের কাছে আসিফ কুরেশির স্ত্রী অভিযোগ করে বলেন, 'আমার স্বামীকে ইচ্ছাকৃতভাবে এবং ষড়যন্ত্র করে খুন করা হয়েছে। এটা শুধু একটি ঝগড়া ছিল না, এটা ছিল উদ্দেশ্যপ্রণোদিত খুন।'এই নৃশংস হামলার ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয়রা এলাকার ক্রমবর্ধমান আগ্রাসন নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এবং কঠোর আইন প্রয়োগের দাবি জানিয়েছেন।ইলিয়াস কুরেশির ছেলে আসিফ কুরেশি চার্চ লেন, ভোগলের একজন দীর্ঘদিনের বাসিন্দা ছিলেন এবং পাড়ায় তার বন্ধুত্বপূর্ণ স্বভাবের জন্য পরিচিত ছিলেন।ঘটনার সম্পূর্ণ ক্রম এবং কোনো সম্ভাব্য পূর্বপরিকল্পনা নির্ধারণের জন্য আরও তদন্ত চলছে।

অসম সরকার সরকারি কর্মচারীদের জন্য ৪০ কোটি বই ভাতার ঘোষণা

গুয়াহাটি, ৮ আগস্ট : অসম সরকার সমস্ত রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের জন্য এককালীন ১, ০০০ বই ভাতা ঘোষণা করেছে, যা নভেম্বর মাসে বিতরণ করা হবে। এই পদক্ষেপের ফলে প্রায় ৪ লক্ষ কর্মচারী উপকৃত হবেন এবং এর মাধ্যমে আনুমানিক ৪০ কোটি খরচ হবে।

মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা একটি মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর এই ঘোষণা করেন। তিনি জানান, এই উদ্যোগটি পাঠ্যাভ্যাসের প্রসারে সহায়ক হবে, এবং ২০২৫ সালকে 'বইয়ের বছর' হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

ভাতার পাশাপাশি, মন্ত্রিসভা ১, ০০০ জন যুব লেখককে সৃজনশীল, একাডেমিক এবং বৈজ্ঞানিক লেখায় সহায়তা হিসেবে ২৫,০০০ করে আর্থিক অনুদান প্রদান করারও অনুমোদন দিয়েছে।সাহিত্য সংস্কৃতি প্রচারের জন্য, সরকারি অনুষ্ঠানে সকল আনুষ্ঠানিক উপহার এখন বই হিসেবে বিতরণ করা হবে। এছাড়া, ভূপেন হাজারিকার জীবন এবং তার অবদানের ওপর একটি বই প্রকাশিত হবে, যা অসম ও ভারতজুড়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের এবং প্রতিষ্ঠানে বিতরণ করা হবে। রাজ্য সরকার বই মেলার জন্যও সহায়তা প্রদান করবে, যেখানে জেলার পর্যায়ে ৫ লাখ এবং উপ-জেলার প্রধান শহরগুলোতে ২.৫ লাখ দেওয়া হবে, অসম প্রকাশন পরিষদের সহযোগিতায়। উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় উন্নয়ন মন্ত্রণালয় অসমে মঙ্গলদৈ-মাজিকুছি সড়ক নির্মাণের জন্য অনুমোদন দিয়েছে। ১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ এই সড়ক প্রকল্পের আনুমানিক খরচ প্রায় ৪৫.৩১ কোটি, এবং এটি উত্তর-পূর্ব বিশেষ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে বাস্তবায়িত হবে।উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় উন্নয়ন মন্ত্রণালয়-র পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, নতুন এই সড়কটি দারাং এবং উদালগুড়ি জেলা দুইটির মধ্যে সরাসরি সংযোগ স্থাপন করবে। এটি মঙ্গলদৈ থেকে ভেরগাঁওয়ের মধ্যে দূরত্ব ৭.২ কিলোমিটার কমিয়ে আনবে, ফলে এলাকার সংযোগ উন্নত হবে এবং যাতায়াতের সুবিধা বৃদ্ধি পাবে।

মেঘালয় মন্ত্রিসভা ঐতিহ্যবাহী মদ প্রস্তুতি ও বিক্রির বৈধতা প্রদান করেছে

শিলং, ৮ আগস্ট : মেঘালয় মন্ত্রিসভা বৃহস্পতিবার একটি নতুন নিয়মাবলী অনুমোদন করেছে, যা ঐতিহ্যবাহী মদ প্রস্তুতি এবং বিক্রির জন্য একটি লাইসেন্স ব্যবস্থা চালু করবে। এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে স্থানীয় সম্প্রদায়ের মাধ্যমে প্রচলিতভাবে তৈরি হওয়া মদ যেমন 'বিচি'-এর উৎপাদন এবং বিক্রি বৈধ হয়ে যাবে, জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী কনরাড কে সাঙ্গমা।

নতুন নিয়মটি বিশেষভাবে মেঘালয়ের আদিবাসী পানীয়গুলিকে লক্ষ্য করে, তবে বিশুদ্ধ মদ বা ডিস্টিলড মদ এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত থাকবে না এবং এটি আগের আইন অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত থাকবে।

সাঙ্গমা জানান, পূর্বে রাজ্যে ঐতিহ্যবাহী মদের নিয়ন্ত্রণের জন্য কোনো আইনি কাঠামো ছিল না। নতুন নিয়মটি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষা করার পাশাপাশি যথাযথ আইনি তত্ত্বাবধান এবং মান নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করতে লক্ষ্যবদ্ধ।

বাংলায় আগামী বছর বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত, ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা প্রায় ১৭ শতাংশ বৃদ্ধি

কলকাতা, ৮ আগস্ট: আগামী বছর পশ্চিমবঙ্গের গুরুত্বপূর্ণ বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে, যেখানে ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচন এবং ২০২১ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের তুলনায় ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা প্রায় ১৭ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে।

মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক কার্যালয়ের একজন অভ্যন্তরীণ সূত্র জানিয়েছে যে, গত দুটি নির্বাচনে মোট ৮০,৬৮০টি ভোটকেন্দ্র ব্যবহার করা হয়েছিল। তবে, অভ্যন্তরীণ সূত্রগুলি আরও জানায়, ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ৯৪,০০০-এর বেশি ভোটকেন্দ্র থাকবে, যা আগের নির্বাচনের তুলনায় ১৬.৫০ শতাংশ বৃদ্ধি।

ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সিইও কার্যালয়ের সূত্র জানায়, ভারতের নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা অনুযায়ী, এবার একটি একক ভোটকেন্দ্রে মোট ভোটারের সংখ্যা ১,২০০-এর বেশি হবে না। তাই এই নিয়ম মেনে চলার জন্য ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা বাড়াতে হয়েছে। সূত্রগুলি আরও জানিয়েছে যে, রাজ্যের সমস্ত রাজনৈতিক দলকে ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায়, সিইও-এর কার্যালয় থেকে ইসিআই-কে জানানো হয়েছে যে, রাজ্যে বিশেষ নিবিড় সংশোধনের প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য মাঠ পর্যায়ের প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। সিইও কার্যালয় বিভিন্ন জেলা নির্বাচন কর্মকর্তাদের কাছ থেকে মাঠ পর্যায়ের প্রস্তুতির প্রতিবেদন সংকলন করার পর এই বিষয়ে ইসিআই-এর সদর দফতর দিল্লিতে একটি বার্তা পাঠায়।

পশ্চিমবঙ্গে সর্বশেষ ছজ্জট্ট পরিচালিত হয়েছিল ২০০২ সালে। চলতি বছরে, পার্শবর্তী রাজ্য বিহারে এই প্রক্রিয়া সম্প্রতি সম্পন্ন হয়েছে, যেখানে এই বছরের শেষের দিকে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।

এই অনুশীলন নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্কের মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গে সার প্রক্রিয়া যেকোনো মুহূর্তে শুরু হতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে। একদিকে, শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস এই সংশোধন প্রক্রিয়াকে বিজেপি-র একটি কৌশল হিসেবে বর্ণনা করেছে, যার মাধ্যমে তারা পশ্চিমবঙ্গে এনআরসি চাপাতে চাইছে। তৃণমূল কংগ্রেস আরও অভিযোগ করেছে যে, বিজেপি-কে বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী করতে ইসিআই তাদের নির্দেশে কাজ করছে। অন্যদিকে, বিজেপি দাবি করেছে যে, তৃণমূল কংগ্রেস এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সার -এর বিরোধিতা করছেন এই ভয়ে যে, এই সংশোধন প্রক্রিয়ার পর তালিকা থেকে অনেক অবৈধ রোহিঙ্গা এবং বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীর নাম বাদ পড়ে যাবে।

কোটিয়া অঞ্চলে সুবাদ্রা উপকারিতা পর্যালোচনা করবে সরকার: উপমুখ্যমন্ত্রী

ভুবনেশ্বর, ৮ আগস্ট : সুবাদ্রা যোজনার তৃতীয় কিস্তির বিতরণের আগে, উপমুখ্যমন্ত্রী প্রভাতী পরিদা কোরাপুট জেলার জয়পুরে পৌঁছান। তার এই সফরে তিনি ঘোষণা করেন যে, আজ কোটিয়াতে সুবাদ্রা যোজনার সুবিধা প্রদান সম্পর্কে একটি পর্যালোচনা অনুষ্ঠিত হবে।

মিডিয়ার সাথে কথা বলার সময়, পরিদা জানান, 'যেভাবে আমরা কোটিয়াতে থাকা মহিলাদের সুবাদ্রা সুবিধা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলাম, আজ কোটিয়াতে পর্যালোচনা করছি। কোটিয়া পঞ্চায়েতের অধীনে ২৬টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র রয়েছে, এবং আমরা অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও লাখপতি দিদিদের সাথে আলোচনা করবো। কোটিয়া এলাকার ১০০ মহিলার যে সমস্যাগুলি ছিল তা সমাধান করা হয়েছে।'সূত্রে জানা গেছে, মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝি আগামী রাক্ষী পূর্ণিমার দিন জয়পুরে সুবাদ্রা যোজনার তৃতীয় কিস্তি বিতরণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন, যা মহিলাদের আর্থিক ক্ষমতায়নের জন্য সরকারের অন্যতম প্রধান প্রকল্প।এটি একটি বড়ো অনুষ্ঠানে পরিণত হতে পারে, যেখানে ব্যাপক সংখ্যক উপকারভোগী নিজেদের সুবিধার জন্য অপেক্ষা করছেন।

ওড়িশা আবহাওয়া আপডেট: পুরীতে কমলা সতর্কতা, ২০টিরও বেশি জেলায় হলুদ সতর্কতা

ভুবনেশ্বর, ৮ আগস্ট: ভারতের আবহাওয়া অধিদপ্তর ওডিশার বিভিন্ন জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাত, বজ্রপাত, বিদ্যুৎঝলক এবং ঝড়ো হাওয়ার সতর্কতা জারি করেছে। আগামী পাঁচদিনে এই ধরনের আবহাওয়া থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

এই সতর্কতাগুলি সমুদ্রতটে সাইক্লোনিক সার্কুলেশন এবং সক্রিয় মৌসুমি ট্রাফের কারণে সৃষ্ট বৃষ্টিপাতের প্রবাহের মধ্যে জারি করা হয়েছে।

শুক্রবার দুপুর ২টায় ভুবনেশ্বরের আবহাওয়া কেন্দ্র থেকে জারি করা বুলেটিনে জানানো হয়েছে, একটি জটিল আবহাওয়া সিস্টেম বর্তমানে রাজ্যের আবহাওয়া পরিস্থিতিকে প্রভাবিত করছে।

মৌসুমি ট্রাফটি পাঞ্জাবের ফিরোজপুর থেকে উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত এবং বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ উপকূলে একটি উপরের বায়ু সাইক্লোনিক সার্কুলেশন প্রবাহিত হচ্ছে, যা উচ্চতা বাড়ার সঙ্গে দক্ষিণ-পশ্চিমে ঝুঁকছে।

এছাড়াও, দক্ষিণ উপকূলীয় অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে উত্তর শ্রীলঙ্কা পর্যন্ত একটি উত্তর-দক্ষিণ ট্রাফটি চলমান রয়েছে। আইএমডি জানিয়েছে, ১৩ আগস্টের মধ্যে উত্তর-পশ্চিম এবং পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগরে একটি নিম্নচাপ সৃষ্টি হতে পারে, যা ওডিশায় বৃষ্টিপাতের তীব্রতা বাড়াতে পারে।

ভারী বৃষ্টিপাত, বজ্রপাত, বিদ্যুৎঝলক এবং ঝড়ো হাওয়ার কারণে ওডিশায় ব্যাপক সতর্কতা জারি করেছে ভারতীয় আবহাওয়া অধিদপ্তর। ৯ আগস্ট সকাল ৮:৩০ পর্যন্ত পুরীজেলার এক বা দুটি স্থানে অতি ভারী বৃষ্টিপাত, বজ্রপাত এবং ৩০-৪০ কিমি/ঘণ্টা গতি সম্পন্ন ঝড়ো হাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তাই এখানে অরেঞ্জ এলার্ট জারি করা হয়েছে। একই সময়ে, খুরদা, কটক, গঞ্জাম, গজাপতি, কেওনঝড় এবং সুন্দরগড়সহ আরও বেশ কিছু জেলায় ভারী বৃষ্টি ও বজ্রপাতের আশঙ্কা থাকায় ইয়েলো এলার্ট জারি করা হয়েছে। এছাড়া, বালাসোর, ভদ্রক, জাজপুর, কেন্দ্রাপাড়া, নায়াগড়, ঝরসুগুড়া, বারগড়, সম্বলপুর, দেবগড়, আঙ্গল, ধেনকানাল, ময়ূরভঞ্জ, সোনপুর, বৌধ, নুয়াপাড়া, বলাঙ্গীর, কলাহান্ডি, কন্দামাল, নওরাংপুর, রায়গড়া, কোরাপুট এবং মালকানগিরির মতো ২০টিরও বেশি জেলায় বজ্রপাত ও ঝড়ো হাওয়া থাকার আশঙ্কা রয়েছে।৯ থেকে ১০ আগস্টের মধ্যে গজাপতি ও গঞ্জামে ভারী বৃষ্টি, বজ্রপাত এবং ঝড়ো হাওয়ার পূর্বাভাস রয়েছে, এবং পুরী, কটক, ভদ্রক, নায়াগড়, কেওনঝড়, কোরাপুটসহ ২৩টিরও বেশি জেলায় বজ্রপাত ও ঝড়ো হাওয়া চলতে থাকতে পারে। ১০ থেকে ১৩ আগস্টের মধ্যে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকবে, তবে ময়ূরভঞ্জ, কেওনঝড়, সুন্দরগড়, বালাসোর এবং জাজপুরে বজ্রপাত ও ঝড়ো হাওয়া অব্যাহত থাকবে। ১৩ আগস্টের পর গজাপতি, কোরাপুট, রায়গড়া ও মালকানগিরি জেলায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।

আরও সতর্কতা হিসেবে, ৮ আগস্ট থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার জন্য উত্তর বঙ্গোপসাগর এবং ওডিশার উপকূলবর্তী এলাকায় ৩০-৪০ কিমি/ঘণ্টা বেগে ঝোড়ো হাওয়া এবং ৫০ কিমি/ঘণ্টা পর্যন্ত তীব্রতা হতে পারে। সাগরের অবস্থাও মাঝারি থেকে উত্তাল থাকবে, তাই মাছ শিকারীদের সমুদ্রে না যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ৯ থেকে ১২ আগস্টের মধ্যে মাছ শিকারীদের জন্য বড় বিপদের কোন সম্ভাবনা নেই।

গ্যালশিংয়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

গ্যালশিং, ৮ আগস্ট: ২০২৫ সালের ৭৯ তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন শুক্রবার গ্যালশিংয়ের কিয়ংসা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়েছে, যা ইয়াংথাং স্পোর্টিং ক্লাব এবং জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় আয়োজিত হয়। এই উদযাপনটি সাত দিনের মধ্যে প্রবেশ করেছে।

উদযাপনের দিনটির প্রধান অতিথি ছিলেন উদ্যোক্তা এবং চেরি গ্র্যান্ডের মালিক সুশীল তামাং। তার সঙ্গে ছিলেন জেলা কালেক্টর তেনজিং ডি. ডেঞ্জংপা, অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মী, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও কর্মকর্তারা, জেলা থেকে অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং উদযাপন কমিটির সদস্যরা। এই দিনে মোট চারটি ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়, যা তিনটি বিভাগে ভাগ করা হয়েছিল: পুরুষদের ওপেন ফুটবল টুর্নামেন্ট, প্রবীণ ফুটবল টুর্নামেন্ট এবং আন্তঃস্কুল চ্যাম্পিয়নশিপ।

পুরুষদের ওপেন ফুটবল টুর্নামেন্টে সিংলিং স্পোর্টিং ক্লাব কেলিমপং পুলিশকে ৬-০ ব্যবধানে হারিয়ে জয়লাভ করে। সিংলিং স্পোর্টিং ক্লাবের রবিন চেত্রী ম্যাচের সেরা খেলোয়াড় (ম্যান অফ দ্য ম্যাচ) নির্বাচিত হন।

রামঠাকুর মহাবিদ্যালয়ে ভর্তি প্রক্রিয়া জটিলতা দেখাতে শিক্ষা অধিকর্তাকে ডেপুটেশন এসএফআই ডুকলি বিভাগীয় কমিটির। ছবি নিজস্ব।

কাজের সন্ধান

রেলে চাকরির লক্ষ্যে ৯০৪ এপ্রেন্টিস অনলাইনে আবেদন, পরীক্ষা ছাড়াই নিয়োগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। সারা দেশ জুড়ে ভারতীয় রেলে এপ্রেন্টিস নিয়োগের জন্য অনলাইনে অথবা ই-মেইলে দরখাস্ত পাঠাতে বলা হয়েছে, আসন সংখ্যা এই মুহূর্তে প্রায় ১২ হাজার হলেও দক্ষিণ-পশ্চিম রেলে ৯০৪টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিকের পর আইটিআই পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৩ আগস্ট, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। ইচ্ছুক উপযুক্ত প্রার্থীরা দক্ষিণ-পশ্চিম রেলের বিভিন্ন ডিভিশনে এবং ওয়ার্কশপে যে-কোনও একটি ক্লাস্টারের উদ্দেশ্যে অনলাইনে দরখাস্ত পাঠাতে পারেন। অন্য রেলওয়ের জন্যও অনলাইনে নির্দিষ্ট সময়ে দরখাস্ত পাঠানোর সুবিধা রয়েছে। ইন্টারভিউ বা পরীক্ষা দিতে হয় না। মেধার ভিত্তিতে বাছাইকৃতদের সাক্ষাৎকারের সময়সূচি পরে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো —

প্রার্থীদের যোগ্যতা অনুযায়ী কেবলমাত্র যে-কোনও একটি ডিসিপ্লিন-এর জন্য অনলাইনে আবেদন করতে পারেন মধ্য রেলের জন্য ১৩ আগস্ট-এর মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে আবেদন করার শেষ তারিখ ১৩ আগস্ট। যদি কোনও প্রার্থী একাধিক ট্রেড বা ডিসিপ্লিন-এর জন্য আবেদন করেন, তাঁর সমস্ত আবেদন বাতিল করা হবে। একইভাবে একাধিক ডিভিশনেও আবেদন করা যাবে না। অধিকতর পেশগত যোগ্যতা যথা বিই/ বিটেক/ এমবিএ/ এমসিএ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদের বিবেচনা করা হবে না। সময়ে সময়ে প্রযোজ্য ভারত সরকারের নির্দেশাবলী অনুসারে ট্রেড এবং অবস্থানের জন্য প্রযোজ্যমতো প্রতি মাসে নির্ধারিত হারে স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যাবলী পেয়ে যাবেন ইন্ডিয়ান রেলওয়ের ওয়েবসাইটে 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব-এ। রেলওয়ের জোন অনুযায়ী অনলাইনে আবেদন করার পদ্ধতিও পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্ত পূরণ করার কৌশল, ইন্টারনেটের ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি পাঠানো, লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস এবং বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। প্রার্থিবাছাই পদ্ধতির বিস্তারিত সময়সূচি এবং স্থান পরবর্তী সময়ে জানানো হবে এবং কল লেটার পাঠানো হবে।

ভারতীয় রেলে চাকরির জন্য এধরনের ট্রেড এপ্রেন্টিস ট্রেনিংয়ের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। ভারতীয় রেলে সারা দেশ জুড়ে ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে প্রায় ১২ হাজার জনকে বাছাইয়ের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। ইন্ডিয়ান রেলওয়েতে ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে যোগদান করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ১৩-৮-২০২৫-এর হিসেবে ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে আসন সংরক্ষণ যেমন থাকবে, তেমনি বয়সের উর্ধ্বসীমায়ও যথারীতি ছাড় রয়েছে। আসন সংখ্যার বিশদ বিভাজন ট্রেড ভিত্তিক সংখ্যা ইত্যাদি দেখতে পাবেন 'ইন্ডিয়ান রেলওয়ে'র ওয়েব সাইটে, 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব লিঙ্কে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর - এসডব্লিওআর/ আরআরসি/ অ্যাক্ট এপ্রেন্টিস/ ০১/ ২০২৫, তারিখ ১১ জুলাই, ২০২৫। ক্লাস্টার ও ট্রেড অনুযায়ী আসন সংখ্যার বিভাজন এই রকম — হাব্বালি ডিভিশনে ফিটার ট্রেডে মোট আসন ১০১টি। এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৫০টি, এসসি'র জন্য ১৬টি, এসটি'র জন্য ৮টি, ওবিসি'র জন্য ২৭টি, শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীদের জন্য ৪টি এবং এক্স-সার্ভিসম্যানদের জন্য ৪টি আসন সংরক্ষিত। ওয়েল্ডার ট্রেডে মোট আসন ৫টি। এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৩টি, এসসি'র জন্য ১টি, ওবিসি'র জন্য ১টি আসন সংরক্ষিত। ইলেকট্রিশিয়ান ট্রেডে মোট আসন ৭৬টি। এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৪২টি, এসসি'র জন্য ১১টি, এসটি'র জন্য ৬টি, ওবিসি'র জন্য ১৭টি, শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীদের জন্য ৪টি এবং এক্স-সার্ভিসম্যানদের জন্য ৩টি আসন সংরক্ষিত। রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার কন্ডিশনার মেকানিক ট্রেডে মোট আসন ১৬টি। এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৯টি, এসসি'র জন্য ২টি, এসটি'র জন্য ১টি, ওবিসি'র জন্য ৪টি আসন সংরক্ষিত। প্রোগ্রামিং এন্ড সিস্টেম অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেডে মোট আসন ৩৯টি। এর মধ্যে অসংরক্ষিত ২১টি, এসসি'র জন্য ৬টি, এসটি'র জন্য ৩টি, ওবিসি'র জন্য ৯টি, এক্স-সার্ভিসম্যানদের জন্য ১টি আসন সংরক্ষিত। একইভাবে হাব্বালি ক্যারেজ রিপেয়ার ওয়ার্কশপে ৮টি পৃথক পৃথক ট্রেডে মোট আসন ২১৭টি। এর মধ্যে অসংরক্ষিত ১১২টি, এসসি'র জন্য ৩১টি, এসটি'র জন্য ১৬টি, ওবিসি'র জন্য ৫৮টি, শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীদের জন্য ৪টি এবং এক্স-সার্ভিসম্যানদের জন্য ৬টি আসন সংরক্ষিত। ব্যাঙ্গালুরু ডিভিশনে ৭টি পৃথক পৃথক ট্রেডে মোট আসন ২৩০টি। এর মধ্যে অসংরক্ষিত ১১২টি, এসসি'র জন্য ৩৭টি, এসটি'র জন্য ২০টি, ওবিসি'র জন্য ৬১টি, শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীদের জন্য ১১টি এবং এক্স-সার্ভিসম্যানদের জন্য ৮টি আসন সংরক্ষিত। মাইসুরু ডিভিশনে ৫টি পৃথক পৃথক ট্রেডে মোট আসন ১৭৭টি। এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৯১টি, এসসি'র জন্য ২৬টি, এসটি'র জন্য ১৩টি, ওবিসি'র জন্য ৪৭টি, শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীদের জন্য ৩টি এবং এক্স-সার্ভিসম্যানদের জন্য ৪টি আসন সংরক্ষিত। মাইসুরু সেন্ট্রাল ওয়ার্কশপে ৭টি পৃথক পৃথক ট্রেডে মোট আসন ৪৩টি। এর মধ্যে অসংরক্ষিত ২৩টি, এসসি'র জন্য ৭টি, এসটি'র জন্য ১টি, ওবিসি'র জন্য ১২টি, শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীদের জন্য ১টি এবং এক্স-সার্ভিসম্যানদের জন্য ১টি আসন সংরক্ষিত। প্রয়োজনে এ বিষয়ে বিস্তারিত হোয়াটস্অ্যাপ নম্বরেও তা জেনে নিতে পারেন। প্রতিটি ডিভিশনে ট্রেড ও ক্যাটেগরী অনুযায়ী আসন সংখ্যার বিভাজন দেখার জন্য এঁদের ওয়েবসাইটেও দেখে নিতে পারেন।

সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কী পরীক্ষা, কবে?

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।।

* রেল কোচ ফ্যাক্টরিতে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১,০১০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১১ আগস্ট, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে শর্তসাপেক্ষে আজই আপনার হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ্ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের **সমস্ত চাকরির আপডেট খবর,** চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

* কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ নিগমে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩৬১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১১ আগস্ট, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃত প্রার্থীদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* এয়ারপোর্ট অথরিটিতে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৯৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা, বিই, বিটেকপাশ হতে হবে। বয়স ঃ ১৮-২৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১১ আগস্ট, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃত প্রার্থীদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। * শিল্পোন্নয়ন ব্যাঙ্কে **অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৭৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ২১-৩৩ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১১ আগস্ট, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ৬ সেপ্টেম্বর, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* রেল মন্ত্রকের অধীনে **ট্র্যাক মেইন্টেনার, পয়েন্টস ম্যান** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৭৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ, বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১২ আগস্ট, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* রেল মন্ত্রকের অধীনে **জুনিয়র এক্সিকিউটিভ** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৯৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই/ বিটেক পাশ, বয়স ঃ ২০-২৯ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১২ আগস্ট, বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* রেল মন্ত্রকের অধীনে চাকরির লক্ষ্যে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৯০৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৩ আগস্ট, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর নির্দিষ্ট তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* আই.বি দপ্তরে **সিকিউরিটি অ্যাসিস্ট্যান্ট, এক্সিকিউটিভ** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪,৯৮৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিকপাশ হতে হবে, বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ আগস্ট, লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* রাষ্ট্রীয় বীমায় **অ্যাসিস্ট্যান্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক .... ইত্যাদি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ আগস্ট, কম্পিউটার ভিত্তিকপরীক্ষা ৭ সেপ্টেম্বর, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে নির্দিষ্ট কেন্দ্র সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের অধীনে **এপিএফসি, এনফোর্সমেন্ট অফিসার, একাউন্টস অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। ইউ.পি.এস.সি পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ, শূন্যপদ ঃ ২৩০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক .... ইত্যাদি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ২০-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৮ আগস্ট, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। * রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে **ডেপুটি ম্যানেজার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩৩০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট, বিই/ বিটেক, এমবিএ পাশ, বয়স ঃ ২৩-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৯ আগস্ট, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। * রাষ্টআয়ত্ত ব্যাঙ্কে **ম্যানেজার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১২৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট, সিএ পাশ, বয়স ঃ ২৪-৪২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৯ আগস্ট, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

এক নজরে চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (রেল কোচ ফ্যাক্টরি)**
শূন্যপদ ঃ ১,০১০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১১ আগস্ট,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ নিগম),**
শূন্যপদ ঃ ৩৬১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১১ আগস্ট,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃত প্রার্থীদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (এয়ারপোর্ট অথরিটি),**
শূন্যপদ ঃ ১৯৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা, বিই, বিটেকপাশ হতে হবে।
বয়স ঃ ১৮-২৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১১ আগস্ট,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃত প্রার্থীদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **অফিসার (শিল্পোন্নয়ন ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ৭৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ২১-৩৩ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১১ আগস্ট,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ৬ সেপ্টেম্বর, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ট্র্যাক মেইন্টেনার, পয়েন্টস ম্যান (রেল মন্ত্রক)**,
শূন্যপদ ঃ ৭৯টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১২ আগস্ট,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **জুনিয়র এক্সিকিউটিভ (রেল মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ৯৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই/ বিটেক পাশ,
বয়স ঃ ২০-২৯ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১২ আগস্ট,
বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (রেল মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ৯০৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৩ আগস্ট,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর নির্দিষ্ট তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **সিকিউরিটি অ্যাসিস্ট্যান্ট, এক্সিকিউটিভ (আই.বি),**
শূন্যপদ ঃ ৪,৯৮৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিকপাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ আগস্ট,
লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট (রাষ্ট্রীয় বীমা),**
শূন্যপদ ঃ ৫০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক .... ইত্যাদি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ আগস্ট,
কম্পিউটার ভিত্তিকপরীক্ষা ৭ সেপ্টেম্বর, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে নির্দিষ্ট কেন্দ্র সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এপিএফসি, এনফোর্সমেন্ট অফিসার, একাউন্টস অফিসার (কেন্দ্রীয় মন্ত্রক),**
ইউ.পি.এস.সি পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ,
শূন্যপদ ঃ ২৩০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক .... ইত্যাদি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ২০-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৮ আগস্ট,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ডেপুটি ম্যানেজার (রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ৩৩০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট, বিই/ বিটেক, এমবিএ পাশ,
বয়স ঃ ২৩-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৯ আগস্ট,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ম্যানেজার (রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ১২৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট, সিএ পাশ,
বয়স ঃ ২৪-৪২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৯ আগস্ট,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

মাধ্যমিক পাশদের থেকে আই.বি দপ্তরে ৪,৯৮৭ নিয়োগ, অনলাইনে আবেদন

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো বা আই.বি দপ্তরে সিকিউরিটি অ্যাসিস্ট্যান্ট, এক্সিকিউটিভপদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪,৯৮৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিকপাশ হতে হবে, বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ আগস্ট, লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। মোট কথা, একমাত্র অনলাইনেই আবেদন করতে হবে। তবে প্রার্থীবাছাইয়ের জন্য অনলাইনে এবং অফলাইনে দুটো পদ্ধতিতেই পরীক্ষা দিতে হবে। এমসিকিউপ্যাটার্ণের কম্পিউটার ভিত্তিক ১০০ নম্বরের পরীক্ষা দিতে হবে অনলাইনে, পরে ৫০ নম্বরের ডেসক্রিপটিভ পরীক্ষার সুযোগ পাবেন অফলাইনে অর্থাৎ লিখিত আকারে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীনে ৪,৯৮৭ জন তরুণ-তরুণী নেবে ভারতীয় ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোয়। নিয়োগ হবে সিকিউরিটি অ্যাসিস্ট্যান্ট, এক্সিকিউটিভ, গ্রুপ-সি, নন্-গেজেটেড, নন্-মিনিস্টেরিয়াল পদে। মোট শূন্যপদ ৪,৯৮৭টি। তবে এর মধ্যে এসসি'র জন্য ৫৭৪টি, এসটি'র জন্য ৪২৬টি, ওবিসি'র জন্য ১০১৫টি এবং ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ৫০১টি পদ সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ২৪৭১টি পদ অসংরক্ষিত। যোগ্যতা - যে-কোনও স্বীকৃত বোর্ড থেকে মাধ্যমিক পাশ হতে হবে। নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই। রাজ্যের যে-কোনও একটি সরকারি ভাষা জ্ঞান থাকা চাই।

বয়স হতে হবে ১৭-০৮-২০২৫ তারিখের হিসেবে ১৮ থেকে ২৭-এর মধ্যে। তফশিলি প্রভৃতিপ্রার্থীরা নিয়মানুযায়ী বয়সের ছাড় পাবেন। এককথায়, এস সি/ এস টিপ্রার্থীরা ৫ বছরের এবং ওবিসিপ্রার্থীরা ৩ বছরের যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। শারীরিকপ্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য ১০ বছরের ছাড় রয়েছে। মূল মাইনে সিকিউরিটি অ্যাসিস্ট্যান্ট/ এক্সিকিউটিভ পদের ক্ষেত্রে পে-ম্যাট্রিক্স লেভেল ৩ অনুযায়ী ২১,৭০০-৬৯,১০০ টাকা। এছাড়া, গ্রেড স্পেশাল সিকিউরিটি ভাতা সহ কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যান্য ভাতাও রয়েছে। বর্তমানে তা প্রদান করা হবে আপ-ডেটেড সিপিসি অনুযায়ী।

দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন্ করে। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার 'ই-রিসিপ্ট' ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ১৭ আগস্ট। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটো, প্রয়োজনীয় সমস্ত ডকুমেন্টসও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে। যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, স্বাক্ষর সহ ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ৫০ কেবির মধ্যে। ফাইল তৈরি রাখতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে অনলাইন পেমেন্টের মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্দিষ্ট ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। লিখিত পরীক্ষার দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (আধার কার্ড, প্যান কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। প্রার্থীবাছাই হবে প্রথমে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার মাধ্যমে। সময় একঘন্টা। ১০০ নম্বরের পরীক্ষা। মেধাভিত্তিক প্রার্থিবাছাই পদ্ধতির বিস্তারিত সময়সূচি এবং স্থান পরবর্তী সময়ে জানানো হবে এবং কল লেটার ডাউনলোড করে নিতে হবে। ত্রিপুরার প্রার্থীদের জন্য পরীক্ষাকেন্দ্র হবে আগরতলা। এককথায়, অনলাইনে পরীক্ষার ফি পাঠানোর জক্কিঝামেলা কম। দরখাস্তে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়, চালান নিয়ে ব্যাঙ্কে টাকা জমা দেওয়ার সমস্যা এড়ানো যায়। কল লেটারপ্রাপ্তির ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়া যায়। আবেদনের শেষ তারিখ ১৭ আগস্ট। অফলাইনে ফি জমা দিতে হলে প্রয়োজনীয় চালান ডাউনলোড করবেন ওপরে বলা ওয়েবসাইট থেকেই। অনলাইনে আবেদন করার পর রেজিস্ট্রেশন স্লিপের প্রিন্ট আউট নিয়ে নিজের কাছে রেখে দেবেন। অনলাইন আবেদনের জন্য প্রার্থীর একটি বৈধ ই-মেল আইডি থাকা দরকার। না থাকলে নতুন করে নেবেন। এডমিট কার্ড এবং কললেটার সেই ই-মেল আইডিতে পাঠানো হবে। আবেদনপত্রের নির্দিষ্ট জায়গায় নিজের পছন্দের ৩টি পরীক্ষা কেন্দ্রের নাম উল্লেখ করে দেবেন। ত্রিপুরার প্রার্থীদের জন্য পরীক্ষাকেন্দ্র পেয়ে যাবেন আগরতলায়। অন্যান্য পরীক্ষা কেন্দ্রের নাম, কোডনম্বর সহ ইত্যাদি বিস্তারিত জানতে এঁদের ওয়েবসাইট দেখে নিতে হবে। লিখিত পরীক্ষা, টায়ার-ওয়ান-এ সফল হলে টায়ার-টু এবং পরবর্তী পরীক্ষার জন্য ডাকা হবে। এই নিয়োগ সংক্রান্ত আরও বিস্তারিত জানতে পারবেন এঁদের ওয়েবসাইট থেকে।

কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় বীমায় ৫০০ অ্যাসিস্ট্যান্ট

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা ।। ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড সহ সারা দেশে অ্যাসিস্ট্যান্টপদে ৫০০ জন নিয়োগ হচ্ছে ওরিয়েন্টাল ইনস্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডে। এককথায়, কেন্দ্রীয় বীমা অর্থাৎ ও.আই.সি.এল-এ অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে, শূন্যপদ ঃ ৫০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ ... যে-কোনও গ্র্যাজুয়েট, অধিক নম্বরে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ আগস্ট, কম্পিউটারভিত্তিক পরীক্ষা ফেইজ-ওয়ান ৭ সেপ্টেম্বরে, কেন্দ্র-আগরতলা, বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

ও আই সি এল বা ওরিয়েন্টাল ইনস্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডে চাকরি করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ৩১-৭-২০২৫-এর হিসেবে ২১ থেকে ৩০-এর মধ্যে বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। এসসি/এসটিদের জন্য ৩৫ বছর, ওবিসিদের জন্য ৩৩ বছর এবং প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের ৪০ বছর, অর্থাৎ যাঁরা বয়সের ক্ষেত্রে বরাবর ছাড় পেয়ে আসছেন, তাঁরা এক্ষেত্রেও যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে পদ সংরক্ষণ থাকবে দৃষ্টিহীন, কম দৃষ্টি-সংক্রান্ত, শ্রবণ-সংক্রান্ত ও চলতে-ফিরতে না পারা সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীরাও (পিডব্লুডি) যথারীতি আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদগুলির মধ্যে তফশিলি জাতিভুক্ত, তফশিলি উপজাতিভুক্ত এবং ওবিসি'র জন্য যেমন সংরক্ষিত পদ রয়েছে, তেমনি অসংরক্ষিত রয়েছে প্রচুর সংখ্যক পদ। এর মধ্যে আবার শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্যও সংরক্ষিত কিছু শূন্যপদ। শূন্যপদের বিশদ বিভাজন এই রকম — মোট ৫০০টি শূন্যপদের মধ্যে এসসিদের জন্য ১২২টি, এসটিদের জন্য ৭৭টি, ওবিসিদের জন্য ১৭৩টি, ইডব্লিওএস প্রার্থীদের জন্য ১৫টি এবং অসংরক্ষিত ১১৩টি। এর মধ্যে আবার ২১টি পদ রয়েছে শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য। এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত দেখতে পাবেন অনলাইনে আবেদনের সময়, ওয়েব সাইটে এঁদের বিজ্ঞপ্তিতে। যোগ্যতা - বিএ/বিকম/বিএসসি/ বিই/ বিসিএ ... ইত্যাদি যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট বা পোস্ট গ্র্যাজুয়েট পাশ। অধিক নম্বরে অগ্রাধিকার থাকবে। এসসি/ এসটি / শারীরিকপ্রতিবন্ধী প্রার্থীদের নম্বরের ক্ষেত্রে আবার কিছু ছাড় রয়েছে।

দরখাস্ত করবেন কেবল অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে, ১৭ আগস্টের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ১৭ আগস্ট। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন নিজের সই, লেফট্ থাম্ব ইমপ্রেশন, ডিক্লারেশন এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে ফি পেমেন্ট চালান পাবেন প্রিন্ট-আউট নেবার জন্য। এর পর আর কোনও রদবদল করতে পারবেন না। তখনই চালানের প্রিন্ট-আউট নিয়ে পূরণ করে একদিন পরে অর্থাৎ ব্যাঙ্কের সেদিন বাদে ২য় বা ৩য় বা ৪র্থ কাজের দিন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের যে-কোনও শাখায় গিয়ে অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্দিষ্ট টাকা জমা দিতে হবে। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। টাকা জমার দুদিন পর দরখাস্ত গ্রহণের স্বীকৃতি পত্র আপনি পাবেন আপনার মেলবক্স/ এসএমএসে। তবে চালানের মাধ্যমে ফি জমার পন্থায় না গিয়ে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। নেফট ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ড পদ্ধতিতেও টাকা জমা দিতে পারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার 'ই-রিসিপ্ট' ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। লিখিত পরীক্ষার দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড, প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন।

প্রার্থীবাছাই হবে অনলাইনে কম্পিউটার ভিত্তিকপরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে। অনলাইনে পরীক্ষা হবে অবজেক্টিভ ধরনের। প্রথমে প্রিলিমিনারি পরীক্ষা, ১০০ নম্বরের, সময় ১ ঘন্টা। এতে সফল হলে মূল পরীক্ষা, ২০০ নম্বরের, সময় আড়াই ঘন্টা। বিষয়গুলি পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। ভুল উত্তরের জন্য নেগেটিভ মার্কিং থাকবে। প্রতি ৪টে ভুলের জন্য ১ নম্বর করে কাটা যাবে। জেনারেল ইংলিশ অংশটুকু ছাড়া প্রশ্ন হবে ইংরিজি/ হিন্দিতে। প্রত্যেকটি অংশে পাশ করতে হবে (অন্তত ৪০ শতাংশ, তফশিলি, প্রাক্তন সমরকর্মী ও প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৩৫ শতাংশ নম্বর)। ত্রিপুরার প্রার্থীদের জন্য চাকরি হতে পারে আগরতলায়, পরীক্ষা কেন্দ্রও রয়েছে আগরতলায়। কম্পিউটারভিত্তিক পরীক্ষা ফেইজ-ওয়ান ৭ সেপ্টেম্বরে, ফেইজ-টু ২৮ অক্টোবরে। পরীক্ষার নির্দিষ্ট স্থানকাল ও তারিখ ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য জানানো হবে এসএমএস এবং কললেটারে বুকলেটের মাধ্যমে। কল লেটার ডাউনলোড করে নিতে হবে পরীক্ষার ৭ দিন আগে। নিজের দরখাস্তের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড/ জন্মতারিখ ব্যবহারের পদ্ধতিতে ওয়েবসাইটে নিজের অ্যাকাউন্টে ঢুকে। আলাদা কোনও চিঠি পাঠানো হবে না।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পক্ষ থেকে রাখি বন্ধন উদযাপন। ছবি নিজস্ব।

বেলুচ মানবাধিকার কর্মী ট্রাম্পকে পাকিস্তানের সাথে মার্কিন সম্পর্ক পুনর্বিবেচনার আহ্বান জানিয়েছেন

কোয়েটা, ৮ আগস্ট : বিশিষ্ট বালুচ মানবাধিকার কর্মী মীর ইয়ার বালুচ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে চিঠি লিখে বালুচিস্তানের স্বীকৃতি ও সমর্থনের আহ্বান জানিয়েছেন এবং ওয়াশিংটনকে "উগ্র রাষ্ট্র" পাকিস্তানের সঙ্গে তাদের সম্পর্ককে মৌলিকভাবে পুনর্বিবেচনা করতে বলেছেন।

চিঠিতে বলা হয়েছে, "আমরা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি পাকিস্তানের সেনাপ্রধান জেনারেল অসীম মুনিরের আসন্ন সফরের দিকে, যিনি এমন একটি প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব দিচ্ছেন যা পাকিস্তান-অধিকৃত বালুচিস্তানে ব্যাপক মানবাধিকার লঙ্ঘনে জড়িত। পাকিস্তান সেনাবাহিনী এবং এর গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই শুধুমাত্র ৪০,০০০-এর বেশি বালুচ বেসামরিক নাগরিকের গুমের জন্য দায়ী নয়, বরং ওসামা বিন লাদেনসহ বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসীদের আশ্রয় দেওয়ার জন্যও দীর্ঘকাল ধরে পরিচিত, যিনি প্রায় এক দশক ধরে এই প্রতারক সেনাবাহিনী এবং আইএসআই-এর তত্ত্বাবধানে পাকিস্তানে বসবাস করছিলেন।"

চিঠিতে আরও বলা হয়েছে, "আমরা আপনাকে জেনারেল মুনিরকে জিজ্ঞাসা করার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ করছি: পাকিস্তান কোন আইনি বা নৈতিক ভিত্তিতে বালুচিস্তানের প্রাকৃতিক সম্পদকে নিজেদের বলে দাবি করে? তিনি কি পাঞ্জাব প্রদেশের মানচিত্রে এমন কোনো অনুরূপ ভাণ্ডার দেখাতে পারবেন, যা পাকিস্তানের সামরিক অভিজাতদের আসল কেন্দ্রস্থল?"

বালুচ সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে মার্কিন প্রেসিডেন্টকে সম্বোধন করে মীর বলেন, বালুচিস্তান "একটি প্রাচীন সার্বভৌম রাষ্ট্র যা পাকিস্তান ও ইরানের অবৈধ দখলে রয়েছে"। তিনি আরও বলেন, বিরল খনিজ পদার্থ, তেল, গ্যাস, কৌশলগত ভূগোল, বিমান ঘাঁটি এবং সমুদ্রবন্দর থাকা সত্ত্বেও এখানকার মানুষ "নিপীড়নমূলক শাসনের অধীনে" কষ্ট পাচ্ছে, যা তাদের "ধর্মনিরপেক্ষ এবং শান্তিপূর্ণ ঐতিহ্য" দমন করছে।

মীর জোর দিয়ে বলেন, ৯/১১-এর পর আমেরিকা পাকিস্তানের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে একটি মারাত্মক ভুল করেছিল, "এমন একটি রাষ্ট্র যা বারবার দ্বিচারিতা করেছে"। তিনি বলেন, আগের মার্কিন প্রশাসনগুলি বালুচ, সিন্ধি এবং পশতুনের মতো ধর্মনিরপেক্ষ গোষ্ঠীগুলিকে শক্তিশালী করার পরিবর্তে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীকে সক্ষম করেছে, যারা সন্ত্রাসীদের আশ্রয় দেয় এবং উগ্রবাদকে উৎসাহিত করে।

মানবাধিকার কর্মীরা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন যে, আইএসআই-এর তত্ত্বাবধানে আইএসআইএস এবং দায়েশ-এর মতো বেশ কয়েকটি সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সাম্প্রতিক মাসগুলিতে বৃদ্ধি পেয়েছে, যা আঞ্চলিক এবং বৈশ্বিক নিরাপত্তার জন্য একটি বড় হুমকি।

মীর জোর দিয়ে বলেন যে, পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর উপর ক্রমাগত অন্ধ বিশ্বাস, যা "উগ্রবাদ রপ্তানি করে এবং ৬০ মিলিয়ন বালুচ মানুষের বৈধ আকাঙ্ক্ষাকে দমন করে", তা পাকিস্তান-কে আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা এবং মার্কিন স্বার্থ উভয়কেই দুর্বল করতে উৎসাহিত করার শামিল।

চিঠিতে বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে, "বালুচ জনগণ সর্বদা ধর্মীয় সহনশীলতা এবং সহাবস্থানের ঐতিহ্য বজায় রেখেছে। হিন্দু, ইহুদি, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ বা অন্য কোনো ধর্মের অনুসারীদের প্রতি আমাদের কোনো বিদ্বেষ নেই। এর বিপরীতে, পাকিস্তান সামরিক বাহিনী এবং তার গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই-এর মধ্যে থাকা কিছু গোষ্ঠী ধারাবাহিকভাবে উগ্র ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলিকে ব্যবহার করে পশ্চিমাবিরোধী মনোভাব প্রচার করেছে, প্রায়শই এমন জনসমাবেশের আয়োজন করে যেখানে 'আমেরিকার মৃত্যু' এবং 'ইসরায়েলের মৃত্যু' স্লোগান প্রকাশ্যে উচ্চারিত হয়।"

পাকিস্তানের প্রসঙ্গে মীর প্রশ্ন তোলেন, "আমেরিকা কি এমন একটি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে সমর্থন দেওয়া চালিয়ে যাবে যা এই ধরনের শত্রুতাকে উৎসাহিত করে এবং উগ্রবাদকে লালন করে, প্রায়শই আমেরিকান মূল্যবোধ এবং বৈশ্বিক নিরাপত্তার বিনিময়ে?"

এই মানবাধিকার কর্মী ট্রাম্প প্রশাসনকে "নির্বাসিত, স্বাধীনতাপন্থী বালুচ নেতৃত্ব এবং প্রতিনিধিদের" সঙ্গে সরাসরি আলোচনা শুরু করার আহ্বান জানিয়েছেন, যারা "বালুচ জাতীয়তাবাদী নেতা হায়ারবায়ার মারি, ফ্রি বালুচিস্তান মুভমেন্টের প্রেসিডেন্টের নেতৃত্বে শান্তি, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।"

চিঠির উপসংহারে বলা হয়েছে, "এই ধরনের সম্পর্ক স্থাপন করা আমেরিকার দীর্ঘমেয়াদী ভূ-রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক স্বার্থকে এমন একটি জাতির সাথে সারিবদ্ধ করবে যা ন্যায়বিচার, শান্তি এবং সম্পদ সমৃদ্ধ বালুচিস্তানের গণতান্ত্রিক মুক্তির জন্য সংগ্রাম করছে। আমরা আপনার নেতৃত্ব এবং এই ন্যায্য কারণের প্রতি মনোযোগের জন্য আন্তরিকভাবে আশা করি।"

উত্তরকাশী: উদ্ধার এবং ত্রাণ কাজ চলছে তীব্র গতিতে, সিএম ধামি পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছেন

দেরাদুন, ৮ আগস্ট: উত্তরাখণ্ডের উত্তরকাশী অঞ্চলে প্রবল মেঘফুল ও ভূমি ধসের কারণে তিন দিন পেরিয়ে গেলেও ত্রাণ ও উদ্ধার কাজ চলছে তীব্র গতিতে। উদ্ধারকার্য্য পরিচালিত হচ্ছে বিপর্য্যয় মোকাবিলা দলগুলির সমন্বিত এবং যৌথ প্রচেষ্টায়, যা সরাসরি তত্ত্বাবধানে আছেন মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি।

সকালে থেকেই চিনুক এবং চিতা হেলিকপ্টারগুলি ধরালি এবং হারশিল অঞ্চলে আটকে পড়া তীর্থযাত্রীদের হেলিকপ্টারে উদ্ধার করছে, সেই সঙ্গে একাধিক চিকিৎসক দল আক্রান্তদের চিকিৎসা দিচ্ছে।

এখন পর্যন্ত ৮০০ সদস্যের উদ্ধারকারী দল, যার মধ্যে রয়েছে সেনাবাহিনী, ভারত-তিব্বত সীমান্ত পুলিশ (আইটিবিপি), জাতীয় বিপর্য্যয় প্রতিরোধ বাহিনী (এনডিআরএফ), রাজ্য বিপর্য্যয় প্রতিরোধ বাহিনী (এসডিআরএফ), রাজ্য সরকার এবং স্থানীয় প্রশাসনের সদস্যরা ত্রাণ ও উদ্ধার কাজের সাথে যুক্ত। উদ্ধারকারীরা জানিয়েছে, হারশিলের একাধিক জায়গা থেকে ৩৮২ তীর্থযাত্রীকে নিরাপদে উদ্ধার করা হয়েছে।

দুইটি চিনুক হেলিকপ্টার, ২টি এমআই-১৭ এবং চারটি এয়ারফোর্স হেলিকপ্টার উদ্ধারে কাজে লাগানো হয়েছে। রাজ্য প্রশাসন আটটি হেলিকপ্টারকে উদ্ধার কাজের জন্য নিযুক্ত করেছে।

এখন পর্যন্ত ১৫০ জন রাজপুতানা রাইফেলসের সদস্য, ১০ জন বিশেষ বাহিনী (সেনাবাহিনী), ২৫০ জন আইটিবিপি জওয়ান, ১১২ জন এনডিআরএফ সদস্য, ৭৩ জন এসডিআরএফ সদস্য উদ্ধার ও ত্রাণ কাজে অংশ নিয়েছে। এছাড়াও রাজ্য পুলিশ, স্থানীয় প্রশাসন এবং ৬টি কুকুর দলের সদস্যরা উদ্ধার কার্য্যক্রমে যুক্ত।

উদ্ধারের পরিসংখ্যান অনুসারে, গঙ্গোত্রী থেকে হারশিল পর্য্যন্ত ২৭৪ জন, গঙ্গোত্রী থেকে নীলাং পর্য্যন্ত ১৯ জন, হারশিল থেকে মাতলি পর্য্যন্ত ২৬০ জন, হারশিল থেকে জলি গ্রান্ট এয়ারস্ট্রিপে ১১২ জন এবং মোট ৩৮২ জন তীর্থযাত্রী উদ্ধার করা হয়েছে।মঙ্গলবার সকাল থেকে ২,৫০০টি প্রস্তুত খাবারের প্যাকেট হারশিল এলাকায় বিতরণ করা হয়েছে। রাজ্য খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগ ত্রাণ শিবিরে স্বন্দ্মনখত্বত্রম্ব মানুষদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করছে।

মুখ্যমন্ত্রী ধামি দুর্গত এলাকা ধরালি থেকে উদ্ধার কার্য্যক্রম পর্য্যবেক্ষণ করছেন এবং নিয়মিতভাবে সেনাবাহিনী, আইটিবিপি, এবং রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গে পরিস্থিতির উপর নজর রাখছেন।

সেইসাথে তিনি সকল কর্মকর্তাদের দ্রুত সড়ক, যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ সংযোগ এবং খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থা পুনঃস্থাপন করার নির্দেশ দিয়েছেন।এছাড়া, সিএম ধামি ইতিমধ্যেই আইটিবিপি, এনডিআরএফ এবং রাজ্য পুলিশের ডিজিপির সঙ্গে উচ্চ পর্য্যায়ের একটি বৈঠক করেছেন যাতে উদ্ধার কাজ আরও দ্রুত গতিতে এগিয়ে যায়, সহায়তা দলগুলি দুর্গত এলাকায় দ্রুত পৌঁছাতে পারে, হেলিকপ্টার উদ্ধার কার্য্যক্রম চালু রাখা যায় এবং প্রয়োজনীয় সম্পদ নিশ্চিত করা যায়।

সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক উত্তরপ্রদেশের শ্রী ব্যাংকে বিহারি জি মন্দির ট্রাস্ট অধ্যাদেশ, ২০২৫-এর কার্যক্রম সাময়িক স্থগিত

নয়াদিল্লি: সুপ্রিম কোর্ট শুক্রবার বলেছে যে তারা উত্তর প্রদেশ সরকারের ২০২৫ সালের অধ্যাদেশের বিধানগুলি সাময়িকভাবে স্থগিত করবে, যা মথুরা-বৃন্দাবনের শ্রদ্ধেয় শ্রী বাঁকে বিহারী মন্দিরের পরিচালনা কার্য্যভার গ্রহণ করেছিল।

বিচারপতি সূর্য্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির একটি বেঞ্চ জানিয়েছে যে, সুপ্রিম কোর্ট উত্তর প্রদেশ সরকারের শ্রী বাঁকে বিহারী জি টেম্পল ট্রাস্ট অর্ডিনেন্স, ২০২৫-কে চ্যালেঞ্জ করে দায়ের করা আবেদনগুলির ব্যাচ এলাহাবাদ হাইকোর্টে স্থানান্তরিত করবে।

বিচারপতি কান্ত-এর নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ আরও জানায় যে, যতক্ষণ না অধ্যাদেশের বৈধতা বিচার করা হচ্ছে, ততক্ষণ একজন অবসরপ্রাপ্ত হাইকোর্টের বিচারপতির নেতৃত্বে একটি কমিটি মন্দিরের বিষয়গুলি তত্ত্বাবধান করবে। আদালত ইঙ্গিত দিয়েছে যে প্রস্তাবিত ব্যবস্থাপনা কমিটিতে জেলা কালেক্টর, অন্যান্য রাজ্য সরকারি কর্মকর্তা এবং হরিদাসি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা থাকবেন।

সুপ্রিম কোর্ট বলেছে যে, তারা শনিবারের মধ্যে একটি বিশদ আদেশ আপলোড করবে, যেখানে উত্তর প্রদেশ সরকারের মন্দির প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পদক্ষেপকে চ্যালেঞ্জ করা একাধিক আবেদনের বিষয়ে আলোচনা থাকবে। ঐতিহাসিকভাবে, মন্দিরটি ১৯৩৯ সালের একটি প্রকল্পের উপর ভিত্তি করে একটি ব্যক্তিগত ব্যবস্থাপনার অধীনে পরিচালিত হয়ে আসছিল।

এছাড়াও, সুপ্রিম কোর্ট বলেছে যে তারা তাদের ১৫ই মের রায়টি প্রত্যাহার করবে, যা রাজ্য সরকারকে করিডোর উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য মন্দিরের তহবিল ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছিল।

এর আগে একটি শুনানিতে, বিচারপতি কান্ত-এর নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ 'গোপন পদ্ধতিতে' মন্দির তহবিল ব্যবহারের অনুমোদন চাওয়ার জন্য উত্তর প্রদেশ সরকারের উপর আপত্তি জানিয়েছিল, যা একটি বিচারাধীন দেওয়ানী বিরোধে একটি আবেদন দাখিল করে করা হয়েছিল।

আদালত জোর দিয়ে বলেছিল যে মন্দিরের আচার-অনুষ্ঠান হরিদাসি সম্প্রদায়ের ঐতিহ্য অনুসারে চলতে হবে এবং উত্তর প্রদেশ সরকার কেন 'এত তাড়াহুড়ো করে' শ্রী বাঁকে বিহারী জি টেম্পল ট্রাস্ট অর্ডিনেন্স, ২০২৫ জারি করেছে তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল।

একটি আবেদনে বলা হয়েছে যে, সাম্প্রতিক অধ্যাদেশটি ধর্মীয় বিষয়ে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের শামিল, যা বর্তমান মন্দির ব্যবস্থাপনা কমিটির স্বায়ত্তশাসনকে খর্ব করে।

এতে যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে, রাজ্য সরকারের এমন একটি অধ্যাদেশ জারি করার কোনো বাধ্যতামূলক কারণ ছিল না এবং সরকার মন্দিরের প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার জন্য কোনো পর্য্যাপ্ত ন্যায্যতা দেয়নি।

অ্যাডভোকেট সংকল্প গোস্বামী দ্বারা দায়ের করা আবেদনে বলা হয়েছে যে, অধ্যাদেশের বিধানগুলি হরিদাসি/সখী সম্প্রদায়ের নিজেদের ধর্মীয় বিষয়ে পরিচালনার অধিকার এবং সম্প্রদায়ের সদস্যদের ব্যক্তিগতভাবে তাদের ধর্ম পালন, প্রকাশ ও প্রচার করার অধিকার লঙ্ঘন করে। এটি অপরিহার্য্য ধর্মীয় প্রথা, আচার, রীতিনীতি এবং ঐতিহ্য পরিবর্তন করার চেষ্টা করে, যা দেবতার অসন্তোষের কারণ হতে পারে এবং পুরো সম্প্রদায়কে বিলুপ্ত করে দিতে পারে।

আবেদনে আরও বলা হয়েছে, "অধ্যাদেশের ধারা ৫(১)(ছ), ৫(ছ), ৬(৮) সরাসরি সংবিধানের ২৬(গ) এবং (ঘ) ধারা লঙ্ঘন করে, কারণ এটি স্থায়ীভাবে ধর্মীয় সম্প্রদায়ের কাছ থেকে প্রশাসনের অধিকার সম্পূর্ণভাবে কেড়ে নিয়ে একটি অ-সাম্প্রদায়িক ধর্মনিরপেক্ষ কর্তৃপক্ষের কাছে অর্পণ করে। এইভাবে, ভালো ব্যবস্থাপনার আবরণে, অধ্যাদেশটি নিয়ন্ত্রণের বাইরে গিয়ে ধর্মীয় সম্প্রদায়ের কাছ থেকে সম্পূর্ণভাবে প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা দখল করে নিয়েছে এবং একটি নতুন সংস্থা তৈরি করেছে, যেখানে ধর্মীয় সম্প্রদায়কে অপ্রয়োজনীয় করে তোলা হয়েছে।" আবেদনটিতে আরও বলা হয়েছে যে মন্দিরটি কোনো সরকারি সম্পত্তি বা রাষ্ট্র-মালিকানাধীন ট্রাস্ট নয়।

কেরালার এরনাকুলাম বনাঞ্চলে ৫টি বন্য হাতির মৃতদেহ উদ্ধার

কোচি, ৮ আগস্ট: কেরালার এরনাকুলাম জেলার তিনটি বন বিভাগের মধ্যে পাঁচটি বন্য হাতির মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে, যাদের মধ্যে একটি বাচ্চা এবং একটি গর্ভবতী মাদি হাতি রয়েছে। গত কয়েক দিনের প্রবল বৃষ্টিপাত ও বন্যার পরিপ্রেক্ষিতে এই ঘটনাগুলো ঘটেছে।

বৃহস্পতিবার কুট্টামপুজা বন অঞ্চলে দুটি হাতির মৃতদেহ পাওয়া যায়, যা মালায়াত্তুর বিভাগের অন্তর্গত এবং কোচি থেকে প্রায় ৫০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। মৃতদেহ দুটি পুইয়ামকুত্তি নদীর কাছে কুট্টামপুজা পঞ্চায়েত এলাকায় পাওয়া যায়। বন কর্মকর্তারা জানান, দুটি হাতি প্রায় ১৫ বছর বয়সী এবং সম্ভবত পিনডিমেদ জলপ্রপাত থেকে পড়ে গিয়ে মারা গেছে। প্রাথমিক পরীক্ষায় ভিতরের রক্তক্ষরণ ও ভাঙা হাঁটুর হাড়ের মতো চিহ্ন পাওয়া গেছে, যা পতন এবং শক্তিশালী নদী স্রোতের দ্বারা সৃষ্ট হতে পারে।মৃতদেহগুলি প্রায় দুই দিন পুরনো বলে ধারণা করা হচ্ছে।

একটি মাদি হাতি ও তার বাচ্চার মৃতদেহ ২০ কিলোমিটার দূরে ইডামালয়ার বাঁধের কাছাকাছি একটি জলপ্রপাতে উদ্ধার হয়। স্থানীয় আদিচিলথোটি আদিবাসী বসতিপুরী থেকে মৃতদেহ দুটি দেখার পর কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়। বন কর্মকর্তাদের ধারণা, হাতি দুটি হয়তো বন্যা আক্রান্ত ইডামালয়ার নদী পার হওয়ার সময় স্লিপ করে পাশের জলপ্রপাতে পড়ে গিয়ে মারা গেছে।

মালায়াত্তুর বিভাগের ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার পি কার্তিক শুক্রবার আইএএনএসকে জানান, বৃহস্পতিবার বিভাগে মোট চারটি হাতির মৃতদেহ পাওয়া গেছে। তিনি বলেন, এই মৃত্যু গুলি অস্বাভাবিক কিছু নয়, বরং অতিরিক্ত বৃষ্টির কারণে বন্যার কারণে ঘটেছে।

আরেকটি পৃথক ঘটনায়, একটি গর্ভবতী মাদি হাতির মৃতদেহ আয়ামপুরঝা, আঙ্গামালি এলাকায় একটি রিভুলেটের কাছে উদ্ধার হয়। স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের রিপোর্ট অনুযায়ী, এটি আত্রিপল্লি বনাঞ্চলের অন্তর্গত, যা ভাচাচল বিভাগের অধীন।সব পাঁচটি হাতির মৃতদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নমুনা ফরেনসিক বিশ্লেষণের জন্য সংগ্রহ করা হয়েছে। পোস্ট-মর্টেম পরীক্ষার পর মৃতদেহগুলি নিয়ম অনুযায়ী দাফন করা হয়েছে।

এটি প্রথমবার নয় যে, কেরালায় বন্যায় হাতির মৃত্যু ঘটছে। ২০১৮ সালে ভয়াবহ মনসুনে, ইদুক্কি ও ওয়ায়ানাড জেলার বিভিন্ন নদীতে কয়েকটি হাতি ভেসে যায়। ২০২০ সালে পারিয়র ও পারামবিকুলাম টাইগার রিজার্ভে সাদৃশ্য ঘটনা ঘটে। বর্তমানে বন বিভাগ সকল তিনটি বন বিভাগের উপর একটি যৌথ তদন্ত শুরু করেছে।কর্তৃপক্ষ স্থানীয় জনগণকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছে এবং নদীর তীরবর্তী এলাকায় কোনো অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটলে তা জানাতে বলেছে।

জয়সালমের সীমান্তে ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে ড্রোন জব্দ, স্বাধীনতা দিবসের আগে সতর্কতা

জয়পুর: স্বাধীনতা দিবসের আগে, রাজস্থানের জয়সালমের জেলার ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে নিরাপত্তা সংস্থাগুলি একটি ড্রোন জব্দ করেছে।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায়, আন্তর্জাতিক সীমান্ত থেকে মাত্র ২০ কিলোমিটার দূরে, জয়সালমেরের সেক্টর সাউথের একটি জনবিরল এলাকায় ড্রোনটি পাওয়া যায়।

সূত্র জানিয়েছে, ড্রোনটির ওপর "মেড ইন চায়না" লেখা রয়েছে, যদিও বিএসএফ বা স্থানীয় পুলিশের পক্ষ থেকে এখনও আনুষ্ঠানিক কোনো বিবৃতি দেওয়া হয়নি।

এই ঘটনাটি সেই সময়ে ঘটেছে, যখন সীমান্তে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষ তদন্ত করছে কীভাবে এবং কখন ড্রোনটি ওই স্থানে পৌঁছেছে এটি সম্প্রতি পড়েছিল, নাকি আগে পাঠানো হয়েছিল।

জয়সালমের পুলিশ এবং বিএসএফ একত্রে ড্রোনটির পরিসর, ফিড এবং নিয়ন্ত্রণের উৎস পরীক্ষা করছে। একটি প্রযুক্তিগত পরীক্ষা চলমান, যাতে ড্রোনটির ক্যামেরা এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতির ধরন নির্ধারণ করা হবে। সীমান্ত এলাকায় নাগরিকদের ড্রোন উড়ানোর ওপর নিষেধাজ্ঞা থাকায়, নিরাপত্তা সংস্থাগুলির ধারণা, এটি স্পাইংয়ের জন্য ব্যবহৃত হতে পারে।এটি রাজস্থানের সীমান্ত এলাকায় এক সপ্তাহের মধ্যে তৃতীয় বড় নিরাপত্তা সতর্কতা।চার দিন আগে, শ্রীগঙ্গানগরে নিরাপত্তা বাহিনী ৫০০ গ্রাম ওজনের হেরোইন প্যাকেট উদ্ধার করেছিল, যার মূল্য ২.৫ থেকে ৩ কোটি রুপি। তিন দিন আগে, পুলিশ জয়সালমেরের ডিআরডিও (ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন) কেন্দ্রের কাছে উত্তরাখন্ডের-এর বাসিন্দা মহেন্দ্র প্রসাদকে গ্রেপ্তার করেছে। তিনি ডিআরডিও গেস্ট হাউসে কর্মরত ছিলেন এবং দীর্ঘ সময় ধরে সন্দেহভাজন ছিলেন, বর্তমানে তাকে পাকিস্তানের জন্য গুপ্তচরবৃত্তি করার অভিযোগে আটক করা হয়েছে। তাকে জয়পুরে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে।অফিসাররা উল্লেখ করেছেন যে অপারেশন সিন্ডুর পর, পাকিস্তান রাজস্থানের সীমান্তে ড্রোন-ভিত্তিক কার্য্যক্রম তীব্র করেছে, যার ফলে নিরাপত্তা সংস্থাগুলির জন্য সতর্কতা আরও বাড়ানো হয়েছে। এর ফলে সীমান্ত এলাকায় ড্রোন উড়ানো এবং অন্যান্য গুপ্তচরবৃত্তির প্রচেষ্টা নিয়ে নিরাপত্তা সংস্থাগুলি আরও সজাগ হয়ে উঠেছে।

সাম্প্রতিক এই ড্রোন উদ্ধার ঘটনাটি সীমান্তে অপরাধমূলক চোরাচালান এবং গুপ্তচরবৃত্তি অপারেশনগুলির অব্যাহত হুমকি হিসেবে দেখা হচ্ছে। নিরাপত্তা আরও জোরদার করা হয়েছে কৌশলগত প্রতিরক্ষা স্থাপনাগুলোর চারপাশে এবং সীমান্ত এলাকায় সব ধরনের গতিবিধি কঠোর নজরদারিতে রাখা হয়েছে।

সেনার 'অপারেশন ধারালি': ৩৫০ জনের বেশি উদ্ধার, এখনও নিখোঁজ ১০০ জন

নয়াদিল্লি, ৮ আগস্ট: আজ উত্তরাখণ্ডের উত্তরকাশী জেলার ধরালি এবং হারসিল-এর বন্যা ও ভূমিধস কবলিত এলাকায় আকাশ ও স্থলপথে উদ্ধার অভিযানে মোট ৩৫৭ জনের বেশি বেসামরিক নাগরিককে উদ্ধার করা হয়েছে। এদের মধ্যে ১১৯ জনকে আকাশপথে দেরাদুনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং ১৩ জন সেনা সদস্যকেও নিরাপদে সরিয়ে আনা হয়েছে। তবে, এখনও ১৪ রাজপুত রাইফেলসের আটজন সৈনিক নিখোঁজ রয়েছেন এবং সিভিল প্রশাসনের মতে প্রায় ১০০ জন বেসামরিক নাগরিককে এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি। দুঃখজনকভাবে, দুই বেসামরিক নাগরিকের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে।

ভারতীয় সেনাবাহিনী, একটি সমন্বিত বহু-সংস্থা প্রচেষ্টার মাধ্যমে 'অপারেশন ধারালি'-এর অধীনে ধরালি এবং হারসিল-এ বড় আকারের উদ্ধার ও ত্রাণ অভিযান পরিচালনা করে চলেছে। দুর্গম ভূখণ্ড এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিকাঠামো সত্ত্বেও, সেনাবাহিনী ভারতীয় বিমান বাহিনী, এনডিআরএফ, এসডিআরএফ, আইটিবিপি, বিআরও এবং সিভিল প্রশাসনের সহযোগিতায় যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে উদ্ধার ও ত্রাণ কার্য্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

সেনাবাহিনীর মতে, ব্যাপক ভূমিধসের কারণে ধরালি এখনও বিচ্ছিন্ন রয়েছে, যদিও রাস্তা পরিষ্কারের কাজ লিমাচিগড় পর্য্যন্ত পৌঁছেছে। একটি বেইলি ব্রিজ নির্মাণের কাজ চলছে এবং আশা করা হচ্ছে এটি আজ সন্ধ্যার মধ্যে সম্পন্ন হবে।

৭ আগস্ট, মোট ৬৮টি হেলিকপ্টার সর্টি উড়েছে, যার মধ্যে ৬টি ভারতীয় বিমান বাহিনীর, ৭টি সেনাবাহিনীর এবং ৫৫টি বেসরকারি অপারেটরদের। বেসামরিক নাগরিকদের সরিয়ে আনা এবং ত্রাণ সামগ্রী পরিবহনের জন্য দেরাদুন, হারসিল, মাতলি এবং ধারাসু এএলজি-এর মধ্যে সি-২৯৫ বিমান ব্যবহার করে হেলিব্রিজিং প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।সেনাবাহিনী বিশেষজ্ঞ উদ্ধারকারী দল, চিকিৎসা কর্মী এবং এসএআর কুকুর মোতায়েন করেছে, যখন এনডিআরএফ এবং এসডিআরএফ ১০৫ জন কর্মী এবং ১০টি প্রশিক্ষিত কুকুর নিয়ে তাদের সাথে যোগ দিয়েছে। আইটিবিপি হারসিল এবং ধরালি উভয় স্থানেই দল এবং মেডিকেল অফিসার মোতায়েন করেছে। চিকিৎসক, যুদ্ধকালীন চিকিৎসা সহায়তাকারী এবং নার্সিং সহায়তাকারী সহ চিকিৎসা দল ঘটনাস্থলে এবং ট্রানজিট এলাকায় উদ্ধারকৃতদের সহায়তা প্রদান করছে।

হারসিলে স্যাটেলাইট সংযোগ এবং কার্য্যকরী ওয়াই-ফাই সহ একটি কমিউনিকেশন কন্টোল রুম স্থাপন করা হয়েছে, যেখানে বিএসএনএল এবং এয়ারটেল পাবলিক নেটওয়ার্ক পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করছে।

ঊর্ধতন সেনা কর্মকর্তারা, যার মধ্যে জিওসি, উত্তর ভারত এলাকা এবং কমান্ডার, ৯ (আই) মাউন্টেন ব্রিগেড, চলমান ত্রাণ কার্য্যক্রম তদারকি ও সমন্বয় করতে ঘটনাস্থলে উপস্থিত রয়েছেন। সেনা কর্মকর্তারা শুক্রবার জানিয়েছেন, লিমাচিগড়ে বেইলি ব্রিজটি সম্পন্ন করার জন্য তাদের একটি পরিকল্পনা রয়েছে।

সেনাবাহিনী ত্রাণ সামগ্রী এবং উদ্ধার সরঞ্জামের আকাশপথে সরবরাহ, হারসিল এবং আশেপাশের গ্রামগুলিতে অনুসন্ধান অভিযান এবং হারসিল থেকে মাতলি এবং দেরাদুনে আটকে পড়া বেসামরিক নাগরিকদের সরিয়ে নেওয়ার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। ভারতীয় সেনাবাহিনী তাদের দিনরাত ২৪ ঘন্টা অপারেশন চালিয়ে যাওয়ার সংকল্প পুনর্ব্যক্ত করেছে এবং বলেছে যে তারা সমস্ত সহযোগী সংস্থার সাথে নিবিড় সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রভাবিত নাগরিকদের নিরাপত্তা ও কল্যাণে সম্পূর্ণরূপে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

৫০ শতাংশ হারে শুল্ক বৃদ্ধির ফলে ভারতের সাথে শুল্ক আলোচনা বাতিল করে দিলেন ট্রাম্প

নিউইয়র্ক, ৮ আগস্ট: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, চলতি মাসের শেষের দিকে ভারতের উপর যে শুল্ক ৫০ শতাংশ হতে চলেছে, তা নিয়ে তিনি ভারতের সঙ্গে কোনো আলোচনা করবেন না।একজন সাংবাদিক তাকে প্রশ্ন করেছিলেন যে ২৭শে আগস্ট থেকে কার্য্যকর হতে চলা ৫০ শতাংশ শুল্কের ঘোষণার পর তিনি কি আরও আলোচনার আশা করছেন? এর উত্তরে তিনি সংক্ষিপ্তভাবে বলেন, "না, যতক্ষণ না এর সমাধান হচ্ছে।"তাঁর এই সংক্ষিপ্ত উত্তর থেকে এটি পরিষ্কার নয় যে তিনি ইউক্রেন যুদ্ধের সমাধানের কথা বলছেন কি না। কারণ, বুধবার রাশিয়ার তেল কেনার জন্য যে অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ শাস্তিমূলক শুল্ক ঘোষণা করা হয়েছে, তা এর সাথে সম্পর্কিত। অথবা তিনি তাঁর সাধারণ বাণিজ্য যুদ্ধের অংশ হিসেবে গত সপ্তাহে ভারতের উপর যে ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছিলেন, তার অন্তর্নিহিত বিষয়গুলির সমাধানের কথা বলছেন।এই শাস্তিমূলক শুল্কের লক্ষ্য ছিল মস্কোর উপর অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করা, যাতে তারা যুদ্ধবিরতিতে রাজি হয়। কারণ ভারত রাশিয়ার তেলের দ্বিতীয় বৃহত্তম ক্রেতা।বুধবার একজন সাংবাদিক তাকে জিজ্ঞাসা করেন যে মস্কোর সঙ্গে যুদ্ধ শেষ করার বিষয়ে একটি চুক্তি হলে তিনি ২৫ শতাংশ শাস্তিমূলক শুল্ক প্রত্যাহার করবেন কিনা। এই প্রশ্নের উত্তরেও তিনি অস্পষ্ট ছিলেন। তিনি বলেন, "আমরা এটা পরে নির্ধারণ করব, কিন্তু এখন তাদের ৫০ শতাংশ শুল্ক দিতে হচ্ছে।"রাশিয়াকে যুদ্ধবিরতিতে রাজি হওয়ার জন্য ট্রাম্প প্রথমে ৫০ দিনের সময়সীমা দিয়েছিলেন, অন্যথায় তার সমস্ত তেল ক্রেতাদের উপর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা, যা গৌণ শুল্ক নামে পরিচিত, আরোপ করা হবে। পরে তিনি এই সময়সীমা ১২ দিনে কমিয়ে আনেন, যা শুক্রবার শেষ হচ্ছে। কিন্তু বুধবার তিনি শুধুমাত্র ভারতের উপর ২৫ শতাংশ শাস্তিমূলক শুল্ক আরোপ করেন, যদিও এটি ২৭শে আগস্ট পর্য্যন্ত কার্য্যকর হবে না।ভারত এই পদক্ষেপকে 'অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক' বলে অভিহিত করেছে যে, আমেরিকা 'এমন একটি কাজের জন্য ভারতের উপর অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করছে, যা অন্য অনেক দেশও তাদের নিজস্ব জাতীয় স্বার্থে করছে।'

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উদ্যোগে প্রতিটি থানায় পুলিশ কর্মীদের হাতে রাখি পরিয়ে রাখিবন্ধন উৎসব পালিত

আগরতলা, ৮ আগস্ট: বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উদ্যোগে বিভিন্ন থানায় রাখিবন্ধন উৎসব পালিত হল আজ। রাখি বন্ধন এটা শুধুমাত্র একটি উৎসব নয়। এটা হচ্ছে একটি বিশ্বাস। ভাইয়ের হাতে রাখি বেঁধে দিলে সে ভাই বোন বা দিদিকে রক্ষা করবে। সে বিশ্বাসে রাখি বন্ধন উৎসব পালিত হয়ে আসছে। রাখি শুধু ভাইকে নয় যে কোন কাউকে মঙ্গল কামনায় বেঁধে দেওয়া যায়।

কথিত অনুযায়ী কৃষ্ণ ঘুড়ি উড়াতে গেলে ঘুড়ির সুতায় তাঁর হাত কেটে যায়। সেই সময় সেই ক্ষতস্থান নিজের কাপড় ছিঁড়ে বেঁধে দেন বোন দ্রৌপদী। পরবর্তীতে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণে দ্রৌপদীকে রক্ষা করেন শ্রীকৃষ্ণ। সেই থেকে নাকি রাখি বন্ধনের প্রচলন হয়েছিল। বঙ্গভঙ্গের সময় রাখি বন্ধনকে হাতিয়ার করে হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন তৈরি করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শুক্রবার দুপুর থেকে লাগছে রাখি পূর্ণিমা। থাকবে আগামীকাল অর্থাৎ শনিবার পর্যন্ত। আজ বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মাতৃশক্তি প্রতিটি থানায় পুলিশ কর্মীদের হাতে রাখি পরিয়ে দেয়। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তারা বলেন, যারা সমাজ রক্ষায় এবং সমাজ গঠনে বোনেদের পাশে থাকে তাদেরকে নিয়েই এই রাখি বন্ধন পালন করে তারা। বেশ কিছুদিন আগে থেকেই নিজেদের হাতে রাখি তৈরি করে তারা ভাইয়েদের হাতে পরিয়ে দেয়। সমাজে যেন ভ্রাতৃত্ববোধ বজায় থাকে এই রঙ্গীন ধাগায় যেন সবাই আমরা একত্রিত থাকি সে দিকেও লক্ষ্য থাকে তাদের।

খোয়াই মহকুমায় হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচি সাড়ম্বরে পালিত হচ্ছে: মহকুমা শাসক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ আগস্ট: সমগ্র রাজ্যের সাথে খোয়াই মহকুমায়ও হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচি যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন করাহচ্ছে। আজ বিকেলে খোয়াই মহকুমা শাসকের অফিস কক্ষে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে খোয়াই মহকুমার মহকুমা শাসক নির্মল কুমার এই তথ্য জানিয়ে বলেন, শিক্ষার্থী থেকে শুরু করে সকলস্তরের মানুষের মধ্যে দেশপ্রেমবোধ জাগ্রত করতে এবং ঐক্য সংহতির বার্তা আরও মজবুত করতে মহকুমার সর্বত্র এই কর্মসূচি সাড়ম্বরে পালন করা হচ্ছে। বাইসাইকেল র‍্যালি আয়োজন করা ছাড়াও ১৩ আগস্ট সরকারি, আধা সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে আলোকসজ্জা এবং বিভিন্ন স্থানে সেলফি পয়েন্ট করা হবে। খোয়াই পুর পরিষদের কার্যালয়ে স্বসহায়ক দলের মাধ্যমে প্রদর্শনী স্টল খোলা হয়েছে এবং সেলফি পয়েন্টও করা হয়েছে বলে মহকুমা শাসক জানিয়েছেন।

বক্সনগর বিধানসভার ত্রিপুরেশ্বরী বিদ্যামন্দির হাই স্কুলে বিজ্ঞান মেলা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ৮ আগস্ট: আজ বক্সনগর বিধানসভা এলাকার কলমচৌড়ায় অবস্থিত ত্রিপুরেশ্বরী বিদ্যামন্দির হাই স্কুল এর অনুষ্ঠিত হল এক বর্ণাঢ্য বিজ্ঞান মেলা। ২০১৯ সালে প্রতিষ্ঠিত এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্তমানে প্রায় ৩০০ জন ছাত্রছাত্রী এবং ২০ জন উচ্চশিক্ষিত শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে।

এই বছরের বিজ্ঞান মেলায় অংশ নেয় প্রায় ৮০টি মডেল যার মধ্যে ৬০টি ছিল নিজস্ব বিদ্যালয়ের এবং ২০টি মডেল আসে আশপাশের অন্যান্য বিদ্যালয় থেকে। বক্সনগর থেকে কমলনগর পর্যন্ত বিভিন্ন স্কুলের বিজ্ঞানের শিক্ষকরা মেলায় অংশ গ্রহণকারী মডেল গুলোর গুণগত মান বিচার করে প্রথম,দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান নির্ধারণ করেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্কুল পরিচালনা কমিটির সদস্য সঞ্জয় সরকার, বক্সনগর বিধানসভা এলাকার তরুণ সমাজসেবী মোঃ জুয়েল,স্কুলের প্রধান শিক্ষক উজ্জ্বল দাস এবং অন্যান্য বিদ্যালয় থেকে আগত শিক্ষকবৃন্দ। অনুষ্ঠানের শুরুতে অতিথিদের উত্তরীয় পরিয়ে স্বাগত জানানো হয়। দুপুর ১২টার সময় মূল অনুষ্ঠান শুরু হয়।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

তেলিয়ামুড়ার চাকমাঘাট এলাকায় লরিচালক মিহির লাল দেবনাথের মৃত্যুর ঘটনায় তদন্তে ঘটনাস্থলে তিন সদস্যের প্রতিনিধি দল

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৮ আগস্ট: তেলিয়ামুড়ার চাকমাঘাট এলাকায় লরিচালক মিহির লাল দেবনাথের মৃত্যুর ঘটনায় তদন্তে ঘটনাস্থলে গেলেন তিন সদস্যের প্রতিনিধি দল। প্রতিনিধি দলে ছিলেন রেভিনিউ সচিব ব্রিজেশ পান্ডে, আই.জি আইন শৃঙ্খলা মনচাক ইপ্পা, এবং ফায়ার সার্ভিস ও দুর্যোগ মোকাবেলা সচিব এল.টি ডার্লিং। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন খোয়াই জেলা শাসক রজত পন্থ , তেলিয়ামুড়ার নব নিযুক্ত মহকুমা শাসক আবেধানন্দ বৈদ্য। তদন্ত কমিটির সদস্যরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে স্থানীয় লোকজনের সাথে কথা বলেন। সাধারণ মানুষের কাছ থেকে বিশেষ করে ঘটনার পর যারা প্রথম ঘটনাস্থলে এসেছিলেন তাদের থেকেও ঘটনার আগাগোড়া খবর নেন।

পরে উদ্ধার কাজে নিয়োজিত টি.এস.আর, পুলিশ, মেডিকেল স্টাফ, ফায়ার সার্ভিস প্রত্যেক কে আলাদা আলাদা ভাবে ডেকে নিয়ে কথা বলেছেন তদন্ত কমিটি।

তবে যাদের সাথে কথা বলেছে তাদের বক্তব্য অনুসারে মহকুমা শাসকের বিরুদ্ধে কোন বক্তব্য ছিল না। কারণ মহকুমা শাসক"কে কেউ ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করেন"নি। সাড়ে আট টার পর তেলিয়ামুড়ার ও.সি ফোন করে খবর জানান। এরপরেই মহকুমা শাসক সব ডি.সি.এম"দের খবর পাঠান।এর পরেই ঘটনা স্থলে যান সুরজিৎ দেববর্মা এবং হরিপদ সরকার। যদিও এর আগেই ঘটনা স্থলে যান ফায়ার সার্ভিস এবং টি.এস.আর-এর দুর্যোগ মোকাবেলা টিম। ফায়ার সার্ভিস গেলেও ফায়ার সার্ভিসের ওসি বিনয় চক্রবর্তী ঘটনাস্থলে যান সকাল সাড়ে আট"টা নাগাদ।

জানা গেছে, ওইদিন তিনি স্টেশনে ছিলেন না স্টেশন লিভ না দিয়েই তিনি উদয়পুর চলে যান। খবর পেয়ে তিনি বাইক নিয়ে উদয়পুর থেকে আসেন। কর্তব্যে গাফিলতি ছিল ও.সি বিনয় চক্রবর্তীর এমনটাই জানালেন প্রত্যক্ষদর্শীরা। শুধু তাই নয় টি.এস.আর এবং আপাদমিত্র ভলান্টিয়ার্সদের কাজেও বাঁধা সৃষ্টি করেছেন বলে অভিযোগ উঠে এসেছে। একজন মহিলা তদন্তকারী অফিসারদের সামনে এমনটা জানান। তবে ঘটনা অত্যন্ত মর্মান্তিক। সকলে আপ্রাণ চেষ্টা করলেও লরি চালক মিহিরলাল দেবনাথের প্রাণ বাঁচাতে পারেনি। এর পরিপ্রেক্ষিতে যে বিষয়গুলি উঠে এসেছে তা হলো ঘটনা গভীর রাতে সংঘটিত হওয়ায় এবং উদ্ধারকারী টিমগুলির কাছে সেই পরিমাণ ইকপমেন্টস না থাকায় বাইরে থেকে সাথে সাথে আনা সম্ভব হয়নি। এই কারনে উদ্ধার করতে সময় লেগে যায়। তাছাড়া দীর্ঘক্ষণ কোমরের নিচে চাপা পড়ে থাকায় তার দেহের রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। ফলে উদ্ধারকারী দল যখন অনেক কষ্টে গাড়ির সামনের অংশ সামান্য গ্যাপ তৈরি করতেই রক্ত উপরের দিকে উঠে যায়, ফলে তার নাক ও মুখ দিয়ে রক্ত বের হয়। চিকিৎসকের ভাষায় অতি রক্তচাপে তার মৃত্যু হয়।

শেষ পর্যন্ত সকলের বক্তব্য তুলে নিলেন তদন্তকারী দল। তবে এখানে শেষ নয় আরো তদন্তের বাকি রয়েছে বলে জানালেন তবে এই মুহূর্তে কোন কিছু জানাতে রাজি হননি তদন্তকারী টিম।

ব্রহ্মকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিলোনিয়া শাখার উদ্যোগে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণ দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৮ আগস্ট: আজ কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৮৪ তম প্রয়ান দিবস, এই উপলক্ষে আজ সন্ধ্যা সাতটায় বিলোনিয়া প্রজাপিতা ব্রহ্মকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিলোনিয়া শাখার উদ্যোগে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয় এই পবিত্র দিনটি।

রাখী বন্ধন এক পবিত্র বন্ধন এই বন্ধনের মধ্যে দিয়ে ভাই বোনের সম্পর্কটাকে চিরন্তন করে রাখার সম্পর্কের বাঁধনটাকে মজবুত করার লক্ষ্যে বিলোনীয়া প্রজাপিতা ব্রহ্মকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভোনেরা সাংবাদিক বন্ধুদের রাখী পড়িয়ে রাখী বন্ধন অনুষ্ঠান উদযাপন করে।

শুক্রবার সন্ধ্যায় প্রজাপিতা ব্রম্ম কুমারী ঈশ্বরীয় ঈশ্বরীয় বিশ্ব বিদ্যালয় বিলোনীয়া শাখার কার্যালয়ে রাখী বন্ধন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। বিলোনীয়া শাখার ইনচার্জ তপা বহিনজির উপস্থিতি তে সাংবাদিকদের হাতে রাখী পরিয়ে ভাতৃত্বের বন্ধন কে সুদৃঢ় করতে এই উদ্যোগ গ্রহন করা হয়।প্রজাপিতা ব্রম্মাকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিলোনীয়া শাখায় রাজযোগ এডুকেশন সেন্টারে পবিত্র রাখী বন্ধন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠান শেষে সংবাদমাধ্যমের সামনে আলোচনা রাখতে গিয়ে বলেন রাখী হচ্ছে ঈশ্বরীয় বন্ধন, বোন ভাইয়ের হাতে রাখী পরিয়ে ভাইয়ের মঙ্গল কামনা করে।

প্রজাপিতা ব্রম্মকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয় সাতদিন ধরে রাখী বন্ধন উৎসব পালন করবে।সবশেষে তিনি বিভিন্ন উপাচারের মধ্যে দিয়ে উপসিত সাংবাদিকদের হাতে রাখী পরিয়ে ভাই বোনদের মধ্যে যে অটুট বন্ধন সে বন্ধন যেন আরো শক্তিশালী, মজবুত,হয় সে লক্ষ্য কে সামনে রেখে আজকের এই কর্মসূচি এছাড়াও ১১ ই আগস্ট চক্ষু শিবির হবে আগরতলায়,১৩ এবং ১৪ ই আগস্ট বিলোনিয়া জেল খানায় কয়েদীদের মধ্যে এবং বিলোনিয়া মহকুমা হাসপাতালে রোগীদের মধ্যে এই রাখী বন্ধন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে।

সঠিক সময়ে বাঁধের কাজ সম্পন্ন করলেও প্রশাসনিক অনুমোদন পাচ্ছে না টেন্ডার প্রাপ্ত সংস্থা, ফলে বন্ধ রয়েছে বাকি কাজ, দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে স্থানীয়দের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৮ আগস্ট:কৈলাসহরের পার্শবর্তী দেশ বাংলাদেশ মনু নদীর সীমান্ত সংলগ্ন এলাকায় অবৈধভাবে বাঁধ নির্মাণ শুরু করলে, বন্যা নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নতুন করে শঙ্কা দেখা দেয়। এই আশঙ্কা বিধানসভায় তুলেছিলেন কৈলাসহরের বিধায়ক বিরজীৎ সিনহা, আর সেই প্রসঙ্গ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহা। মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের মধ্যে দ্রুত বার্তালাপ হয় এবং মনু নদী সংলগ্ন বাঁধগুলোর উচ্চতা বৃদ্ধির জন্য আদেশ দেওয়া হয়। এরপর জল সম্পদ বিকাশ দপ্তরের(ডিভিশন-৬) তরফে বাঁধ পরিদর্শন করেন ডিপার্টমেন্ট সেক্রেটারি কিরণ গিত্তে ও চিফ ইঞ্জিনিয়ার। পরিদর্শনের মাত্র ১০ দিনের মধ্যেই ডাকা হয় ৪টি টেন্ডার। মাহি কনস্ট্রাকশন সেই টেন্ডারের মধ্যে ২টি কাজ পায়, যার আনুমানিক মূল্য ৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা।২০২৪ সালের ৪ঠা মার্চ মাহি কনস্ট্রাকশনকে দেওয়া হয় দুটি ওয়ার্ক অর্ডার যার নম্বর যথাক্রমে৭৯/ক্কক/ঢট্টঙ্গ/ঝজ্জ/জ্জ্রছ/২০২৪-২০২৫ ও ৮০/ক্কক/ঢট্টঙ্গ/ঝজ্জ/জ্জ্রছ/২০২৪-২০২৫। তিন মাসের নির্ধারিত সময়সীমার আগেই ৯০ শতাংশ কাজ সম্পন্ন করে ফেলে সংস্থাটি। কিন্তু তারপর থেকেই সৃষ্টি হয়েছে অচলাবস্থার। কারণ, এখনও পর্যন্ত প্রকল্পের কোনো এডমিনিস্ট্রেটিভ এপ্রুভাল দেওয়া হয়নি। এই বিষয়ে কনস্ট্রাকশনের তরফ থেকে জল সম্পদ বিকাশ দপ্তরের চিফ ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তাঁর সংক্ষিপ্ত উত্তর, "ফাইল আন্ডার প্রসেস" এমনটাই জানান মাহি কনস্ট্রাকশনের কর্ণধার আব্দুল মান্নান।

মাহি কনস্ট্রাকশনের কর্ণধার আব্দুল মান্নান ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, "আমাদের হাতে ওয়ার্ক অর্ডার রয়েছে, কিন্তু আজ পাঁচ মাস পার হলেও দপ্তর থেকে এখনও পর্যন্ত প্রশাসনিক অনুমোদন দেওয়া হয়নি। চিফ ইঞ্জিনিয়ারের কাছে বারবার জানতে চাইলেও তিনি বলেন 'ফাইল আন্ডার প্রসেস'। তাহলে আমরা বাকি দশ শতাংশ কাজ কীভাবে করব?

এলাকাবাসী এখন সমস্যার মধ্যে পড়েছেন। বৃষ্টি হলেই কাদায় বাচ্চারা বাড়ি থেকে বের হতে পারছে না, যানবাহন চলাচল করতে পারছে না। বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভও হচ্ছে। অথচ আমরা সরকারের নির্দেশেই আগেভাগে কাজ শুরু করেছিলাম।" এই অবস্থায় মাহি কনস্ট্রাকশনের তরফে দাবি জানানো হয়েছে, অবিলম্বে প্রশাসনিক অনুমোদন দিয়ে অবশিষ্ট কাজ সম্পন্ন করার পরিবেশ তৈরি করুক দপ্তর। অন্যথায় এই প্রকল্প মাঝপথে থেমে যাওয়ার আশঙ্কা থেকে যাচ্ছে, যার ফল ভুগতে হবে স্থানীয় জনগণকেই।

রোহিঙ্গা পাচারে বাঁধাদান করায় বাড়ি ঘর ছাড়া স্বামী স্ত্রী, প্রাণঘাতী আক্রমণ স্বর্ণালংকার লুট করার অভিযোগ পাচারকারীদের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ আগস্ট: রোহিঙ্গা পাচারে বাঁধাদান করায় বাড়ি ঘর ছাড়া স্বামী স্ত্রী। ঘটনায় নিরাপত্তার দাবিতে পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন তারা।

ঘটনা কমলা সাগর বিধানসভা কেন্দ্রের কৈয়াঢেপা এলাকায়।

মানব পাচারের অন্যতম করিডোর হিসেবে পরিণত হয়েছে মধুপুর থানা এলাকার কৈয়াঢেপা সীমান্ত এলাকা। মধুপুর থানা এলাকা দিয়ে প্রতিনিয়ত মানব পাচার অব্যাহত রয়েছে। বিশেষ করে কৈয়াঢেপা সীমান্ত এলাকা দিয়ে এইসব মানব পাচার বাণিজ্য অব্যাহত রয়েছে। মানব পাচারের অন্যতম করিডোর ওই এলাকার বসবাসকারী জনগণ আতঙ্কে দিনাদিপাত করছেন।

সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী জনগণ মানব পাচারে বাধা দিলে তাদের প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। বিশেষ করে ওই এলাকা দিয়ে রোহিঙ্গাদের পাচার করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ স্থানীয়দের। পাচারকারীদের নাম ধাম স্থানীয় জনগণ বহুবার মধুপুর থানার পুলিশকে জানিয়েছেন। লিখিতভাবেও অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। কিন্তু মানব পাচারকারীদের বিরুদ্ধে পুলিশ অজ্ঞাত কারণে কোন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না। উপরন্ত সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী যেসব মানুষ মানব পাচারে আপত্তি জানিয়েছেন তাহাদেরকে এলাকা থেকে চলে যেতে বাধ্য করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই বেশ কিছু পরিবার মানব পাচারকারীদের আতঙ্কে বাড়ি ঘর ছেড়ে অন্যত্র চলে গেছেন। জানা গেছে মানব পাচারে বাধা দেওয়ার কারণে সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী কয়েকটি বাড়ি করে হামলা লুটপাট চালিয়েছে পাচারকারীরা। মধুপুর থানায় অভিযোগ জানিয়ে কোন কাজ না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত বিশালগড় মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের দ্বারস্থ হলেন কমলাসাগর বিধানসভার কৈয়াঢেপার কাজল শীল ও তার স্ত্রী।

অভিযোগ, রোহিঙ্গা পাচারে বাধা দেওয়ায় তাদেরকে প্রাণে মারার জন্য পাচারকারীরা বন্দুক দা লাঠি সহ বহিরাগত গুন্ডাদের ও নাকি নিয়ে আসে এই এলাকায়। যার কারনে আজ তারা তিনদিন ধরে ঘরবাড়ি ছাড়া। অভিযোগ দুই রোহিঙ্গা পাচারকারী মিটন শীল এবং টুটন শীলের বিরুদ্ধে। টুটন শীল এবং মিটন শীল নামের এই দুই অভিযুক্ত রোহিঙ্গা পাচারকারী কাজল শীলের স্ত্রীর স্বর্ণের অলংকার সহ নগদ ৭০ হাজার টাকা লুট করে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ করেন কাজল শীলের স্ত্রী নিজেই। এদিকে মধুপুর থানায় বিষয়টি জানালেও কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না বলে অভিযোগ। তাই বাধ্য হয়ে আজ তারা বিশালগড় মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের দ্বারস্থ হয়েছেন। সংবাদমাধ্যমের দ্বারস্থ হয়ে ন্যায় বিচারের দাবী জানিয়েছেন নির্যাতিত পরিবারটি।

এসআরআই পদ্ধতিতে উন্নত মানের হাইব্রিড ধানের চারা রোপণ করার অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কমলপুর ডলুছড়া পঞ্চায়েতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ৮ আগস্ট:কমলপুর মহকুমার সালেমা কৃষি তত্বাবধায়কের উদ্যোগে পূর্ব ডলুছড়া পঞ্চায়েত সংলগ্ন এলাকায় মুখ্যমন্ত্রী ইন্টিগ্রেটেড ক্রপ ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষকদের ধান দ্বিগুন করার লক্ষ্যে এসআরআই পদ্ধতিতে উন্নত মানের হাইব্রিড ধানের চারা রোপণ করার অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

পূর্ব ডলুছড়া পঞ্চায়েতে এস আর আই পদ্ধতিতে উন্নত মানের হাইব্রিড ধানের চারা রোপণ করা হয়। এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিধায়ক স্বপ্না দাস পাল, ধলাই জেলার কৃষি উপ অধিকর্তা বিদ্যা মোহন চাকমা, সালেমা কৃষি তত্বাবধায়ক সত্য রঞ্জন দে, ধলাই জেলার কৃষি স্টিয়ারিং কমিটি চেয়ারম্যান দীপ্তি রক্ষিত, ধলাই জেলা পরিষদের সদস্য সন্তোষ কুমার দাস, পঞ্চায়েতের প্রধান সহ অন্যান্য অতিথিরা। অনুষ্ঠানের পর এলাকার বিধায়ক এবং উপস্থিত অতিথিরা সহ পূর্ব ডলুছড়ার কৃষকরা চাষ করা ধানের জমিতে নেমে এস আর আই পদ্ধতিতে উন্নত মানের হাইব্রিড ধানের চারা রোপণ করেন।

উন্নত মানের হাইব্রিড ধানের চারা রোপণ করার পর এলাকার বিধায়ক স্বপ্না দাস পাল এই প্রতিবেদককে বলেন, সালেমা কৃষি তত্বাবধায়কের উদ্যোগে আমরা কৃষকরা সবাই মিলে আজ পূর্ব ডলুছড়া পঞ্চায়েতের এস আর আই পদ্ধতিতে হাইব্রিড ধানের চারা রোপণ করা হয়। আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজীর চিন্তা ভাবনা রয়েছে কৃষকদের আয় কিভাবে দ্বিগুন করা যায়। কৃষকদের জন্য প্রধানমন্ত্রীজী কৃষকদের জন্য কৃষক সম্মান চালু করেছেন। আমরা কৃষকদের পাশে থাকতে চাই। এই প্রকল্পের মাধ্যমে হাইব্রিড ধানের চারা রোপণ করা হয়। কৃষকরা যে ফসল ফলাবে সেটা যেন দ্বিগুন হয়। আজকে এস আর আই পদ্ধতিতে ধান রোপণ করা হয়। কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার জন্য।

অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণে সালেমা কৃষি তত্বাবধায়ক সত্য রঞ্জন দে বলেন, আজকের অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য হল কৃষকদের ধান রোপনে উৎসাহিত করা। আমাদের কৃষি দপ্তর ও রাজ্য সরকারের যে নিশানা রাজ্যকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে হবে। এর অঙ্গ হিসাবে আজকের এস আর আই পদ্ধতিতে হাইব্রিড ধান রোপনের অনুষ্ঠানের আয়োজন।

বিপ্লবের ঐকান্তিক চেষ্টায়

● প্রথম পাতার পর

মন্ডল কমিটির পক্ষ থেকে মন্ডল সভাপতিও সায়ন্তন দত্ত সাংবাদিক সম্মেলনের মধ্য দিয়ে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় রেল মন্ত্রী সহ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব ও আগরতলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি তথা ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়নের সভাপতি প্রনব সরকারকে। বিলোনিয়াবাসীদের স্বার্থে রেলমন্ত্রকের কাছে বিলোনিয়া রেল স্টেশনে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস স্টপিজ দেওয়ার আবেদনের ভূমিকার জন্য বিভিন্ন সংগঠন ও সংস্থা দাবিকে মান্যতাকে দিল কেন্দ্রীয় রেল মন্ত্রক। বিলোনিয়াবাসীর স্বপ্ন পুরন হলো। বিলোনিয়া মন্ডল কার্যালয়ে শুক্রবার সন্ধ্যায় আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এমনই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন মন্ডল সভাপতি। বিরোধী দল সিপিআইএমও কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের স্টপেজকে আন্দোলনের ফসল হিসেবে বলে দাবি করেছেন। এছাড়া বাম বিধায়ক দীপঙ্কর সেনও সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস স্টপেজ ঘোষণা হতেই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। যাই কিছু বলুক না কেন, বলা যায় বিরোধী সিপিআইএম দলও খুশি কাঞ্চনজঙ্ঘাকে নিয়ে।

উল্লেখ্য, ২০২৪ এর জুন মাস থেকে সাব্রুম-শিয়ালদহ কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস চালু হয়। তখন থেকে সবকটি রাজনৈতিক দল সহ সাধারণ মানুষের দাবি ছিল বিলোনীয়াতে স্টপেজ হোক ওই ট্রেনের। দীর্ঘদিনের সেই দাবি পূরণ হল, সাথে যুক্ত হল জোলাইবাড়ি। যেহেতু জোলাইবাড়িও যুক্ত হয়েছে, ফলে মনুবাজারবাসীর দাবি মনুবাজারেও স্টপেজ করা হোক। দক্ষিণের অন্যতম যাত্রীবহুল স্টেশন মনুবাজার। জোলাইবাড়ি থেকে বহুগুন বেশি যাত্রী হয় মনুবাজারে। সাব্রুম, মনুবাজার এবং বিলোনীয়া এই তিনটাই বড় স্টেশন বলে পরিচিত। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার ব্যস্ততম স্টেশনের মধ্যে অন্যতম মনুবাজার স্টেশন। এই স্টেশন থেকে প্রচুর যাত্রী রেল পরিষেবা গ্রহণ করেন। যদি এই স্টেশনেও কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের স্টপেজ দেওয়া হয় তবে দক্ষিণ ত্রিপুরাবাসীর আর কোন দুর্ভোগ থাকবে না। নয়তো জোলাইবাড়ি ও বিলোনিয়ার যাত্রীরা উপকৃত হলেও দুর্ভোগ থেকে যাচ্ছে মনুবাজার এলাকার জনগণের জন্য। ফলে মনুবাজার স্টেশনেও কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের স্টপেজ দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণ।

এদিকে দক্ষিণ ত্রিপুরার দুটি অঞ্চলের জনগণের সুবিধার্থে স্টপেজ দেওয়ার সিদ্ধান্তের জন্য কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। তিনি নিজ সামাজিক মাধ্যমে লেখেন, 'দক্ষিন ত্রিপুরা ও তৎসংলগ্ন মহকুমা অঞ্চলের মানুষের রেল যাতায়াতের সুবিধার্থে জোলাইবাড়ী ও বিলোনিয়া স্টেশনে প্রাথমিকভাবে পরীক্ষামূলক স্টপেজ দেওয়ার সিদ্ধান্তের জন্য আমি কেন্দ্রীয় রেল মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। এই দুটি স্টপেজের ফলে ছাত্র-ছাত্রী, প্রবীণ নাগরিক, ব্যবসায়ী ও সর্বোপরি সাধারণ নাগরিকদের বিশেষ সুবিধা হবে।

বন্ধুকে নির্মম হত্যায় দায়ে অপর বন্ধুর যাবজ্জীবন

● প্রথম পাতার পর

মধ্যে বাক-বিতন্ডার সৃষ্টি হয়। দুজনের ঝগড়ার এক সময় ভক্ত মুন্ডা তার বন্ধু জনেশ মুন্ডার মাথায় ইট দিয়ে আঘাত করে। এতে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারায় সে। পরে জনেশ মুন্ডার মৃতদেহ পার্শবর্তী জঙ্গলে লুকিয়ে সে বাড়ি চলে যায়। রাতে বাড়ি না ফেরায় মধুপুর থানায় অভিযোগ জানায় জনেশ মুন্ডার পরিবারের সদস্যরা।

অভিযোগ হাতে পেয়ে তৎক্ষণার তদন্তে নামে মধুপুর থানার পুলিশ। পরে ভক্ত মুন্ডাকে থানায় এনে জিজ্ঞাসাবাদ চালালে সে তার বন্ধু জনেশ মুন্ডাকে হত্যা করেছে বলে স্বীকারোক্তি দেয় এবং পুলিশকে মৃতদেহের কাছে নিয়ে যায়। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মধুপুর থানা একটি মামলা নথিভুক্ত করে তদন্ত শুরু করে।মামলার তদন্তকারি অফিসার এসআই দিব জ্যোতি দাসের বিজ্ঞানসম্মত তদন্ত রিপোর্ট এবং দীর্ঘ সাক্ষ্যবাক্য ও শুনানির পর শুক্রবার আসামি ভক্ত মুন্ডাকে জনেশ মুন্ডা হত্যাকাণ্ডের অপরাধে আদালত ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারায় যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৫০ হাজার টাকা জরিমানা ও জরিমানা অনাদায় অতিরিক্ত ছমাসের জেল এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির ২০১ ধারায় তিন বছরের কারাদন্ড এবং ২ হাজার টাকা জরিমানা ও জরিমানা অনাদায় অতিরিক্ত দু-মাসের কারাদণ্ডের সাজা প্রদান করে। সরকার পক্ষের হয়ে মামলাটি পরিচালনা করেন আইনজীবী রিপন সরকার।

স্বসহায়ক দলের টাকা

● প্রথম পাতার পর

মাধ্যমে জানিয়েছেন, গতকাল ব্যাংকে স্ব- সহায়ক গ্রুপের টাকা এবং রাবার বোর্ডের ২ লক্ষ টাকা জমা দেবে বলে বাড়ি থেকে বের হয়ে যায় সে। এরপর আর বাড়িতে ফিরে আসেনি। গতকাল দুপুর থেকে রাত পর্যন্ত সমস্ত জায়গায় খোঁজাখুঁজি করার পর তার সন্ধান না পেয়ে গতকাল গভীর রাতে বিশালগড় থানায় অভিযোগ করেছে গৃহবধুর স্বামী।

শুক্রবার সকালে গৃহবধূর স্বামী মেয়ে এবং নপুর স্ব-সহায়ক গ্রুপের সমস্ত মহিলারা একত্রিত হয়ে পুলিশ প্রশাসনের কাছে আবেদন জানিয়েছেন গৃহবধূ রেখা দেববর্মা চৌধুরীকে খুঁজে দেওয়ার জন্য। কারণ তাদের গ্রুপের সমস্ত টাকা সেই গৃহবধুর কাছে। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।

মস্তিষ্কে রক্তরক্ষণ

● প্রথম পাতার পর

থেকে তাঁকে বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। সেখানেই অস্ত্রোপচার হবে বলে জানা গিয়েছিল।

এদিন রাতেই ওই বেসরকারি হাসপাতালে তাঁর অস্ত্রোপচার সম্পন্ন হয়েছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডা. মানিক সাহা। তিনি বলেন, ওই হাসপাতালে এক উচ্চ পর্যায়ের চিকিৎসকদের তদারকিতে বিশ্ববন্ধু সেনের অস্ত্রোপচার সম্পন্ন হয়েছে। তাঁর বক্তব্য, মস্তিস্কে রক্তরক্ষণের 'গোল্ডেন আওয়ারের' মধ্যে বিশ্ববন্ধু সেনের অস্ত্রোপচার সম্ভব হওয়ায় তাঁর বিপদ কেটে গেছে বলেই চিকিৎসকদের দৃঢ় বিশ্বাস। তবে, তাঁর শারীরিক অবস্থা বর্তমানে কি পর্যায়ে রয়েছে তা আগামী ৭২ ঘন্টা নিবিড় পর্যবেক্ষনে রাখা হবে। এরপরই তাঁর সুস্থতা নিশ্চিত হওয়া যাবে বলে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, বলেন মুখ্যমন্ত্রী।

জানা গেছে, আজ সন্ধ্যায় আগরতলা থেকে ধর্মনগরগামী লোকাল ট্রেনে বিধায়ক বিশ্ববন্ধু সেন ধর্মনগর যাচ্ছিলেন। ট্রেন ছাড়ার কিছুক্ষণ আগে হঠাৎই তিনি শৌচালয়ে যাওয়ার সময় অজ্ঞান হয়ে পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে হাঁপানিয়াস্থিত ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখানে চিকিৎসক জানান, মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয়েছে তাঁর। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অস্ত্রোপচার করতে হবে।

বিজেপিকে ক্ষমতায় টিকিয়ে

● প্রথম পাতার পর

করবে। পাশাপাশি আগামিদিনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে। গোটা দেশব্যাপী নির্বাচন কমিশনকে ব্যবহার করে এই কাজ করছে বিজেপি, অভিযোগ করেন তিনি।

১ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকার

● প্রথম পাতার পর

৯০ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করে পুলিশ। সঙ্গে গাড়ির চালক সুবীর সূত্রধরকেও আটক করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে এনডিপিএস ধারায় মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পুলিশ সুপার আরো জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরেই এই এলাকা থেকে নেশা কারবারের খবর ছিল। আমতলী থানার পুলিশ প্রতিনিয়ত এই এলাকায় নজরদারি চালিয়ে যাচ্ছেন। এধরনের অভিযান আগামীদিনেও জারি থাকবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

রাজ্যে ১০ হাজার

● প্রথম পাতার পর

বিভাগের কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। প্রতি তিন মাস অন্তর এই সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে মন্ত্রীরা সভার সভাপতিত্ব করেন। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সভা।

মন্ত্রী উল্লেখ করেন, দেশে তিন ধরনের সরকার রয়েছেকেন্দ্রীয়, রাজ্য ও গ্রামীণ সরকার। এর মধ্যে জেলা পরিষদ গ্রামীণ সরকারের মন্ত্রিসভা হিসেবে কাজ করেএবং এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা যে অর্থ বরাদ্দ করি, তা টিটিএএডিসি, জেলা পরিষদ ও কর্পোরেশনগুলির মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয় এবং তারা তা বাস্তবায়ন করে। এটি সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়।

সভায় বিদ্যুৎমন্ত্রী জানান, পশ্চিম ত্রিপুরার প্রায় ৯৪ শতাংশ পরিবারের ঘরে পানীয় জলের সংযোগ রয়েছে।

তিনি ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশন (টিআরএলএম) এবং গ্রামীণ সম্পদ সহায়ক দের নির্দেশ দেন, যেন একটি সমীক্ষা পরিচালনা করে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়কোন কোন পরিবারের জল সংযোগ আছে এবং প্রকৃতপক্ষে জল পাচ্ছে।

মন্ত্রী আরও জানান, সভায় উপস্থিত জনপ্রতিনিধি ও কর্মকর্তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সেপ্টেম্বর ০৮ এর মধ্যে প্রধানমন্ত্রী সূর্য ঘর প্রকল্পের আওতায় সৌরবিদ্যুৎ ব্যবস্থা স্থাপন এবং স্মার্ট মিটার চালু করার। এর ফলে আমরা প্রকৃতিকে সুরক্ষা দিতে পারব, বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হবে এবং বিদ্যুৎ খরচের লোড মূল্যায়ন করাও সহজ হবে।

মন্ত্রী আরও জানান যে, পি এম কুসুম প্রকল্পের অধীনে সারা রাজ্যে দশ হাজার টি জল সেচ সুবিধা স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে, যার মধ্যে ইতিমধ্যে ৫,২০০ টি স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে এবং বাকি গুলির কাজ চলছে। পশ্চিম জেলায় ১,১১৬ জন কৃষক জল সেচ সুবিধা পেয়েছেন এবং আরও ৩০০ জন কৃষক পাবেন এবং যার কাজও চলছে।

পুলিশের বিরুদ্ধে

● প্রথম পাতার পর

সময় এই হাওয়াইবাড়ি নাকা পয়েন্ট দিয়ে যখন তারা বিভিন্ন পণ্য নিয়ে আসা-যাওয়া করেন , তখন একটা অংশের পুলিশ কর্মীরা অবৈধভাবে তাদের কাছ থেকে তুল্লা আদায় করার প্রয়াস করেন এবং জরিমানার নামে অহেতুক আইনের ভয় দেখিয়ে হয়রানি করেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশের তরফ থেকে দাবি করা হয়েছে ঘটনার তদন্তক্রমে অবশ্যই ব্যাবস্থা গ্রহণ করা হবে।

সর্বশেষ খবর অনুযায়ী জানা গেছে, কনস্টেবল বিশ্বজিৎ মালাকারের বিরুদ্ধে দপ্তর অতি শীঘ্রই করা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চলেছে।

আবর্জনার দুর্গন্ধে

● প্রথম পাতার পর

হলে সাধারণ মানুষের জীবন আর দুর্বিষহ হয়ে উঠবে। এর ফলে এলাকায় রোগ — জীবাণু ছড়ানোর ও আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন স্থানীয়রা।

খেলাধুলা

মহারাষ্ট্রে অনূর্ধ ১১ জাতীয় দাবায় চতুর্থ স্থান পেলো ত্রিপুরার আরাধ্যা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। চতুর্থ স্থান দখল করলো ত্রিপুরার আরাধ্যা দাস। মহারাষ্ট্রের জলগাঁও অনুষ্ঠিত অনূর্ধ ১১ জাতীয় দাবা প্রতিযোগিতায়। ১১ রাউন্ডে সাড়ে আট পয়েন্ট পেয়ে চতুর্থ স্থান দখল করে পূর্বোত্তরের সর্বকনিষ্ঠ মহিলা ক্যান্ডিডেট মাস্টার দাবাড়ু আরাধ্যা। শুক্রবার আসরের একাদশ তথা শেষ রাউন্ডে তামিলনাড়ুর ধনশ্রী আরের (১৬৩৩) মুখোমুখি হয়েছিলো ম্যাট্রিক্স চেস একাডেমির দাবাড়ুটি। কালো ঘুটি নিয়ে দুরন্ত খেললেও জয় ছিনিয়ে আনতে পারেনি শ্রীকৃষ্ণ মিশন স্কুলের ওই ছাত্রীটি। শেষ পর্যন্ত ভাগ করে পয়েন্ট। আসরে নয় পয়েন্ট পেয়ে ভোকলসে প্রথম স্থান দখল করে মহারাষ্ট্রের কৃষ্ণা তামাস্ট জৈন। সমসংখ্যক পয়েন্ট পেয়ে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান দখল করে যথাক্রমে মহিলা ক্যান্ডিডেট মাস্টার কেরলের ডিভি বিজেশ এবং তামিলনাড়ুর পূজাশ্রী। আরাধ্যার দুরন্ত পারফরম্যান্সে খুশির হাওয়া রাজ্যের দাবা প্রেমীদের মধ্যে। চতুর্থ স্থান দখল করার সুবাদে মেডেল সহ প্রাইজমানি বাবদ আরাধ্যা পেলো ৪০ হাজার টাকা। আরাধ্যার কোচ ফি ডে মাস্টার প্রসেঞ্জিৎ দত্ত অভিনন্দন জানিয়েছেন। পাশাপাশি বিশ্বাস করেন, এবারের সাফল্য আগামী দিনে আরোও ভালো খেলতে সাফল্য করবে আরাধ্যাকে। সোনার মেয়েকে অভিনন্দন জানিয়েছেন রাজ্য দাবা সংস্থার সভাপতি অভিজিৎ মৌলিক এবং সচিব মিঠু দেবনাথ সহ অন্যান্যরা। শ্রীকৃষ্ণ মিশন স্কুলের অধ্যক্ষ চন্দ্র ব্যানার্জি অভিনন্দন জানিয়েছেন তাদের প্রিয় ছাত্রীকে। বিশ্বাস করেন, আরাধ্যার এবারের সাফল্য নতুন প্রজন্মকে উৎসাহিত করবে। এবং স্কুল থেকে আরও প্রতিভাবান দাবাড়ু বেরিয়ে আসবে। এ দিকে বালিকা বিভাগে আদ্দা দেও ১১ রাউন্ড আরে ৬ পয়েন্ট, অদ্রিজা সাহা পয়েন্ট পাঁচ এবং শিবাদ্রিতা দেবনাথের পয়েন্ট তিন। বালক বিভাগ ম্যাট্রিক্স চেস একাডেমির অন্তরীপ আচারিয়ার ৬ এবং অভ্রনীল দের পয়েন্ট ৫। চতুর্থ স্থান দখল করে তেমন খুশি নয় আরাধ্যা। জলগাঁও থেকে টেলিফোনে আরাধ্যা বলে, আরেকটু ভালো ফলাফলের আশায় ছিলাম। নবম রাউন্ডের পরাজয় আমাকে পিছিয়ে দিয়েছে। তবে এবারের অভিজ্ঞতা থেকে আগামী দিনে আরও ভালো খেলাতে সাহায্য করবে আমাকে।

থাইল্যান্ডে এশিয়ান বডিবিল্ডিং চ্যাম্পিয়নশিপে অফিসিয়েটিংয়ের দায়িত্বে ত্রিপুরার তনয় দাস

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। রাজ্য ক্রীড়া জগতের আঙ্গিনায় এটি একটি দারুন খবর। আন্তর্জাতিক জাজ তনয় দাস আমন্ত্রণ পেয়েছেন এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে অফিসিয়েটিং এর জন্য। আগামী ১৮ থেকে ২৫ আগস্ট থাইল্যান্ডের ব্যাংককে ৫৭ তম এশিয়ান বডিবিল্ডিং এন্ড ফিজিক স্পোর্টস চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৫ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এতে অফিসিয়েটিং এর জন্য সারা ভারত থেকে দুজন আন্তর্জাতিক জাজ আমন্ত্রণ পেয়েছেন। তাদের মধ্যে ত্রিপুরার প্রাক্তন বডিবিল্ডার এবং কোচ তথা স্বনামধন্য ক্রীড়া সংগঠক এবং ত্রিপুরা বডি বিল্ডারস এন্ড ফিটনেস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি তনয় দাস একজন। আরেকজন ওড়িশা রাজ্য সংস্থার সভাপতি শ্রীমতি সুমিত্রা ত্রিপাঠী। উল্লেখ্য, এশিয়ান বডিবিল্ডিং এন্ড ফিজিক স্পোর্টস চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণকারী ভারতীয় দলের টিম কোচ হিসেবে আরাসো মৌনাগুরু এবং টিম ম্যানেজার হিসেবে লেসলাই জন পিটার দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করবেন। ক্রীড়ামোদী মহলের প্রত্যাশা, ভারতীয় দল এবারকার এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে প্রত্যাশিত সাফল্য অর্জন করবে।

ব্লাড মাউথের জয় রুখে প্রথম হারের মুখ থেকে বাঁচলো বুলেটস

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রথম ডিভিশন লীগের ম্যাচ ফের ড্র-তে নিষ্পত্তি হয়েছে। খেলা ছিল ব্লাড মাউথ ক্লাব এবং নাইন বুলেটস-ছর মধ্যে। এবারকার শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স চন্দ্র মেমোরিয়াল প্রথম ডিভিশন লিগ ফুটবলে এ নিয়ে চতুর্থ ম্যাচ ড্র-তে নিষ্পত্তি হলো। যদিও ব্লাড মাউথ ক্লাব এবং নাইন বুলেটস-এর পক্ষে মরশুমে প্রথম অমীমাংসিত ম্যাচ থেকে পয়েন্ট ভাগাভাগি করতে হয়েছে। এর আগে এবারকার টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচ এগিয়ে চলো সংঘ বনাম কল্যাণ সমিতির মধ্যে গোলশূন্য ড্র। ২৮ জুলাই ফরওয়ার্ড ক্লাব এবং টাউন ক্লাবের মধ্যে ১-১ গোলে ড্র এবং ৩১ জুলাই টাউন ক্লাব বনাম লালবাহাদুর ব্যায়ামাগারের মধ্যে গোলশূন্য অবস্থায় ড্র তে নিষ্পত্তি হয়েছিল। স্থানীয় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত প্রথম ডিভিশন লিগ ফুটবলের ১৮ তম ম্যাচে আজ, শুক্রবার ব্লাড মাউথ ক্লাব বনাম নাইন বুলেটসের লড়াই যথেষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বিতা পূর্ণ ছিল। খেলার ১২ মিনিটের মাথায় ব্লাড মাউথ ক্লাবের আবদাল ভারিক্কোদাম একটি গোল করে দলকে এগিয়ে দেয়। প্রথমার্ধে এক গোলে এগিয়ে থাকার ক্রেডিট পেলেও ম্যাচের শেষ পর্যন্ত তা ধরে রাখতে পারেনি। পক্ষান্তরে নাইন বুলেট প্রথমার্ধের গোলটি হজম করার পর থেকেই তা পরিশোধের লক্ষ্যে অলআউট খেলার প্রয়াস নেয়। প্রথমার্ধে পিছিয়ে থাকলেও দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকে প্রবল আক্রমণে উঠে আসে। অতপর খেলার ৭২ মিনিটের মাথায় নাইন বুলেটস-এর পক্ষে হামামগালি জোয়ালা গোলটি শোধ করে খেলায় সমতা ফিরিয়ে আনে। পরবর্তী সময়ে জয় সূচক গোলের লক্ষ্যে দুই দলের খেলোয়াড়রা আক্রমণ প্রতি আক্রমণের মধ্য দিয়ে এগিয়ে গেলেও শেষ পর্যন্ত তৃতীয় গোলের সন্ধান কেউ দিতে পারেনি। ১-১ গোলে ড্র তে অমীমাংসিত অবস্থায় ম্যাচ শেষ হলে দুদল এক এক করে পয়েন্টও ভাগ করে নিয়েছে। দিনের খেলা: বিকেল চারটায় লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগার বনাম ফরোয়ার্ড ক্লাব এবং সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন বনাম এগিয়ে চলো সংঘ, উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে।

স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের ভলিবল ও কাবাডি টুর্নামেন্ট আগামীকাল থেকে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। স্কুল স্পোর্টস বোর্ড আয়োজিত ভলিবল টুর্নামেন্ট শুরু হচ্ছে আগামী ১১ আগস্ট থেকে। পশ্চিম জেলা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের উদ্যোগে আগরতলা পুর নিগম থেকে শুরু করে পশ্চিম জেলা এবং স্টেট লেভেল স্কুল স্পোর্টস মিটের সূচি অনুযায়ী অনূর্ধ ১৭ বালক বিভাগের ব্লক স্তরের ভলিবলের সিলেকশন ট্রায়াল অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১১ আগস্ট মধুবন কাঠালতলী স্কুল মাঠে। এদিকে অনূর্ধ ১৭ বালক ও বালিকা উভয় বিভাগের কাবাডি সিলেকশন অনুষ্ঠিত হবে মধুবন কাঠাল তলি দ্বাদশ শ্রেণী স্কুল গ্রাউন্ডে। আগরতলা পুর নিগম ভিত্তিক ভলিবল প্রতিযোগিতা হবে ১২ আগস্ট এডি নগর গ্রাউন্ডে। পাশাপাশি কাবাডি প্রতিযোগিতা হবে এনএসআরসিসি-তে। মহকুমা ভিত্তিক ভলিবল প্রতিযোগিতা ও সিলেকশন ট্রায়াল ১৩ আগস্টে হবে এডি নগর গ্রাউন্ডে। বিকেলে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে এনএসআরসিসি-তে। একইভাবে জেলা স্তরের প্রতিযোগিতা হবে ১৪ই আগস্ট যথাক্রমে এডি নগর গ্রাউন্ডে এবং এনএসআরসিসি-তে। উল্লেখ্য, প্রতিটি প্রতিযোগিতায় প্রতিটি ইউনিট থেকে ১০ জন করে খেলোয়ার অংশ নেবে। বলা বাহুল্য আগামী ২০ থেকে ২২ আগস্ট গোমতী জেলায় ভলিবল টুর্নামেন্ট এবং উত্তর ত্রিপুরা জেলায় কাবাডি টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হবে বলে ক্রীড়া সূচিতে উল্লেখ রয়েছে।

অন্তত দু'মাস পিছিয়ে গেল আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বিরাট-রোহিতের কামব্যাক!

নয়াদিল্লি।। বিরাট কোহলি-রোহিত শর্মাকে ফের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে কবে দেখা যাবে? সেই অপেক্ষা ক্রমেই দীর্ঘায়িত হচ্ছে ভক্তদের মধ্যে। তবে ইংল্যান্ড সফরের পর রো-কো নিয়ে খানিকটা দুঃসংবাদই পেলেন ভারতীয় সমর্থক। সূত্রের খবর, এশিয়া কাপের আগে শ্রীলঙ্কা সফরে যাওয়ার কথা ছিল মেন ইন ব্লুর। কিন্তু সেই সফরও সম্ভবত বাতিল হচ্ছে। আসলে আগস্টে সাদা বলের সিরিজে মুখোমুখি হওয়ার কথা ছিল ভারত-বাংলাদেশের। বাংলাদেশের মাটিতে সিরিজটি আদৌ হবে কিনা, তা নিয়ে জল্পনা ছিল। সেই জল্পনা সত্যি করে ইতিমধ্যেই আগামী বছর সেপ্টেম্বর পর্যন্ত স্থগিত করা হয়েছে সিরিজটি। পরিবর্তে শোনা যায়, শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের ওয়ানডে এবং তিনটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলতে পারে টিম ইন্ডিয়া। কিন্তু সেই সফরটিও বাতিল করা হয়েছে। অর্থাৎ এরপরে সোজা এশিয়া কাপে খেলতে দেখা যাবে টিম ইন্ডিয়াকে। শ্রীলঙ্কা সফরে গেলে তিনটি ওয়ানডে খেলত ভারত। সেখানেই কামব্যাক হত রো-কো জুটির। কিন্তু বাংলাদেশ সফরের পর শ্রীলঙ্কা সফরও বাতিল হয়ে গেল। ফলে আপাতত মাসদুয়েকের জন্য আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে খেলতে দেখা যাবে না ভারতীয় ক্রিকেটের দুই মহারথীকে। এশিয়া কাপ যেহেতু টি-২০ ফরম্যাটে খেলা হবে, তাই রো-কো সেখানে নেই। চলতি বছর অক্টোবর মাসে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ খেলবে ভারত। ১৯ অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া ওই সিরিজেই রো-কোর কামব্যাক। কিন্তু শ্রীলঙ্কা সফর বাতিল হল কেন? সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, ইংল্যান্ডে পাঁচটি টেস্ট খেলার পর বিশ্রাম দেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছিলেন বেশ কয়েকজন ক্রিকেটার। সেই অনুরোধ মেনেই আর কোনও সিরিজ রাখেনি বিসিসিআই। কারণ এশিয়া কাপের পর থেকেই টানা একাধিক সিরিজ খেলবে টিম ইন্ডিয়া। সেই কথা মাথায় রেখেই ক্রিকেটারদের আপাতত বিশ্রাম।

ফের বিতর্কে ভারতীয় কুস্তি ফেডারেশন

নয়াদিল্লি।। ফের বিতর্কে ভারতীয় কুস্তি। জাল বার্থ সার্টিফিকেট দেওয়ায় ১১ জন কুস্তিগিরকে সাসপেন্ড করল রেসলিং ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া। ফেডারেশনের পক্ষ থেকে কিছুদিন আগে দিল্লি পুরসভা ১১০টি নথি পরীক্ষা করতে দেয়। সেখানেই এই ১১ কুস্তিগিরকে খুঁজে পায় তারা। তাঁদের বিরুদ্ধে বয়স ভাঁড়ানোর অভিযোগ।এই কুস্তিগিররা বয়সভিত্তিক টুর্নামেন্টের সুবিধা নিয়ে গিয়ে ভুয়ো বার্থ সার্টিফিকেট ইস্যু করেছিলেন। দিল্লি পুরসভার পক্ষ থেকে এ কথা জানানো হয় ফেডারেশনকে। এরপরেই বয়স ভাঁড়ানোর অভিযোগে ওই ১১ জনকে বরখাস্ত করে ভারতীয় কুস্তি ফেডারেশন। তারা ঘটনায় রীতিমতো উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।কুস্তি ফেডারেশনের এক কর্তা সংবাদ সংস্থা পিটিআই'কে বলেন, "আমরা ইতিমধ্যেই বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছি। চচ্জ্জ সব সময় স্বচ্ছতা বজায় রাখতে চায়। কিছুতেই আমরা ভারতীয় কুস্তিকে কালিমালিপ্ত হতে দেব না। অনেক প্রতিযোগিতায় বোঝা যাচ্ছে, কম বয়সি কুস্তিগিররা বেশি বয়সিদের সঙ্গে খেলছে। এটা তো চলতে পারে না। যাঁরা নিয়ম মেনে সঠিক বার্থ সার্টিফিকেট দেখিয়ে খেলছেন, তাঁরা যাতে কোনওভাবে বঞ্চিত না হন, সে ব্যাপারে আমরা নজর রাখছি।"১১ জন নির্বাসিত কুস্তিগিররা হলেন যথাক্রমে — আরুষ রানা, জাগরুপ ধনখড়, শুভম, সক্ষম, কবিতা, মনুজ, অংশু, গৌতম, দুষ্মন্ত, নকুল ও সিদ্ধার্থ বালিয়ান। এরমধ্যে ১০ জনই পুরুষ। দিল্লি পুরসভা জানিয়েছে, এই কুস্তিগিরদের মধ্যে ৬ জনের জাল সার্টিফিকেট তৈরি করেছিল নারেলা। দু'জনের সার্টিফিকেট তৈরি হয়েছিল নজফগড়ে। আরও তিনজনের তৈরি হয়েছিল যথাক্রমে রোহিণী, সিভিল লাইনস ও সিটি জোনে। কীভাবে ভুয়ো সার্টিফিকেট তৈরি হয়েছিল, তা খতিয়ে দেখছে দিল্লি পুরসভা।

এশিয়া কাপে ভারতীয় দলে গুচ্ছ বদল! সুযোগ পেতে পারেন একাধিক 'ব্রাত্য' তারকা

নয়াদিল্লি।। শেষ মুহূর্তে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে নাটকীয় প্রত্যাবর্তনের পর চাঙ্গা ভারতীয় দল। আপাতত মাস দু'য়েকের বিশ্রাম। তারপর সোজা নামতে হবে এশিয়া কাপে। টেস্ট থেকে সরাসরি টি-২০ ফরম্যাটে। স্বাভাবিকভাবে দলে একাধিক বদল আসতে চলেছে। শোনা যাচ্ছে, টি-২০ দলে এমন একাধিক তারকার কামব্যাক হতে পারে যারা দীর্ঘদিন টি-২০ খেলেননি।শেষবার ভারত ফেব্রুয়ারি মাসে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি-২০ খেলেছিল। সেই ম্যাচে কোচ গম্ভীর তুলনায় তরুণ-আনকোরা মুখ দিয়ে দল সাজিয়েই ইংরেজদের পরাস্ত করেন। কিন্তু এরপর গত ছ'মাসে ভারতীয় ক্রিকেটে বহু বদল এসেছে। আস্ত একটা আইপিএল হয়ে গিয়েছে। একাধিক ক্রিকেটার ফর্ম ফিরে পেয়েছেন। বহু ক্রিকেটার হয়তো এখন আর ভালো ছন্দে নেই। সেই মতোই এশিয়া কাপের দল সাজানো হবে।সূত্রের খবর, দীর্ঘদিন বাদে টিম ইন্ডিয়ার প্রত্যাবর্তন হতে পারে শ্রেয়স আইয়ার, যশস্বী জয়সওয়াল এবং শুভমান গিলের। শ্রেয়স এই মুহূর্তে শুধু ওয়ানডেতে নিয়মিত খেলেন। টেস্ট এবং টি-২০ দলে দীর্ঘদিন সুযোগ পাননি। সূত্রের দাবি, শ্রেয়সকে শুধু টি-২০ নয়, টেস্টেও ফেরানোর ব্যাপারে ভাবছেন নির্বাচকরা। সেই সঙ্গে দলে ফিরতে পারেন যশস্বী জয়সওয়াল এবং টেস্ট অধিনায়ক শুভমান গিলও। আসলে টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটের নিয়মিত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব এখনও ফিট নন। এশিয়া কাপের আগে তিনি মাঠে ফিরতে পারবেন কিনা সংশয় রয়েছে। সেক্ষেত্রে সূর্যর বদলে দলে ঢুকতে পারেন গিল। সূর্য ফিট হলে অবশ্য গিলের সম্ভাবনা কম।হার্দিক পাণ্ডিয়া এবং অক্ষর প্যাটেল, দলের দুই অবিচ্ছেদ্য অংশ। এশিয়া কাপেও তাঁদের কেন্দ্র করেই দল সাজানো হবে। এর বাইরে ওয়াশিংটন সুন্দর, কুলদীপ যাদবেরও টি-২০ দলে ফেরার সম্ভাবনা রয়েছে। শোনা যাচ্ছে, এশিয়া কাপেও খেলবেন না বুমরাহ। সেক্ষেত্রে পেস বিভাগে অর্শদীপ সিংয়ের সঙ্গে থাকতে পারেন হর্ষিত রানা। মহম্মদ সিরাজকেও বিশ্রাম দেওয়া হবে এশিয়া কাপে। সেক্ষেত্রে অন্য কোনও তরুণ পেসার সুযোগ পেতে পারেন। স্পিনারদের মধ্যে বরুণ চক্রবর্তীর খেলা নিশ্চিত। মিডল অর্ডারে রিঙ্কু সিং এবং তিলক বর্মার খেলাও কমবেশি নিশ্চিত। দলে থাকবেন সঞ্জু স্যামসনও। কেএল রাহুলকে নিয়েও ভাবনা চিন্তা করা হচ্ছে।প্রশ্ন হচ্ছে, সূর্য আনফিট হলে দলের অধিনায়ক কে হবেন? সেক্ষেত্রে দৌড়ে রয়েছেন সহ-অধিনায়ক হার্দিক, অক্ষর প্যাটেলরা। আবার সদ্য টেস্টের দায়িত্ব পাওয়া শুভমান গিলকেও দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে।

নয়ডায় জাতীয় বক্সিং আসরে সাফল্যের লক্ষ্যে ত্রিপুরার স্নেহা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জাতীয় বক্সিংয়ে সাফল্যের লক্ষ্যে এগুচ্ছে ত্রিপুরার স্নেহা শীল ও আদিত্য মন্ডল। ৫২ থেকে ৫৫ কেজি ওজন বিভাগে বালিকা গ্রুপে ত্রিপুরার স্নেহা শীল আগামীকাল প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে উড়িষ্যার রিমশা দোরা-র সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। বালক বিভাগে কোয়ার্টার ফাইনালের ছাড় পত্র পেতে ত্রিপুরার আদিত্য মন্ডল লড়ছে প্রথম রাউন্ডের খেলায় মধ্যপ্রদেশের প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারিয়ে। উল্লেখ্য, উত্তরপ্রদেশের গ্রেটার নয়ডাতে ৪র্থ অনুর্দ ১৫ বছর বয়স ভিত্তিক জাতীয় বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপ চলছে। বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হয়েছে, চলবে ১৩ আগস্ট পর্যন্ত। বৃহস্পতিবার এই প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হলেও শারীরবৃত্তীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বক্সিং রিংয়ে মুষ্টিযুদ্ধের লড়াই শুরু হয়েছে আজ, শুক্রবার থেকে। উল্লেখ্য, এযাবৎকালের মধ্যে জাতীয় আসরে ত্রিপুরার কোন বক্সিং খেলোয়াড় বিশেষ করে মহিলা বক্সার প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার ছাড় পত্র পেয়েছে। সাব জুনিয়র অর্থাৎ অনূর্ধ ১৫ বালক-বালিকা উভয় বিভাগে আরও কয়েকজন অ্যাথলেট রাজ্য দলের হয়ে সেখানে প্রতিনিধিত্ব করছেন। ত্রিপুরা অ্যামেচার বক্সিং অ্যাসোসিয়েশন এর কর্মকর্তারা এবারকার আসরে রাজ্যের খেলোয়াড়দের সাফল্যের ব্যাপারে অনেকটাই আশাবাদী। রাজ্য সংস্থার সাধারণ সম্পাদক সমীর সাহা এক বিবৃতিতে এ খবর জানিয়ে সকল বক্সারদের শুভেচ্ছার পাশাপাশি সাফল্যও কামনা করেছেন।

এস এম কাপ রাজ্যভিত্তিক স্কুল ফুটবলের ২ গ্রুপের চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলা আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সুব্রত মুখার্জি কাপ রাজ্যভিত্তিক স্কুল ফুটবলের চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলা আগামীকাল (শনিবার) অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ছেলেদের অনূর্ধ ১৫ এবং ১৭ বয়স গ্রুপে তিন দিনব্যাপী রাজ্যভিত্তিক সুব্রত মুখার্জি কাপ স্কুল ফুটবলের আসর আজ, শুক্রবার থেকে শুরু হয়েছে। সিপাহিজলা জেলার জম্পুইজলাতে অনূর্ধ ১৭ এবং উনকোটি জেলার কৈলাশহরে অনূর্ধ ১৫ এস এম কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়েছে আজ। জম্পুইজল সুধন্ব দেববর্মা মেমোরিয়াল স্কুলের সিন্থেটিক ফুটবল গ্রাউন্ডে বিকেলে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের পর সিপাহীজলা জেলা ও গোমতী জেলা দলের মধ্যে উদ্বোধনী ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন সিপাহিজলা জেলা পরিষদের জিলা সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি হিসেবে বিধায়ক বিশ্বজিৎ কলই, মানব দেববর্মা এবং গোমতি জেলা যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের উপ-অধিকর্তা সমীর দেববর্মা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জম্পুইজলা আরডি ব্লকের বিএসি চেয়ারম্যান বীরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা। একইভাবে কৈলাশহরের বেলকুম বাড়ি স্কুলের সিন্থেটিক ফুটবল গ্রাউন্ডে ছেলেদের অনূর্ধ ১৫ রাজ্যভিত্তিক এস এম কাপ স্কুল ফুটবল এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন রাজ্য সরকারের উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। অনুষ্ঠানে প্রধান ও বিশেষ অতিথি হিসেবে রাজ্যের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়, উনকোটি জেলা পরিষদের জিলা সভাধিপতি অমলেন্দু দাস ও ক্রীড়া অধিকর্তা এল ডার্লং সহ প্রশাসনিক বিভিন্ন আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। সেখানেও আজ উদ্বোধনী ম্যাচের পর আগামীকাল চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলা গুলো অনুষ্ঠিত হবে। উল্লেখ্য, আগামী ২ থেকে ১১ সেপ্টেম্বর বেঙ্গালুরুতে ছেলেদের অনূর্ধ ১৫ সাব জুনিয়র এবং ১৬ থেকে ২৫ সেপ্টেম্বর নয়া দিল্লিতে ছেলেদের অনূর্ধ ১৭ জুনিয়র জাতীয় এস এম কাপ স্কুল ফুটবলে রাজ্য থেকে চ্যাম্পিয়ন দুটো দল অংশগ্রহণ করবে।

সিলামবাম সংস্থার এজিএম ও রাজ্য কমিটি গঠন আগামীকাল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সিলামবাম, ঐতিহ্যবাহী মার্শাল আর্টস। ত্রিপুরায় তার মানোন্নয়ন এবং প্রসারের লক্ষ্যে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। আগামী ১০ আগস্ট, রবিবার দুপুর বারোটায় এনএসআরসিসি-র কনফারেন্স হল-এ অল ত্রিপুরা সিলামবাম অ্যাসোসিয়েশনের এজিএম অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। অল ত্রিপুরা সিলামবাম অ্যাসোসিয়েশনের সাংবিধানিক নিয়ম অনুযায়ী উক্ত এজিএম-এ ২০২৫ থেকে ২০২৯ অর্থাৎ চার বছরের জন্য অল ত্রিপুরা সিলামবাম-এর অফিস বেয়ারার এবং এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল মেম্বারদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। সংস্থার সেক্রেটারি অজিত দেববর্মা এক বিবৃতিতে এ খবর জানিয়েছেন এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে যথাসময়ে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER No: PNIe-T-19/EE/DWS/JRN/2025-26, Dated- 06/08/2025. The Executive Engineer, DWS Division, Jirania, Ranirbazar, West Tripura invites the Single Bid percentage rated e-Tender from the approved and eligible Contractors/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD /TTAADC/MES / CPWD/Railway / P&T / Other State PWD/Central & State Sector for the work as detailed below:

Sl No.	DNIe-T No	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Bid Fee	Class of Bidder
1	DNIe-T No: 60/DNIeT/EE/DWS/JRN/2025-26	4,86,055.00	9,721.00	60 Days	1,000.00	Appropriate Class
2	DNIe-T No: 61/DNIeT/EE/DWS/JRN/2025-26	9,70,677.00	19,413.00	90 Days	1,000.00	Appropriate Class

Starting date and Time for Document Downloading and Bidding w-e-f 06/08/2025 at 14.00 hours.
Last date and Time for Document Downloading and Bidding-14/08/2025 up to 13.00 hours.
Date and Time for Opening of Bid- 14/08/2025 at 13.30 hours.
This detailed press notice & bid documents for the work can be seen on website www.tripuratenders.gov.in as well as office of the undersigned at free of cost. The bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-Procurement website www.tripuratenders.gov.in.

For and on behalf of the Governor of Tripura"
(Er. Samir Debbarma)
Executive Engineer
PWD (DWS) Division, Jirania
Ranirbazar, West Tripura

ICA/C-1812/25

NOTICE INVITING TENDER: 09/EO/TRRDA/2025-26
Dated 5th August 2025
PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJANA

The Empowered Officer, Tripura RRDA on behalf of Governor of Tripura invites 'Notice Inviting Tender' for 'Preparation of Detailed Project Reports (DPRS) as per latest guidelines of PMGSY etc. for Rural Road Projects (including bridges, Cross drainage structures) under PMGSY-IV and DAJGUA scheme for the identified Unconnected Habitations in Tripura'
Time of Completion of Work: **90 (ninety) days**
Last Date/Time for receipt of NIT: **26/08/2025 upto 1500 HRS.**
The details can be collected in person from the office of the Chief Engineer, PWD(PMGSY), New Secretariat, Agartala, West Tripura and/or can log on to: www.pmgsytenderstrp.gov.in https://eprocure.gov.in.

Empowered Officer, Tripura RRDA
7th Block, 2nd Floor, Secretariat Building, Agartala

ICA/C-1815/25

PNIET No: 44/EE/CCD/PWD/2025-26, Dated, 06/08/2025

The Executive Engineer, Capital Complex Division, PWD(Buildings), Agartala, West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bid tendering system from the Central & State Public Sector undertaking/Enterprise and eligible Contractors/Firms/ Private Ltd. Firm/Agencies of Appropriate Class & Category registered with any wing of State(s) PWD /CPWD /MES / Railway for the following work through e-procurement portal: Modification of Room No. 6206 & 6205 at 2nd floor for Hon'ble Minister for Forest etc. department by wall paneling, TV Cabinet, painting etc. and in the office room attached to Chief Engineer, PWD at Secretariat Complex under the jurisdiction of Capital Complex Sub Division No.II under Capital Complex Division, PWD(B) during the year 2025-26. The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in Any subsequent corrigendum will be available in the website only. The press notice is also available on https://pwd.tripura.gov.in.
DNIET No: 43/DNIT/EE/CCD/PWD/2025-26
Estimated Cost: 9,56,315.00, Earnest Money: 19,126.00 and Time for completion: 45 (forty five) days
Last date & time for online Bidding: 13/08/2025 upto 3:00 PM

(B. Das)
Executive Engineer
Capital Complex Division, PWD(Buildings)
Agartala, West Tripura.

ICA/C-1807/25

PNIe-T No:- 12/EE/DWS/DIVN/SBM/2025-26

e-Tender in Single bid system are invited for the following work:-

Sl. No.	Name of the work	Estimated cost	Earnest money	Deadline for online bidding	Website for online bidding	Time & date of opening of online bid
1	2	3	4	5	6	7
1	DNIeT No. : 51/EE/DWS/DIVN/SBM/2025-26	₹ 22,01,940.00	₹ 44,039.00	Upto 3.00 P.M on 25.08.2025	https://tripuratenders.gov.in	At 3.30 P.M On 25.08.2025 if possible
2	DNIeT No. : 52/EE/DWS/DIVN/SBM/2025-26	₹ 7,48,499.00	₹ 14,970.00			
3	DNIeT No. : 53/EE/DWS/DIVN/SBM/2025-26	₹ 8,17,652.00	₹ 16,353.00			
4	DNIeT No. : 54/EE/DWS/DIVN/SBM/2025-26	₹ 9,09,024.00	₹ 18,180.00			
5	DNIeT No. : 55/EE/DWS/DIVN/SBM/2025-26	₹ 15,86,229.00	₹ 31,725.00			

All details can be seen in the office of the undersigned. NB: The detailed press notice & bid documents for the work :an be seen on website www.tripuratenders.gov.in or https://etenders.gov.in/eprocure/app https://eprocure.gov.in at free of cost. The bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned locuments as specified in this tender document on the e-Procurement website www.tripuratenders.gov.in For any query please contact to office of the undersigned during office hours/ cedwssbm@gmail.com

(For and on behalf of Governor of Tripura)
(Er. B. D Barma)
Executive Engineer
DWS Division, Sabroom
South Tripura District

ICA/C-1801/25

■Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

২২ শে শ্রাবণ কবিগুরুর প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলি

রবীন্দ্রনাথ আমাদের কাছে দেশপ্রেমের অনুপ্রেরণা ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ আগস্ট।। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন ভারতীয় কৃষ্টি, সংস্কৃতির অন্যতম প্রাণপুরুষ। আমাদের সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ভাবনা জড়িয়ে রয়েছে। তাই কবিগুরুর সাহিত্য, দেশপ্রেমের চিন্তাধারা আগামী প্রজন্মের কাছে বেশি করে তুলে ধরতে হবে। তবেই কবিগুরুকে প্রকৃত শ্রদ্ধা জানানো যাবে। আজ মুক্তধারা অডিটোরিয়ামে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াণ দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা) মানিক সাহা একথা বলেন। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। তিনি ছিলেন একাধারে শিল্পী, সাহিত্যিক, গল্পকার ও সমাজ সংস্কারক। বিশ্বকবির শারীরিক মৃত্যু হলেও তাঁর সৃষ্টি এখনও আমাদের মধ্যে ধ্রুবতারার মতো বিরাজমান। যে কোনও সংকটকালীন সময়ে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা, চেতনা আমাদের দিশা দেখায়।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ১৯১৩ সালে কবিগুরুর নোবেল প্রাপ্তি ছিল দেশের জন্য গর্বের বিষয়। তিনি ছাত্রছাত্রীদের ভারতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে বিশ্বভারতীর মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন। বিশ্বকবির প্রতিভা ছোটবেলা থেকেই প্রকাশ পায়। কবিগুরু ৫২টি কাব্যগ্রন্থ, ১৩টি উপন্যাস, ৯৫টি গল্প ও ৩৮টি নাটক রচনা করেছিলেন, যা আজও সমান জনপ্রিয়। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে তিনি দেশবাসীকে ঐক্যবোধ করতে রাখী বন্ধন উৎসবের সূচনা করেছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী মিশ্র সংস্কৃতির সংরক্ষণে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। সাংস্কৃতিক ক্যালেন্ডার তৈরি করে বছরব্যাপী তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক বিকাশের লক্ষ্যে কাজ করা হচ্ছে। দপ্তরের সাংস্কৃতিক ক্যালেন্ডারে এবছর নতুন করে আরও ১৯টি সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডকে যুক্ত করা হয়েছে। সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের পাশাপাশি ঐতিহ্যবাহী পুতুল নাচ, যাত্রা, নাটক ইত্যাদির বিকাশেও দপ্তর কাজ করছে।অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব ড. পি. কে. চক্রবর্তী রবীন্দ্রনাথের জীবনী নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন রাজ্যভিত্তিক সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান সুব্রত চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্টাচার্য। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থার শিল্পীরা মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন।

পড়াশোনার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানালো আকাশের

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৮ আগস্ট: পড়াশোনার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানালো আকাশ মজুমদার। শুক্রবার সকালে নিজ ঘরের বারান্দায় বসে দরিদ্র মেধাবী ছাত্র আকাশ মজুমদার এই আবেদন রাখেন। চড়িলাম ব্লকের দক্ষিণ চড়িলাম গ্রাম পঞ্চায়েতের চান্দিনা মুড়া এলাকার মেধাবী অভাবী পড়ুয়া আকাশ মজুমদার। তার বাবা বিশ্বনাথ মজুমদার বিছানায় শয্যাশায়ী, স্নায়ুর রোগে আক্রান্ত তিনি। তার মা শান্তি মজুমদার ভীষণভাবে অসুস্থ। এরপরেও তিনি ছেলেকে লেখাপড়া শিখানোর জন্য দিনরাত পরিশ্রম করছেন। কিন্তু তিনি আর পেরে উঠতে পারছেন না।

তিনি নিজেও অসুস্থ গোটা সংসারের ভার তার উপর নেই কোন কাজকর্ম। রেশন কার্ড তাদের বিপিএল শুধুমাত্র সরকারি ঘর পেয়েছে আর কোনো সরকারি সাহায্য পাননি। তার ছেলে এই বছর মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে। সে পড়তে চায়, কিন্তু অভাবের কারণে ছেলেকে পড়াতে পারছেন না মা বাবা। শুক্রবার সকালে সংবাদ মাধ্যমের কাছে হাত জোড় করে অভাবী মা এবং মেধাবী সন্তানের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন করেন, রাজ্য সরকার যেন আকাশের পড়াশোনার খরচ বহন করে তাকে সফল হতে পারে।

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে তিরঙ্গা রঙ্গোলি কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৮ আগস্ট: আগামী ১৫ই আগস্ট, দেশের ৭৯তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপনকে কেন্দ্র করে উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরে জেলা প্রশাসন ও মহকুমা প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত হলো তিরঙ্গা রঙ্গোলি কর্মসূচি। এই উপলক্ষে ধর্মনগরের বীর বিক্রম ইনস্টিটিউশন ময়দানের সম্মুখে রঙ্গোলির মাধ্যমে জাতীয় পতাকার তিনটি রঙগেরুয়া, সাদা ও সবুজে রাঙিয়ে তোলা হয় মাটি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ধর্মনগর মহকুমার শাসক শ্রী সজল দেবনাথ, অতিরিক্ত জেলা শাসক, ডি.সি.এম, জেলা শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিকগণ, ট্রাফিক দপ্তর, সাংবাদিকবৃন্দ এবং বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা।

এদিনের কর্মসূচিতে সকলেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং জাতীয় পতাকার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

মহকুমাশাসক সজল দেবনাথ জানান, "৭৯তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষে 'হর ঘর তিরঙ্গা' কর্মসূচির অংশ হিসেবে এই তিরঙ্গা রঙ্গোলি আয়োজন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে দেশের প্রতি নাগরিকদের ভালবাসা, গর্ব ও ঐক্যের বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে।"

১০০ টি বিদ্যালয়ের রেড রিবন ক্লাবের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়ে সচেতনতামূলক কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ আগস্ট: ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্ট্রোল সোসাইটি, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে এবং সেকেন্ডারি এডুকেশন ডাইরেক্টরেট এর সহযোগিতায় আজ রেড রিবন ক্লাবের নোডাল শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়ে একদিনের এক এইচআইভি/এইডস বিষয়ক সচেতনতামূলক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য সচিব কিরণ গিত্যে, সেকেন্ডারি এডুকেশন ডাইরেক্টরেট এর ভারপ্রাপ্ত অধিকর্তা রাকেশ দেববর্মা, ভারপ্রাপ্ত স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডাঃ অলক দেওয়ান, পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক অধিকারের যুগ্ম অধিকর্তা ডাঃ সৌমিত্র মল্লিক, ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্টোল সোসাইটির ভারপ্রাপ্ত প্রকল্প অধিকর্তা ডাঃ শঙ্খশুভ্র দেবনাথ।

স্বাস্থ্য সচিব কিরণ গিত্যে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, যোগাযোগ সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের সাফল্যের উল্লেখ করে বলেন যে রাজ্যের অগ্রগতির ধারা বজায় রাখতে এবং এর সুফল যাতে ভবিষৎ প্রজন্ম লাভ করতে পারে তা নিশ্চিত করতে যুব সম্প্রদায়ের সুস্বাস্থ্যের বিষয়টি সুনিশ্চিত করতে হবে। সারা বিশ্বের পাশাপাশি ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে এবং আমাদের রাজ্যেও এইচআইভি/এইডস এর সংক্রমণের বিষয় তুলে ধরে এর প্রতিরোধে গুরুত্ব আরোপ করেন তিনি। তিনি জানান অসুরক্ষিত যৌন সম্পর্কের মাধ্যমে এবং গর্ভবতী মা থেকে সন্তানের মধ্যে এইচআইভি/এইডস ছড়িয়ে পড়ার বিষয়টিকে নিয়ন্ত্রণ করা রাজ্যে সম্ভব হয়েছে। কিন্তু শিরা পথে মাদকদ্রব্য ব্যবহারের এই নেশার কারণেই মূলত এইচআইভি এই রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ছে। আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের স্বার্থে এই নেশা থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের বিরত করার ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ভূমিকা অপরিসীম।

আজকের এই অনুষ্ঠানে নেশা মুক্ত এক কিশোর ও কিশোরীর বক্তব্যের বিষয়টি অবতারণা করে তিনি বলেন যে শুধু কলেজ স্তরে শিরা পথে মাদক নেবার বিষয়টি সীমাবদ্ধ নয়, বরং বিদ্যালয় স্তরেও এখন দেখা যাচ্ছে যে শিরা পথে মাদকদ্রব্য গ্রহণ করার ঘটনা সামনে আসছে। শিরা পথে মাদকদ্রব্য গ্রহণের ফলে এইডস-এ আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা বহুগুণ বেড়ে যায়, তাই এই বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের সতর্ক ও সচেতন করার জন্য স্বাস্থ্য সচিব আহ্বান জানান।

উক্ত কর্মশালায় যে একশটি বিদ্যালয়ের রেড রিবন ক্লাবের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রাথমিকভাবে বাছাই করা হয়েছে, তাদের সামনে এইচআইভি/এইডস-কে প্রতিহত করার এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে তরুণ প্রজন্মের ভবিষৎ সুন্দর করতে তাদের নেশা মুক্ত করতে ভূমিকা গ্রহণ করার জন্য স্বাস্থ্য সচিব আহ্বান জানান। এক্ষেত্রে শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ সরকার এবং সমাজের সর্বোচ্চ সহযোগিতা পাবেন বলে তিনি আশ্বস্ত করেন। সংঘবদ্ধভাবে শিরা পথে মাদকদ্রব্য গ্রহণ করার প্রবণতা প্রতিহত করতে গেলে শিরা পথে নেশা গ্রহণকারীদের সনাক্ত করে তাদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন তিনি। স্বাস্থ্য সচিব কিরণ গিত্যে তার ভাষণে এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধে রাজ্য সরকারের দায়বদ্ধ ভূমিকার পাশাপাশি ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্টোল সোসাইটি কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচির কথা উল্লেখ করেন। এইচআইভি আক্রান্ত হলেও বর্তমানে অ্যান্টি রেট্রোভাইরাল থেরাপি (এআরটি)-এর মাধ্যমে নিয়মিত ওষুধ গ্রহণ করে বহুদিন সুস্থ থাকার বিষয়টি তিনি তুলে ধরেন। এক্ষেত্রে রাজ্যে উপলব্ধ পরিকাঠামোর কথাও তিনি উল্লেখ করেন। পাশাপাশি তিনি জানান রাজ্য সরকার রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে এইচআইভি শনাক্তকরণের উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে দুই লক্ষাধিক ব্যক্তির রক্ত পরীক্ষার তথ্য তুলে ধরে তিনি জানান যে আগামী বছর থেকে এই সংখ্যা দ্বিগুণ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এইচআইভি/এইডস যত বেশি শনাক্ত হবে, ততই আক্রান্ত ব্যক্তিদের যথোপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করার বিষয়টি সুনিশ্চিত করা যাবে। এইচআইভি/এইডস এর বিষয়ে সচেতনতামূলক কর্মসূচি ধারাবাহিকভাবে করার জন্য তিনি পরামর্শ দেন।

কর্মশালায় ভারপ্রাপ্ত স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডাঃ অলক দেওয়ান শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে এইচআইভি/এইডস সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারনা দূর করতে আহ্বান জানান। পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের এ বিষয়ে খোলামেলা আলোচনাকে উৎসাহিত করতে এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে এইচআইভি/এইডস সচেতনতা এবং প্রতিরোধ মূলক তথ্য প্রচার করতে তিনি অনুরোধ করেন।

অন্যদিকে ভারপ্রাপ্ত পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক অধিকারের যুগ্ম অধিকর্তা ডাঃ সৌমিত্র মল্লিক বলেন এইচআইভি/এইডস বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টিতে উচ্চ বিদ্যালয় ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে নির্বাচিত রেড রিবন ক্লাবের নোডাল শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংযুক্ত করে এই কর্মসূচি আয়োজনের উদ্যোগ প্রশংসনীয়। এই কর্মসূচির মাধ্যমে এইচআইভি/এইডস বিষয়ক সচেতনতা ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে জাগরিত করা সম্ভবপর হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

কর্মশালায় ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্টোল সোসাইটির ভারপ্রাপ্ত প্রকল্প অধিকর্তা ডাঃ শঙ্খশুভ্র দেবনাথ বলেন এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচি শুধুমাত্র জ্ঞান অর্জনের জন্যই নয়, বরং এইচআইভি এবং এইডস প্রতিরোধে মানসিকভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের সক্ষম করার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা গ্রহণ করবে।

কর্মশালায় এছাড়াও বক্তব্য রাখেন সেকেন্ডারি এডুকেশনের ভারপ্রাপ্ত অধিকর্তা রাকেশ দেববর্মা। কর্মশালায় দ্বিতীয় পর্বে ট্যাকনিক্যাল সেশনে উপস্থিত বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধ ও প্রতিহত করতে রেড রিবন ক্লাবের ভূমিকা, দায়িত্ব ও কর্তব্য নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্টোল সোসাইটির যুগ্ম অধিকর্তা (আইইসি) শুভ্রজিৎ ভট্টাচার্য। এছাড়াও তিনি এইচআইভি/এইডস (প্রিভেনশন অ্যান্ড কন্টোল) অ্যাক্ট, ২০১৭ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এছাড়াও ট্যাকনিক্যাল সেশনে এইচআইভি/এইডস বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্টোল সোসাইটির ভারপ্রাপ্ত প্রকল্প অধিকর্তা ডাঃ শঙ্খশুভ্র দেবনাথ।

উল্লেখ্য এ রাজ্যে ৩৬ টি বিশ্ববিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ে ২০০৯ সাল থেকে রেড রিবন ক্লাব রয়েছে। এবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহার নির্দেশে এবং স্বাস্থ্য সচিব কিরণ গিত্যের অনুপ্রেরণায় বিদ্যালয় স্তরের রেড রিবন ক্লাব গঠিত করা হল।

উমাকান্ত এলামনির উদ্যোগে বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াণ দিবস পালিত

আগরতলা, ৮ আগস্ট: আজ ২২শে শ্রাবণ। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৮৪তম প্রয়াণ দিবস। বহু প্রতিভার এক আপন সত্তার অধিকারী এই কবি তার প্রতিভার আলোয় উদ্ভাসিত করে বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতিকে তুলে ধরেছিলেন বিশ্ব দরবারে। পেয়েছিলেন বিশ্বকবির সম্মান। তিনি বাঙালির সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। আজ ওনার প্রয়াণ বার্ষিকীতে উমাকান্ত এলামনির সদস্যরা উমাকান্ত একাডেমির সামনে কবিগুরুর মর্মরমূর্তিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

আজকের এই শ্রদ্ধা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানে এনামনির সদস্যদের পাশাপাশি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষক শিক্ষকরাও অংশগ্রহণ করে। এদিন সকলেই কবিগুরু রবীন্দ্র নাথের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। পরবর্তীতে এই দিনটিকে সামনে রেখে বিদ্যালয় চত্বরে বৃক্ষরোপন করেছেন এলামনীর সদস্যরা।

দেশব্যাপী বিশেষ মধ্যস্থতা অভিযানের প্রচারে সচেতনতা র‍্যালি

আগরতলা, ৮ আগস্ট: দেশব্যাপী বিশেষ মধ্যস্থতা অভিযানের প্রচারে আজ আগরতলায় সচেতনতামূলক র‍্যালিতে অংশ নেন আদালতে কর্মরত বিচারকরা। পশ্চিম জেলা আইনসেবা কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে এই র‍্যালি আগরতলা আদালত চত্বর থেকে শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে এই র‍্যালিটি। র‍্যালিতে পশ্চিম জেলার জেলা ও দায়রা বিচারক শুভাশিস শর্মা রায়, পারিবারিক আদালতের বিচারক হৃষীকেশ চক্রবর্তী , রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষের সদস্য সচিব ঝুমা দত্ত চৌধুরী , সিজেএম সৈকত দাস ছাড়াও অন্যান্য বিচারকরা অংশ নেন। এছাড়াও আইনজীবী, আদালত কর্মী, অধিকার মিত্ররা র‍্যালিতে হাঁটেন। উল্লেখ্য, দেশব্যাপী গত ১ জুলাই থেকে আগামী ৩০ শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মধ্যস্থতার বিশেষ অভিযান চলবে। রাজ্যে এই অভিযানে প্রায় এক হাজার মামলা নিষ্পত্তির জন্য মিডিয়েশন কেন্দ্রগুলিতে পাঠানো হয়েছে। হাইকোর্ট ছাড়াও রাজ্যের সবকটি জেলায় একটি করে মিডিয়েশন সেন্টারে এই প্রক্রিয়া চলছে বলে জানান রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষের সদস্য সচিব ঝুমা দত্ত চৌধুরী।

দুই চোরকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দিলো স্থানীয়রা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৮ আগস্ট : দুই চোরকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দিলো স্থানীয়রা। ঘটনার বিবরনে জানা যায়, বাইখোড়া থানার অধীনে কলমা মথুলাসর্দার পাড়ায় অবস্থিত একটি কালী মন্দির থেকে বিগত কিছুদিন পূর্বে কিছু নগদ অর্থরাশী চুরি করে নিয়ে যায় এলাকার স্থানীয় তিনযুবক। জানা যায়, এই অর্থরাশীগুলি স্থানীয় লোকজনেরা বিপদতারিনী পূজার জন্য সংগ্রহ করে রেখেছিলো। এই চুরির বিষয়ে স্থানীয় লোকজনেরা জানতে পেরে মিমাংসায় বসে। মিমাংসায় সকলে মিলে সিদ্ধান্ত নেন তিন যুবকের কাছ থেকে ৪ হাজার টাকা করে সংগ্রহ করা হবে। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এক যুবক অর্থরাশী প্রদান করে দেয়। অপর দুইজন সময়মতো অর্থরাশী প্রদান না করাতে শুক্রবার দুইযুবককে আটক করে নিয়ে এসে কিছু উত্তম মধ্যম দেয় স্থানীয় লোকজনেরা। স্থানীয় লোকজনেরা দুই যুবকের কাছ থেকে কিছু নেশাসামগ্রী উদ্ধার করে। পরবর্তী সময় দুই যুবককে বাইখোড়া থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয় স্থানীয় লোকজনেরা।

নেশাসামগ্রী সহ গ্রেপ্তার এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৮ আগস্ট: উদয়পুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক নির্মাণ দাসের নেতৃত্বে চন্দ্রপুর পঞ্চায়েতের ৪ নং ওয়ার্ডের প্রসেনজিৎ দেবনাথের বাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণ নেশাসামগ্রী আটক করা হয়। গোপন খবরের ভিত্তিতে উদয়পুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক নির্মাণ দাসের নেতৃত্বে চন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৪ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা প্রসেনজিৎ দেবনাথ নামে এক যুবকের বাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণ নেশা সামগ্রী আটক করা হয়। জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরেই সে এই নেশা সামগ্রী বিক্রি করে যাচ্ছে। প্রসেনজিৎ দেবনাথের নিজ বাড়িতেই বিপুল পরিমাণ নেশা সামগ্রী উদ্ধার করতে সক্ষম হয় উদয়পুর রাধাকিশোরপুর থানার পুলিশ। তার বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা গ্রহণ করেছে পুলিশ। আজ তাকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। পুলিশ রিমান্ডে এনে তাকে জিজ্ঞাস

'অসুবিধা তৈরি করতে চাইনি', শীর্ষ আদালতের ব্যাখ্যা, এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতির বিরুদ্ধে আদেশ প্রত্যাহার

নয়াদিল্লি, ৮ আগস্ট : এক নজিরবিহীন পদক্ষেপে শুক্রবার সুপ্রিম কোর্ট এলাহাবাদ হাইকোর্টের এক বিচারপতির বিরুদ্ধে ৪ আগস্টের দেওয়া আদেশ প্রত্যাহার করে নিয়েছে। ওই আদেশে বলা হয়েছিল, বিচারপতিকে অপরাধমূলক মামলা শুনানি থেকে বিরত রাখতে হবে অবসরের দিন পর্যন্ত এবং তাঁকে একজন সিনিয়র বিচারপতির সঙ্গে বসানো হবে।

বিচারপতি জে বি পার্ডিওয়ালা এবং আর মহাদেবনের বেঞ্চ এই নির্দেশ দিয়েছিলেন, এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি প্রশান্ত কুমার এক ফৌজদারি অভিযোগ খারিজে অস্বীকার করেন এই যুক্তিতে যে, আর্থিক আদায়ের জন্য দেওয়ানি প্রতিকার পাওয়া গেলেও তা ফৌজদারি অভিযোগ খারিজের পক্ষে যথেষ্ট নয়।

এই আদেশ প্রত্যাহার করা হয় প্রধান বিচারপতি বি আর গাভাইয়ের অনুরোধে। তিনি বিচারপতির উপর আরোপিত সীমাবদ্ধতা পুনর্বিবেচনার জন্য বেঞ্চকে অনুরোধ করেছিলেন। আদেশ ঘিরে দেশের বিভিন্ন মহলে সমালোচনার সৃষ্টি হয়। এরপর বিষয়টি পুনরায় শুনানির জন্য তালিকাভুক্ত করা হয়।

বিচারপতি পার্ডিওয়ালা বলেন, আমরা সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির পক্ষ থেকে একটি তারিখবিহীন চিঠি পেয়েছি, যেখানে অনুচ্ছেদগুলোর পর্যবেক্ষণ পুনর্বিবেচনার অনুরোধ করা হয়েছে। এই প্রেক্ষিতে আমরা রেজিস্ট্রিকে নির্দেশ দিয়েছি বিষয়টি পুনরায় তালিকাভুক্ত করা হোক।

উল্লেখযোগ্যভাবে, এলাহাবাদ হাইকোর্টের ১৩ জন বিচারপতিও প্রধান বিচারপতিকে চিঠি লিখে সুপ্রিম কোর্টের আগের নির্দেশ কার্যকর না করার অনুরোধ জানিয়েছিলেন।

নতুন আদেশে বিচারপতি পার্ডিওয়ালা স্পষ্ট করেন, আমাদের উদ্দেশ্য কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট বিচারপতিকে অপ্রস্তুত করা বা তাঁর সম্মানহানি করা নয়। এমনটা ভাবাও আমাদের উদ্দেশ্য ছিল না। তবে যখন পরিস্থিতি একটি সীমা ছাড়িয়ে যায় এবং প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা প্রশ্নের মুখে পড়ে, তখন সুপ্রিম কোর্টের সাংবিধানিক দায়িত্ব হয় হস্তক্ষেপ করা, এমনকি তা সংবিধানের ১৩৬ অনুচ্ছেদের অধীনে আপিলের বিচারের ক্ষেত্রেও।

বেঞ্চ আরও ব্যাখ্যা করে জানায়, সুপ্রিম কোর্টের লক্ষ্য ছিল বিচারব্যবস্থার সম্মান রক্ষা করা, কোনওভাবেই হাইকোর্টের প্রশাসনিক ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করা নয়। হাইকোর্ট বিচারব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, তারা কখনোই বিচ্ছিন্ন কোনো সত্তা নয় বলে বেঞ্চ মন্তব্য করেছে।

আদালত জানায়, আমরা আমাদের ৪ আগস্টের আদেশের ২৫ এবং ২৬ নম্বর অনুচ্ছেদ বাতিল করছি এবং সংশ্লিষ্ট মামলার বিষয়ে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির উপর দায়িত্ব ছেড়ে দিচ্ছি।

যদিও আগের নির্দেশ প্রত্যাহার করা হয়েছে, তবুও বেঞ্চ জানায়, এলাহাবাদ হাইকোর্টের আসল আদেশটিকে তারা "বিকৃত" ও "অবৈধ" বলে মনে করে এবং এর যুক্তির ভিত্তিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে। আদালতের মতে, এমন আদেশ জনসাধারণের বিচারব্যবস্থার ওপর আস্থা দুর্বল করে এবং তা উপেক্ষা করা যায় না।

দুষ্কৃতী হামলা, ভোটাধিকার হরণ ও আইনশৃঙ্খলার অবনতির প্রতিবাদে ধর্মনগরে বামেদের জোরালো বিক্ষোভ

ধর্মনগর, ৮ আগস্ট: উত্তর জেলার ধর্মনগরে পরপর কয়েকটি নৃশংস ঘটনার প্রতিবাদে ফুঁসে উঠল বাম শিবির। সিআইটিইউ নেতা নিখিল কর ও শিবব্রত চক্রবর্তীর বাসভবনে দুষ্কৃতী হামলা এবং বিধবা আশাকর্মী জয়ন্তী বিশ্বাসের উপর নির্মম আক্রমণের ঘটনা বাম নেতৃত্ব ও সাধারণ মানুষের মধ্যে গভীর ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে। এই ঘটনার প্রতিবাদে এবং আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ দাবি নিয়ে শুক্রবার ধর্মনগরে সংগঠিত হয় বামেদের এক জোরালো প্রতিবাদ কর্মসূচি। শুধু দুষ্কৃতী হামলার প্রতিবাদই নয়, রাজ্যের আইনশৃঙ্খলার চূড়ান্ত অবনতি, ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে ভোটাধিকার হরণ এবং নাগরিক নিরাপত্তার অভাবের মতো বিষয়গুলিকে সামনে রেখেই এই আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়। কর্মসূচির শুরুতেই বাম প্রতিনিধিদল ধর্মনগর থানায় গিয়ে থানার ওসির সঙ্গে দেখা করেন এবং ঘটনার নিরপেক্ষ ও দ্রুত তদন্তের দাবি জানান। অভিযুক্তদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় আনার দাবি জানানো হয় স্পষ্ট ভাষায়।

এদিনের বিক্ষোভ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম-এর রাজ্য সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য অমিতাভ দত্ত, উত্তর জেলা সম্পাদক অভিজিৎ দে, ধর্মনগর মহকুমা সম্পাদক রতন রায়, প্রাক্তন মন্ত্রী বিজিতা নাথ সহ একাধিক বাম নেতৃত্ব। তারা শহর ও আশপাশের এলাকায় দুষ্কৃতী কার্যকলাপ বৃদ্ধি এবং প্রশাসনের নির্লিপ্ত ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করেন। নেতৃবৃন্দ হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, "জনগণের ভোটাধিকার হরণ কোনোভাবেই মেনে নেওয়া হবে না। দুষ্কৃতীদের তাণ্ডব বন্ধ না হলে এবং প্রশাসন যদি আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় ব্যর্থ হয়, তবে আন্দোলনের মাধ্যমে জনগণই এর উপযুক্ত জবাব দেবে।"

এই প্রতিবাদ কর্মসূচিতে বহু সাধারণ মানুষও স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নেন। তাদের কণ্ঠে একটাই দাবি "ধর্মনগরে অবিলম্বে ফিরিয়ে আনতে হবে নিরাপদ পরিবেশ ও গণতান্ত্রিক অধিকার।"

তরুণীবধূর রহস্যজনক মৃত্যুর ঘটনায় থানায় ডেপুটেশন এলাকাবাসীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৮ আগস্ট: ১৯ বছরের তরুণীবধূর রহস্যজনক মৃত্যুর ঘটনায় থানায় ডেপুটেশন দিল মলয় নগর মন্ডল সহ এলাকাবাসীরা। উল্লেখ্য, প্রথম থেকেই খুনের সন্দেহ ছিল পরিবারের। মৃত গৃহবধুর শিউলির মৃত্যুর তদন্তের দাবিতে বিশালগড় মহিলা থানায় ডেপুটেশন প্রদান করা হয় এদিন। গত শুক্রবার সকালে এই নিষ্ঠুরতম ঘটনা ঘটেছিল বিশালগড় থানাধীন আদর্শ কলোনি বাতাঢেপা গ্রামে। থানায় মামলা দায়ের করা হলেও এখন পর্যন্ত গ্রেপ্তার নেই। জানা গেছে বিশালগড় থানাধীন গকুলনগর আদর্শ কলোনি বাতাঢেপা গ্রামের গোপাল দেবনাথের ছেলে রাজু দেবনাথের ৩ বছর আগে বিয়ে হয় আগরতলা মলয়নগরের শংকর দেবনাথের মেয়ে শিউলি দেবনাথ(১৯) - র সাথে। যখন শিউলির বিয়ে হয় তার বয়স ছিল ১৬ বছর। দশম শ্রেণিতে পড়াশুনা করত বিয়েতে সে রাজি ছিল না। দুই পরিবারের চাপে রাজি হয়। কিন্তু বিয়ের দুই মাসও কাটেনি শুরু হয়ে যায় নববধুর উপর মানসিক এবং শারীরিক নির্যাতন বলে অভিযোগ। আত্মীয় পরিজনদের নিয়ে বেশ কয়েক বার মিমাংসা সভা হয়েছে। গত বছর মেয়েকে নিয়ে ১১ মাস রেখেছে। তারপর আবার মিমাংসা সভা করে ৬ মাস হয়েছে গৃহবধূ স্বামীর বাড়িতে এসেছে। গত শুক্রবার সকালে স্বামীর বাড়ি থেকে গৃহবধূর বাপের বাড়িতে ফোন আসে শিউলি ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেছে। খবর পেয়ে বাপের বাড়ির লোকজন ছুটে আসে। তারা এসে জানতে পারে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। গৃহবধূর বাপের বাড়ির লোকজনের অভিযোগ যদি ফাঁসি দিয়ে থাকে তাহলে পুলিশ এসে মৃতদেহ নামাবে। তাছাড়া স্বামীর বাড়ির একশ মিটারের মধ্যে গৃহবধূর মামার বাড়ি রয়েছে। তারা ঘটনা সম্পর্কে জানে না। পাড়ার লোকজনও কিছুই শুনেনি। বাপের বাড়ি লোকজনের অভিযোগ গৃহবধূকে মেরে ঝুলিয়ে দিয়েছে। শিউলির বাবা শংকর দেবনাথ স্বামী রাজু দেবনাথ শ্বশুর গোপাল দেবনাথ এবং শ্বাশুড়ি করুনা দেবনাথের নামে হত্যার অভিযোগ এনে মামলা দায়ের করা হয়েছিল। কিন্তু এক সপ্তাহ হয়ে গেলেও এখন পর্যন্ত কোন অভিযোগ থেকে গ্রেপ্তার না করায় আজ বিশালগড় মহিলা থানায় ডেপুটেশন প্রদান করেন তারা।

রাতের আঁধারে দোকানে হামলা ও ভাঙচুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, মনুবাজার, ৮ আগস্ট: বৃহস্পতিবার রাতে সাতচাঁদ বাজার সংলগ্ন এলাকায় কংগ্রেস নেতা পিন্টু দেবনাথের দোকানে হামলা ও ভাঙচুর চালিয়েছে দুষ্কৃতিকারীরা। গতকাল রাতে সাতচাঁদ বাজার সংলগ্ন এলাকাতে কংগ্রেস নেতা পিন্টু দেবনাথ এর দোকানে রাতের আঁধারে কিছু দুষ্কৃতিকারী হামলা চালায় এবং দোকান ভাঙচুর করে। আজ এই ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত সাংবাদিকদের জানান দক্ষিণ জেলা কংগ্রেস সভাপতি মৃদুল পাটারী। তিনি রাতে ঘটনা শুনে ছুটে যান কংগ্রেস নেতার বাড়িতে।

স্বর্ণ তরঙ্গ, স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের বার্ষিক ১০০০ গাছ রোপণ অভিযান সম্পন্ন

আগরতলা, ৮ আগষ্ট।। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স গর্বের সাথে ঘোষণা করছে যে তারা তাদের বার্ষিক "স্বর্ণ তরঙ্গ" বৃক্ষরোপণ উদ্যোগ সফলভাবে সম্পন্ন করেছে। প্রতি বছর ত্রিপুরাজুড়ে ১,০০০ গাছ লাগানোর যে অঙ্গীকার তারা করেছিল, তা এই বছরও পূর্ণ হতে চলেছে এই মাসে। এটি একটি সবুজ ও সুস্থ ভবিষ্যতের পথে আরও এক ধাপ এগিয়ে যাওয়ার প্রমাণ।

এই উদ্যোগের আওতায় রাজ্যের বিভিন্ন স্কুল, জনসমাগমস্থল এবং কমিউনিটি এলাকায় গাছ লাগানো হয়েছে। এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য শুধু পরিবেশের উন্নয়ন নয়, বরং তরুণ প্রজন্মকে প্রকৃতি রক্ষার কাজে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হতে অনুপ্রাণিত করা। এই উদ্যোগে জেলা বন দপ্তর (পশ্চিম ত্রিপুরা) সহায়তা করেছে।

এই সাফল্য উপলক্ষে স্বর্ণকমল জুয়েলার্স-এর এক মুখপাত্র বলেন: 'স্বর্ণ তরঙ্গ শুধু কর্পোরেট দায়বদ্ধতা নয় — এটি আমাদের হৃদয়ের অঙ্গীকার, আমাদের প্রিয় ভূমি 'আমার ত্রিপুরা'র প্রতি। আমরা যে প্রতিটি চারাগাছ রোপণ করি, তা আমাদের আগামী প্রজন্মের জন্য একটি প্রতিশ্রুতি। আমরা সকল স্কুল, কমিউনিটি এবং স্বেচ্ছাসেবীদের ধন্যবাদ জানাই যারা এই যাত্রায় আমাদের সঙ্গে ছিলেন।'

স্বর্ণকমল জুয়েলার্স এখন ত্রিপুরার প্রতিটি বাসিন্দাকে আহ্বান জানাচ্ছে — আরও বেশি করে গাছ লাগান ও লালন-পালন করুন। প্রতিষ্ঠানটি বিশ্বাস করে, সম্মিলিত উদ্যোগই একটি পরিচ্ছন্ন, সবুজ ও টেকসই ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে পারে।

স্বর্ণ তরঙ্গ-এর মাধ্যমে স্বর্ণকমল জুয়েলার্স ব্যবসায়ের সঙ্গে সামাজিক দায়বদ্ধতার সংযোগ ঘটিয়ে চলেছে এবং প্রমাণ করছে যে পরিবেশ রক্ষা একটি যৌথ দায়িত্ব। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স একটি বিশ্বস্ত নাম, যা তাদের কারুকাজ, গুণমান এবং গ্রাহক আস্থার জন্য সুপরিচিত। অলংকারের বাইরেও, প্রতিষ্ঠানটি "স্বর্ণ তরঙ্গ"-এর মতো তাৎপর্যপূর্ণ সামাজিক উদ্যোগের মাধ্যমে সমাজকে ফিরিয়ে দেওয়ায় বিশ্বাসী, যেখানে ঐতিহ্যের সঙ্গে টেকসই উন্নয়নের মিল ঘটানো হয়েছে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas